বিজ্ঞপ্তি ।

গত বৎসর হইতে আমার জীবন-ক্ষেত্রে কত যে বিঘ্ন-বিপত্তি বেগে পদচারণ করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! কিন্তু দীনের নাথ দীনবন্ধু প্রত্যেক বিপদেই আমার মনের গতিকে স্থির রাখিয়া তাঁহার অমর-দুর্লভ পদচ্ছায়া দান করিতেছেন। তাই কোন যশঃপ্রার্থী না হইয়া কেবল মাত্র মহাপ্রভুর মহীয়সী লীলার কণামাত্র বিস্তারে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন দীনবন্ধো! তোমার ইচ্ছা—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

পরিশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই নাটকে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিত স্বনাম-সদ্ধ "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত "বন্ধু মাহান্তি" গল্পাংশের ছায়া অবলম্বন করিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ, প্রণীত "উড়িষ্যার চিত্র" নামক পুস্তক হইতে উড়িষ্যাবাসী পাত্র-পাত্রীগণের চরিত্রাঙ্কনে সাহায্য লইয়াছি। ইহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না। আশা করি মহানুভবগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

এস্থলে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক যে, গ্রন্থে যে স্থানে উড়িষ্যা-ভাষার সংযোজন আছে, তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য প্রায়ই বাঙ্গালা-ভাষার সহিত মিশ্রণ করা হইয়াছে; ইহাতে উড়িষ্যা-ভাষার অঙ্গহানি হইলেও নাটকীয় সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয় নাই, অন্ততঃ এইরূপ আমার বিশ্বাস। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের রুচিকর হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পোঃ কল্যাণপুর
হাবড়া
১ লা ভাদ্র, ১৩১৭

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অনন্তমিশ্র (ভক্ত সাধু ব্রাহ্মণ), বন্ধু (যাযপুর-বাসী জনৈক দরিদ্র, চণ্ডরাজের ক্রীতদাস), অনন্তমিশ্রের শিষ্য), সোনা রূপো (বন্ধুর পুত্রদ্বয়) আশারাম (কামী-ভক্ত, অনন্তমিশ্রের শিষ্য), চণ্ডরাজ (ডাকাতের সর্দ্দার), বীরভদ্র (চণ্ডরাজের পুত্র), কাপালিক (শক্তিভক্ত) সান্দিপণ (রাজা), খোর্দ্দার রাজা, মন্ত্রী, বৃন্দাবন দাস (কৃপণ মহাজন) ডাকাতগণ, সোনা ও রূপাবেশী কৃষ্ণ বল-রাম, গোপালবেশী কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণ, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট উড়িয়া বালক-গণ, যাত্রিগণ, পাণ্ডাগণ, ছড়ি-দার, গায়কদ্বয়, প্রেতাত্মা-গণ, ভিখারিদ্বয় ইত্যাদি।

পাত্রী

লক্ষ্মী, সুভদ্রা, কলাবতী, (অনন্তমিশ্রের স্ত্রী), অহল্যা, বন্ধুর স্ত্রী), বীণা (বন্ধুর কন্যা), বিমলা (বৃন্দাবন দাসের স্ত্রী) রাজকন্যা (সান্দিপণরাজার কন্যা), শক্তিরূপিণী ছদ্মবেশিনী কুমারীকন্যা, খোর্দ্দার রাণী, কলাবতীবেশধারিণী লক্ষ্মী, সহচরীগণ, উড়িয়া রমণীগণ, ঝুম্পা (চণ্ডরাজের স্ত্রী), বিধি নাপাতিনী (পল্লীবাসিনী প্রখরা সতী নারী) ইত্যাদি।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

পদ্মিনী	বাঁধান	(মথুরসাহার যাত্রায় অভিনীত)	
বিদুর	,,	,,	,,
তারা	,,	,,	,,
দুর্গাসুর	,,	,,	,,
চাণক্য	,,	,,	,,
যদুবংশধ্বংশ	,,	(সচিত্র)	
ভৃগুচরিত	,,	,,	,,
শুকদেব চরিত		,,	,,
প্রহ্লাদ চরিত		,,	,,
রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসর		,,	,,
রগড়		(প্রহসন)	
প্রবীরপতন বা জনা		(অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত)	
দাতাকর্ণ		,,	,,
কালকেতু		,,	,,
লবণ সংহার		(বাঁধান সচিত্র)	,,
কালাপাহাড়			,,
অন্নপূর্ণা			,,
মহীরাবণ			
জয়দেব		(ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)	
ব্রহ্মতেজ		,,	,,

পাঁচোয়ারসিং (নক্সা) ৵০ চালতার অম্বল. থাস৷ দই, ছানার পায়েস, ক্ষীরে নাড়ু (খোসগল্প) প্রত্যেকের মূল্য /০, থুল্লনা—পাঁচথানা হাফটোন ছবি (স্ত্রীপাঠ্য) ।৵০, অলোক-চতুরা (গার্হস্থ উপন্যাস) ৸০, সত্যনারায়ণ (ব্রত ক ৵০, আদর্শপত্রদলিল ।/০, হস্তলিপির আদর্শ /০, তালপাতায় ছাপা শাস্ত্রগ্রন্থ চণ্ডী ১, গীতা ১, কালীপূজা পদ্ধতি ॥০ জগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি ১, ভবা ১॥০ দুর্গাপূজাপদ্ধতি তিনপ্রকার (কালিকা, দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, প্রত্যেকের মূল্য ১॥০, ব্রতমালা ১॥০, নাগরী অক্ষরে চণ্ডী ১ ।

দীনবন্ধু।

—০:*:০—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীগোপালজীউর মন্দির-চাতাল।

অনন্তমিশ্র ও কলাবতী আসীন।

অনন্তমিশ্র। দীনবন্ধুর ইচ্ছা!

কলাবতী। দীনবন্ধুর ইচ্ছায় ত আর দীনের দুঃখ দেখতে পারি না ঠাকুর!

অনন্তমিশ্র। প্রিয়ে! ইহাও দীনবন্ধুর ইচ্ছা। দীনের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে যে কষ্ট অনুভব, ইহাই বা কয়জনে পারে

কলাবতি! এ জগতে ত লক্ষ লক্ষ ধনশালী নরনারী আছেন, কৈ, তাঁরা ত কেউ দীনদরিদ্রের জন্য আপনাদের চোখের জল এক ফোঁটাও ফেল্‌তে রাজী নন্! এমন কি তাঁদের মধ্যে কয় জন তোমার মত দীনদরিদ্রের ভাবনা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাব্‌চেন? তাই বলি প্রিয়ে! দীনবন্ধুকে আমার ধন্যবা দাও যে, তাঁর অনন্ত কৃপায় তুমি এমন দেবী-তুল্য হৃদয় পেয়েচ!

কলাবতী। ঠাকুর! আপনার মুখের কথা সকলই নূতন ব'লে বোধ হয়। কষ্ট পাওয়া ত পাপের কাজ প্রভো! পাপ না থাক্‌লে—জীব যন্ত্রণা পায় না, প্রভুই ত একদিন এ কথা অধিনীকে ব'লেচেন। আমার যে পর-দুঃখে বুক ভেঙ্গে যায় দয়াময়!

অনন্তমিশ্র। না, না কলাবতি! ভুল বুঝেচ! যে হৃদয় পর-দুঃখে ভেঙ্গে যায়, সেই হৃদয়ই ত হৃদয়। যে হৃদয় পর-দুঃখে বেদনা অনুভূতি করে, সেই হৃদয়েই ত আমার দীনবন্ধুর মহা- কলাবতি! গোপাল আমার বলেন, সংসারী জীবে ক্ষুধা-মান্দ্যে আহারে অনিচ্ছা অপেক্ষা ক্ষুধার বেগে অধী হওয়া ভাল। তাতে স্বাস্থ্যের মঙ্গল হয়, মনের উন্নতি হয়। মনের উন্নতিতে ধর্ম্মের উন্নতি অনিবার্য্য! নতুবা স্বাস্থ্য-ভং হয়, তার পরিণতি মৃত্যু! পর-দুঃখে যন্ত্রণা অনুভূতিকে বলে না কলাবতি! তাতেই ধর্ম্মের পথে নীত হওয়া যায় সেই যন্ত্রণা অনুভূতিতেই পরোপকারে মন প্রধাবিত হ'

থাকে। গোপাল আমার বলেন—সাধুর জীবন পরোপকারের জন্যই। সাধ্বি! যে নশ্বর জীবন তোমার পরোপকার রূপ মহদ্ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য সর্ব্বদা কাতর, সে সত্য-জীবনকে তুমি পাপের জীবন ব'ল্‌লে কি তোমারই কথা নূতন ব'লে বোধ হয় না?

কলাবতী। ঠাকুর! আপনার কথা সকলই অমৃতময় ব'লে বোধ হয়। আমারই ভুল, আপনার কথা কি ভুল হ'তে পারে?

অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা। ঠাকুরাণি! আজ গোপালের ভোগের কিছুই যে যোগাড় নাই গো! বাবার ভোগের কি হবে জননি!

কলাবতী। ও কি কথা মা, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? আমার গোপালের রাজত্বে অভাব কিসের? বাগানে যাও, পুকুরধারে হিংচে কল্‌মী লক্ লক্ ক'র্‌চে, সোলাকচু হাস্‌চে, ডুমুর গাছে কচি কচি ডুমুর, বেড়ার ধারে চুপ্‌ড়ীআলু, তেঁতুল গাছের নরম নরম পাতা, অভাব কি মা! গোপাল ত আমার তাঁর রাজত্বে সকলই ভোগের জিনিস ক'রে রেখেচেন।

অহল্যা। তা হ'লে মা, হিংচে ভাতে দিবেন, কল্‌মী শাক ভাজবেন, ডুমুর কচু আলুর ডাল্‌না, তেঁতুল পাতার অম্বল ক'র্‌বেন! উঃ, ঢের হবে! আমি ভাব্‌ছিলাম মা, তাই ত ঠাকুরাণী কি ক'র্‌চেন! আনাজ কনাজ যে সব বাড়ন্ত, বুঝি বা আজ

গোপালের ভোগের বড় কষ্ট হয়! যাই মা, সকাল সকাল এইগুলি সব যোগাড় ক'রে আনি গে।

[প্রস্থান।

অনন্তমিশ্র। লক্ষ্মী! অহল্যা আমাদের লক্ষ্মী।

কলাবতী। ঠাকুর! ওর মুখ দেখ্‌লেই আমার বুক ফেটে যায়! আহা—অভাগিনীর কি যন্ত্রণা! স্বামী পরপদে বিক্রীত, সে দাসত্ব তার এ জীবনে মোচন হবে না! তাতে আবার গোপালের কি খেলা দেখুন, এ অবস্থায় দুটী পুত্র, একটী কন্যা। তাদের জন্য অভাগিনী দিন রাত্রির ভেবে ভেবে সোনার শরীরকে কালি ক'র্‌চে, একে নিজের পেটের ভাবনার জন্য অস্থির, তার উপর তিন তিনটী ছেলে! গোপালের ইচ্ছায় আমাদের গোপাল-মন্দিরে যেন একরকমে দিন গুজরান্ হ'চ্চে, কিন্তু পরে যে কি হবে, তা ভাব্‌তে গেলে আমারও বুক দুরু দুরু ক'রে উঠে।

অনন্তমিশ্র। এতেই তোমায় মাঝে মাঝে পাগলিনী বলি কলাবতি! পোড়া পেটের জন্য ভাবনা কেন? দীনবন্ধুর রাজত্বে উপবাসী কয় জন আছে? আজ তিনি যাকে নিজের শ্রীমন্দিরে এনে আপনার প্রসাদ প্রদান ক'র্‌চেন, কালও তিনি তাকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য অন্নপূর্ণার পূর্ণ ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে রেখেচেন। যাঁর ভাবনা, তিনিই ভাব্‌চেন। কেন কলাবতি! তুমিই ত আগে ব'ল্‌লে যে, গোপাল ত তাঁর রাজত্বে সকলই

ভোগের জিনিস ক'রে রেখেচেন। এখন আবার ভুলে প'ড়চ কেন?

কলাবতী। প্রভু, প্রভু, আমি অতি দুর্ব্বলা, এরূপ আত্ম-নির্ভরতা আমার বিন্দুমাত্র নাই। দিন প্রভু, আপনার দীনবন্ধুকে ব'লে আমার হৃদয়ে বল দিন্। তবে প্রভু, অন্য কষ্ট না হ'লেও—স্বামীর চির-দাসত্বের যন্ত্রণা ত যাবে না নাথ! স্ত্রীলোকের ত স্বামীর সুখেই সুখ।

অনন্তমিশ্র। কলাবতি। তুমি কি জান না, গোপাল আমার সংসারী জীবের কখন চিরদিন সমান রাখেন না! এই তাঁর ত লীলা-রহস্য! আজ যে রাজা, কাল সে রাখাল! আবার আজ যে রাখাল, কাল সে রাজরাজেন্দ্র! প্রিয়ে! এ তুমি নিশ্চয় জেন—অহল্যার স্বামী নম্রপ্রকৃতি শান্তশীল বন্ধুর এ দাসত্ব-দুর্গতি কখন চিরদিন থাকবে না। সতি! এমন দিন আস্‌চে, যে দিন চির দীন দরিদ্র পর-পাদুকাবাহী বন্ধু—সেই দীনবন্ধুর অনুগ্রহে ও দয়ায় জগতে অদ্বিতীয় হ'য়ে উঠবে! তবে সকল সময়েই অর্থাৎ কি সুসময়ে কি দুঃসময়ে জীব যেন সৎ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহ'লেই জানবে কলাবতি! সে জীবের দুর্গতি আর এ জগতে কখন থাক্‌বে না! তাঁর একটী নাম সজ্জনপালক!

কলাবতী। আহা প্রভু, এমন দিনও হবে যে, বন্ধুর বিক্রীত জীবন আবার সংসারে স্বাধীন-ভাবে খেলা ক'রবে! বাবা গোপাল! সে দিনের দিন আর কতদিন বাকী! দয়াময়!

তোমার দয়ায় সব হয়, তবে কেন দীনবন্ধু, দীন বন্ধুর দুর্দ্দিন এখনও ঘুচ্‌ল না ? তবে কেন দুঃখিনী অহল্যার চোখের জল এখনও নিবারণ হ'চ্চে না! তার অনাথ পুত্র দু'টী অনাথিনী কন্যাটীর অবস্থা দেখেও কি তোমার দয়ার প্রাণে আঘাত লাগ্‌চে না দয়াময়!

অনন্তমিশ্র। আহা হা, তা লাগ্‌চে বৈকি প্রিয়ে! তা না হ'লে তাঁর সৃষ্ট জীব তুমি, কেন বন্ধুর দুঃখে এত ব্যাকুল হ'চ্চ ? তিনি যে সর্ব্বভূতে আত্মরূপী শ্রীহরি। তাঁর প্রাণে আঘাত না লাগ্‌লে কি তোমার চোখে জল আসে দেবি!

কলাবতী! সাধ ক'রে কি চোখে জল আসে ঠাকুর! বন্ধুর প্রভু আর তার প্রভু-পত্নীর কঠোর ব্যবহারে সে হতভাগা যে জর জর। তার ভীমের মত শরীর দিন দিন যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্চে! আহা হা, বাছা বন্ধুর ত কোন অপরাধই নেই! দেহের রক্ত জল ক'রে প্রভুর কার্য্যে দেহপাত ক'রচে! তবু দুরন্ত প্রভু চণ্ডরাজ তার প্রতি প্রসন্ন নয়! আবার তার ভার্য্যা চণ্ডালিনী ঝুম্পার দুর্ব্বচনে বাছা বন্ধু আমার চোখের জলে ভাস্‌তে ভাসতে যখন আমার কাছে এসে বলে "ঠাকুরাণি গো! আমার কত পাপের ফলে মা এ যন্ত্রণা, তোমার গোপালকে সুধাও!" তখন ঠাকুর! আমার চোখের জল আর থাকে না। একদিন এসে ব'ল্‌লে, ঠাকুরাণি গো—চুরি ক'র্‌লে কি পাপ হয় ? আমি ব'ল্‌লেম—বাছা এ কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ কেন ? এ যে পাঁচ বছরের বালকও জানে।

চুরির তুল্য আর মহাপাপ সংসারে কি আছে! বাছা আমার তখন উপর দিকে চোখ দুটী তুলে কি যেন মর্ম্ম বেদনা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে "গোপাল—গোপাল" ব'লে কেঁদে উঠ্‌ল! আমি ব'ল্‌লেম "বাছা বন্ধু! কি হ'য়েচে? বাছা আমার কোন কথা আমায় না ভেঙ্গে, ব'ল্‌লে—ঠাকুরাণি গো! তোমার গোপাল এবার আমার নরকে ঠাঁই ক'রেচে! অনেক ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, কিছুতেই কোন কথা ব'ল্‌লে না। সে না বলুক—আমি গোপালের কৃপায় তার প্রাণের কথা সব বুঝে নিলাম! সে আমার উঠে গেল, আমি অমনি বাবার কাছে এসে মাথা কুড়্‌তে কুড়্‌তে ব'ল্‌লেম, বাবা গোপাল! বন্ধুর একটা উপায় কর। বন্ধুর প্রভু পাপিষ্ঠ চণ্ডরাজ—নিশ্চয়ই বন্ধুকে চুরি ক'র্‌তে আদেশ দিয়েচে! সে প্রভুবাক্য লঙ্ঘন ক'র্‌লে ঘোর নির্য্যাতন প্রাপ্ত হবে।

অনন্তমিশ্র। থাক্ কলাবতি! থাক্ আর না, কলাবতি! কথা শুনে সংযমিত আত্মা অধীর হ'য়ে উঠে! গোপাল! বাবা গোপাল! আর এ মর্ম্মভেদী চিত্র অধম পুত্রের নিকট কেন? এ তোমার কি উৎকট পরীক্ষা বাবা! দীনবন্ধু! বন্ধু আমার কে? বন্ধু তোমার কে? তবে তুমিও কি বাবা—বন্ধুর জন্য এরূপ অস্থির হ'য়েচ? তার আকাশভেদী রোদনধ্বনি তোমার কর্ণ-কুহরের নিকট কি পৌঁছেচে? কি ক'রে বুঝি দয়াময়! বন্ধুর কর্ম্মফল তাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ক'রে রেখেচে। তখন কেমন ক'রে বুঝি প্রভু! তার দুর্দ্দিনের কণ্টকাবৃত পথ এবার

হ'তে পুষ্পকোমল হ'য়ে উঠবে? যা তোমার সদিচ্ছা বাবা, তাই পূর্ণ হ'ক, যা তোমার মঙ্গলোদ্দেশ্য বাবা, তাই সফল হ'ক্। যা তোমার সৃষ্টি রচনার রহস্য বাবা, তা অবাধে সংসাধিত হ'ক হ'ক ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই সম্পূরণ হ'ক! তবে এ দীন হীন অনন্তমিশ্র তার উপাসনার সহিত তোমার ইচ্ছা পূর্ণের জন্য প্রতিদিনই কামনা ক'রবে বাবা। (ধ্যান)

ভিখারী দ্বয়ের প্রবেশ।

ভিখারীদ্বয়। মা, চারিটী ভিক্ষা দাও গো!

গীত

(আমরা) বেড়াই ঘুরে দ্বারে দ্বারে।
আমরা ধনের কাঙ্গাল নই গো,
আমরা মনের কাঙ্গাল, তাই ভিক্ষা চাই গো যারে তারে॥
কত ধন-রত্ন ঘরের মাঝে তবু পাই না সুখ,
হা হুতাশে যায় কেটে দিন সবাই বিমুখ,
আমার ভালবাসার মানুষ যারা তারাই হ'লো পর গো—
খেদে বুক যায় গো ফেটে এ দুখ বা বলি কারে॥
আসিয়ে ভবের মাঝে খট্ ধরিনু যত,
মনের মত একটা মানুষ পু'রিয়ে দিলে তত,
তবু আবার বায়না যাদুর আমায় চাঁদ ধ'রে দে গো—
চাঁদ পেয়ে চাঁদ আকুল মনে এলাম ভাই চাঁদ ধরিবারে॥

মা, ভিক্ষা দাও!

কলাবতী। বোস বাবা, গোপালের খুদ, যা আছে, তাই এনে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

অনন্তমিশ্র। গানটী তোমাদের অতি মধুর!

ভিখারীদ্বয়। কি ঠাকুর না কি? নমস্কার প্রভু!

অনন্তমিশ্র। নমস্কার বাবা! তবে যাদু! আর বায়না ক'র্‌চ কেন? এখনও কি বাসনা ক্ষয় ক'র্‌তে পার নি?

১ম ভিখারী। কতক বটে! তা না হ'লে আর ভিক্ষা ক'র্‌তে বাহির হব' কেন প্রভু?

অনন্তমিশ্র। তা হ'লেই হ'ল বাবা, যখন আকুলতা এসেচে, তখন কর্ম্মশেষ হ'য়ে এসেচে! ঐ বাবা—ঐ আকুলতাই ত চাই! এবার গোপাল আর থাক্‌তে পার্‌বেন না। যে ভাবে চাও, সেই ভাবেই পাবে বাবা! ঐ আকুলতা—ঐ আকুলতা ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদের এসেছিল! ভক্তিতে প্রহ্লাদ জান্‌ত, আমার হরি আছেন, তিনিই জীবকে সর্ব্ব-সময়ে সর্ব্বত্র রক্ষা ক'র্‌চেন, তাই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে যত তাড়নাই করুক না কেন, প্রহ্লাদের তাতে নিঃশঙ্ক—অটল—অচল সাহস! তাই প্রহ্লাদ অস্ত্রে ছেদিত হ'ল না, হস্তি-পদতলে দলিত হ'ল না, বিষও অমৃত হ'ল, সাগর জলে নিমজ্জিত হ'ল না, তারপর পিতা হিরণ্যকশিপু বল্‌লেন, প্রহ্লাদ তোর হরি কোথা? অমনি প্রহ্লাদের মুখ হ'তে বেরিয়ে পড়্‌ল, আমার হরি সর্ব্বত্রই! পিতা হিরণ্যকশিপু অমনি ব'ল্‌লেন, তোর হরি এই স্তম্ভমধ্যে আছে?

আবার ভক্ত প্রহ্লাদের মুখ হ'তে বেরুল যে—"হাঁ আছেন।" পিতা বারম্বার জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কেমন প্রহ্লাদ এই স্তম্ভ মধ্যে তোর সেই হরি আছেন! প্রহ্লাদের ভক্তি অগাধ. সে বিচলিত হ'ল না,বারম্বারই ব'ল্‌তে লাগ্‌ল "অবশ্যই আছেন" অমনি প্রহ্লাদের প্রাণে আকুলতা এসে উপস্থিত হ'ল, মনে মনে মনোময়কে স্মরণ ক'রে বল্লেন—"দয়াময় তুমি সর্ব্বব্যাপ্ত! এই স্তম্ভমধ্যে অবশ্যই আছ! আমার বাক্য সত্য হ'ক"! তাই হ'ল—সে আকুলতা তার শুধু বাক্য নয়! সে আকুলতায় সমুদ্র মরুতে পরিণত হয়, শ্মশানও নন্দন হ'য়ে যায়! সে আকুলতা ক্ষুদ্র নয়। বালক ধ্রুবেরও অবস্থা তাই! মা সুনীতি ব'ল্লেন—ধ্রুব,ভয় পেলে তোর পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাকিস্! ধ্রুবের পথে যেতে যেতে ভয় হ'ল, অমনি তার মায়ের কথা মনে প'ড়্‌ল, প্রাণে আকুলতা এল, অমনি ডাক্‌লে আমার পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায়! সে আকুলতায় ধ্রুবের পদ্মপলাশলোচন হরি থাক্‌তে পার্‌লেন না, ছুটে এলেন, এসে ব'ল্লেন, ধ্রুব, আমি এসেচি। সে আকুলতায় তার সব হ'ল! বাবা রে! সেই আকুলতা চাই বাবা, সেই আকুলতা চাই!

ভিখারীদ্বয়। ঠাকুর! ভিক্ষা পেলাম, আসি। আবার প্রয়োজন হ'লে আস্‌ব।

[প্রস্থান।

অনন্তমিশ্র। আস্‌বে বৈকি বাবা, আমার কাছে গোপালের যে

অমূল্য খুদ সঞ্চিত আছে, তাতে কেহ তোমরা বঞ্চিত হবে না।

খুদ হস্তে কলাবতীর প্রবেশ।

কলাবতী। ঠাকুর! আপনি আপন মনে কথা ক'চ্চেন, ভিখারী দুজন কোথায় গেলেন?

অনন্তমিশ্র। কে তোমার সামান্য তুচ্ছ খুদের ভিখারী কলাবতি! তারা যে তোমার সে ভিখারী নয়। তারা আমার গোপালের অমূল্য কৃপার ভিখারী! তারা সেই ভিক্ষালাভের জন্যই এসেছিল প্রিয়ে!

সোনা ও রূপার প্রবেশ।

সোনা ও রূপা। দেখ্ না দেখ্ না ঠাকুর মা! আশা কাকা—পিঠুলি গুলে বলে—ওরে সোনা-রূপো—দুধ খেয়ে যা! দুধ খেয়ে যা!

সোনা। আমি বল্লুম—কাকা, ও যে পিঠুলি গোলা। পিঠুলি গোলা।

রূপো। আমি বল্লুম ঠাকুর মা, ও আবার বুঝি মানুষে খায়, ও আবার বুঝি মানুষে খায়?

কলাবতী। তাই না কি?

সোনারূপা। তখন আশা কাকা ব'ল্লে কি মা শুন্‌বি? শুন্‌বি?

সোনা। বলে—গরিবের ছেলেরা বুঝি আবার মানুষ? গরিবের ছেলেরা বুঝি আবার মানুষ?

রূপা। আমি ব'ল্লেম—মানুষ নয়, দেবতা, দেবতা!

সোনা। আর আমি ব'ল্লেম, বড় লোকের ছেলেগুলো সব গাধা, গাধা, গাধা!

রূপা। অমনি সোনা দাদার গালে আশা কাকা একটা চড়িয়ে দিলে।

সোনা। ব'ল্লে—বেরা আমি বড় লোকের ছেলে ব'লে আমাকে গালাগালি দিলে যে?

রূপা। অমনি আমি ব'ল্লেম যে, আশা কাকা তুমি বড় লোকের ছেলেই বটে, তা না হ'লে এমন ছোট লোকের মত ব্যবহার হবে কেন?

কলাবতী। বেস ব'লেচিস্ ভাই, বেস ব'লেচিস্।

সোনা। আবার বলে কি ঠাকুর মা, শুন্‌বি? বলে বেটারা আমি রাজা হ'ব জানিস্, এক রাজকন্যা পাব জানিস্!

রূপা। হাঁ গো ঠাকুর মা, এই ব'লে আশা কাকা আবার নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

সোনা। বলে আবার কি মা, দেখ্—আমি গোপালের সেবা করি কেন জানিস্? রাজা হ'বার জন্যে আর রাজকন্যা পাবার জন্যে!

অনন্তমিশ্র। হাঁ ভাই, আশারামের আশাই তাই বটে। এখন গোপাল আমার তার সে আশা পূর্ণ ক'র্‌লে হয়।

সোনা ও রূপা। না ঠাকুর দাদা, আশা কাকাকে তা দেওয়া হবে না। তুমি তোমার গোপালকে বারণ ক'রে দাও; কাকা যেন রাজ্যও না পায়, রাজকন্যাও না পায়!

রূপা। সে সোনা দাদাকে চড়িয়ে মার্‌লে কেন? সে যেন রাজ্যিও না পায় আর রাজকন্যাও না পায়।

আশারামের প্রবেশ।

আশারাম। হাঁ, ওঁদের কথায় গোপাল আমাদের উঠ্‌বেন আর ব'স্‌বেন! দেখ্ সোনা রূপো, তোরা যেমন আমার সঙ্গে লেগেছিস্, তেমনি তোদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে ব'ল্‌ছি।

সোনা। ঠাকুর মা, আশা কাকার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ব!

রূপা। ঠাকুর মা, বক্‌বি না ত? কাকার সঙ্গে লাগ্‌ব দেখ্‌বি?

আশারাম। মা, ছোঁড়া দুটোর বিট্‌লমো দেখ্‌চিস্? আমার রাজ্যিও নেয়, রাজকন্যাও নেয়।

অনন্তমিশ্র। আশারাম! তুমি কি রাজকন্যা পেয়েচ নাকি?

আশারাম। তা সে একরকম পাওয়াই! ঠাকুর ত ব'লেছেন, আশারাম, তোর আশা পূর্ণ হবেই। তখন আমার পাওয়াই! ঠাকুরের কথা ত মিথ্যা হ'তে পারে না।

অনন্তমিশ্র। আশারাম! তোর যেরূপ আমার প্রতি অটুট বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের ফলে তোর এ দুরাশা হ'লেও আমার গোপাল সে আশা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

আশারাম। শুন্‌লি! শুন্‌লি সোনা রূপো, আমি রাজা হ'ব, রাজকন্যা পাব, তোদের কাকা রাজা হবে, তোদের কত আনন্দ হবে বল্ দেখি! এখন তোরা গরিবের ছেলে আছিস্, তখন তোরা রাজার ভাইপো হ'বি, রাজা হ'বি। কত গয়লা এসে দুধ

যোগাবে, ক্ষীর সর ননী ছড়াছড়ি যাবে, আমি গোপালের ভোগ দোব, আর তোরা প্রসাদ নিবি! সেটা সুখ, না এটা সুখ?

সোনা। এটা আমাদের কিসের অসুখ?

রূপা। রাজার ভাইপো হই না ব'লে বুঝি?

আশারাম। হাঁ হাঁ বাপধন, হাঁ হাঁ, ওরে রাজা রে রাজা, কম সুখ নয়, কম সুখ নয়! ওরে রাণীরে রাণী, কম সুখ নয়, কম সুখ নয়!

সোনা রূপা। গীত

কাকা চাই না ও সুখ আর।
রাজা রাণীর মাথায় যে গো অনেক বোঝার ভার॥
আমাদের হয় গোপাল রাজা, আমরা তার হই প্রজা,
কোন ভাব্‌না নাই ক মোদের এই ত সুখের ধ্বজা,
এর চেয়ে আর কি সুখ আছে এ কেমন গো মজা,
ঠাকুর দাদা ঠাকুর দিদির কোলে থেকে শুনি মধুর বুলি মার॥

আশারাম। (সোনা রূপাকে কোলে লইয়া) বাপ্‌রে বাপ্‌রে, তা বুঝি। তোর ঐ ঠাকুর দাদা—ঠাকুর দিদি আর মায়ের কাছে, স্বর্গের সুধাও অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ! তবু যে বাবা, আশারামের আশা—বৈতরণী! তার তরঙ্গে যে আশারাম উলটপালট খেয়ে হাবুডুবু খাচ্চে! তার উপায় কি বল? সে উপায়ের কূল কোথায়? গোপাল বল, গোপাল বল!

অনন্তমিশ্র। চল আশারাম—বুকের আশা বুকে নিয়ে আমার

গোপালের নিকট সেবা দেবে চল। তাহ'লেই গোপাল আমার সকল আশা পূর্ণ ক'র্‌বেন। এস কলাবতি!

সোনা রূপা। আমরা চলি কাকার কোলে,
ঠাকুর দাদা ঠাকুর মা সঙ্গে চলে।
তাই তাই তাই, মামার বাড়ী যাই,
মামা গেছে কামার বাড়ী মামী ভাব্‌চে তাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চণ্ডরাজের গৃহ প্রাঙ্গণ।

নেপথ্যে—চণ্ডরাজ। ছড়া বন্ধুয়া! আজ তোর একদিন। কি মোর একদিন।

ভীতভাবে ও দ্রুতপদে বন্ধু ও তৎপশ্চাৎ চণ্ডরাজ ও ঝুম্পার প্রবেশ।

বন্ধু। মণি মা, মণি মা, আপনি মা বাপ, আপনি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম বিচার করুন। মিছি মিছি মার্‌বেন না।

চণ্ডরাজ। কি কইলি ছড়া মহান্তি বদমাস্। এখনও যা বলি শোন, তা না হ'লে এই লাঠিতেই তোকে আমি শেষ ক'রব?

বন্ধু। তা আমাকে একেবারে মেরে ফেল মণি মা! আমি কিন্তু চুরি ক'রে পাপের ভরা মাথায় ক'রতে পারব না। ইহকাল ত আমার এই, আবার পরকালের পথে কাঁটা দিলে আমার চ'লবে কেন?

চণ্ডরাজ। ছড়া দুষ্টু, মিচ্ছারে ওজর করিবাকু আউচ্ছু? দেখ বন্ধুয়া তুই কি মোর কথা না শুনিবি ত মাগ্না ভাত খাইবুঁ?

ঝুম্পা। কাঁহিকি গোল করুছুঁ এখনও কর্ত্তা যা ব'লে শোন, না হ'লে এখনি যে পরাণটা চলি যিব।

বন্ধু। সান্তানি! চাই না মা, এমন অপদার্থ শক্তিশূন্য প্রাণে বন্ধুর আর কোন প্রয়োজন নাই। সান্তানি! সংসারের কি সুখে আর এ প্রাণধারণ ক'রব। নিজের দুর্লভ জীবন যখন পরের দয়ার আর অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রচে, যে জীবনে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার সুখ স্বপ্নেও হ'ল না, সে জীবনের ফল কি সান্তানি! যে পাপাত্মার দেহ একস্থানে বিক্রীত, পত্নী-পুত্র-কন্যা পরগৃহে প্রতিপালিত, সান্তানি! তার কি মৃত্যু মঙ্গল নয়! এ সকল যন্ত্রণাভোগ অপেক্ষা মৃত্যু তার যে স্বর্গ-সুখ!

ঝুম্পা। এই কথাড়ু, বৈরাল, কাঁচা কদড়াটা, এই বাত্তাকুটা—লোকের বাড়ী থেকে না ব'লে রাত্তেরে নিয়ে আসা! এ আবার কাজ কি মা!

চণ্ডরাজ। এ কাজটা তুই ক'রলি, আর আমি দু দশজন লোক

নিয়ে ওরই মধ্যে গোছাল লোক দেখে তাদের বাড়ীতে হাঁউ মাউ চাঁউ ক'রে রাত্রে ঢুকে গেলাম, তাতেও দস্তুরমত কাজ-গুছে গেল। তা হ'লেই হ'ল কিনা—সংসারটা আর কিছু দেখ্‌তে হ'ল না।

ম্পা। খরচ কত গো! তা বাছা ত আর টের পাও না? দাদা-ঠাকুরের ভাতে আছ।

গুরাজ। আর এদিকে যে দাদাঠাকুরের কণ্ঠায় জল উপ্‌জে পড়িছে, তা আর মাইপোর ভাইটী আমার কিছুই বুঝ্‌ছেন না!

ম্পা। দেখ্‌ বন্ধুয়া, তোহর অনন্তঠাকুর—তার কথা ছাড়িকিরি তুই মোর কথাটী শোন্।

ন্ধু। দেখ্‌ সান্তানি ঐ মণিগার হাতে লাঠিখানা র'য়েচে, ঐটে নিয়ে আমার মাথায় ঠেঁয়িয়ে দে, আমি ম'রে যাই। তারপর আমার দেহ নিয়ে তোরা যা ইচ্ছা তাই করিস্। কিন্তু সান্তানি, আমি প্রাণ থাক্‌তে চুরি ক'রে আপনার আত্মা নরকজলে ডুবোতে পার্‌ব না, কিছুতেই পার্‌ব না।

গুরাজ। তবে রে ছড়া, কিচ্ছ্‌টী কইনি ব'লে তোর এত্তে গোস্তাকি বাড়িছি। ছড়া! (কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক চপেটাঘাত) ছড়া, কি মতে তুই মোদের কথা না শুনিব, তা মোরে দেখিতে হ'ব। মোর নাম ডাকুসর্দ্দার চণ্ডরাজ! এ উড়িয়ামুলুক যাযপুর মোর নামে থরথরি কাঁপে! পেলাবুড়া মোর ডরে জুজুটী হ'য়ে থাকে।

ন্ধু। তা থাকে থাক্, সকলে ভয়ে কাঁপে কাঁপুক, কিন্তু আমি ভয়ে

কখন ধর্ম্মত্যাগ ক'র্‌ব না। মণিমা, তুমি আমায় মেরে ফেল তাও স্বীকার ; তবু আমি পরকালের পথ কখন জটিল ক'র্‌ব না। তোমার ভয়ে উড়িষ্যা মুলুক কাঁপ্‌তে পারে, সাগর—ভূধর কাঁপ্‌তে পারে, কিন্তু বন্ধুর হৃদয় বিন্দু মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হবে না।

চণ্ডরাজ। (স্বগত) না, কড়াতে বন্ধুয়াকে বাগে আন্‌তে নারিব। বন্ধুয়াকে ধরমের ভয় দেখাতে হ'ব। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল্‌ দেখি বন্ধুয়া, তুই যে ধরম ধরম করিস্‌, তা হ'লে তোর যে এই নাদুশ নুদুশ চেহারাটা এটা কার প্রসাদে বল্‌ দেখি ছড়া! সত্যটী কইব?

বন্ধু। তা সত্য, তা সত্য মণিমা, আমি যখন আপনার ক্রীতদাস, আপনি অর্থ দিয়ে আমায় যখন ক্রয় ক'রেছেন, তখন আমার এ দেহ আপনার অন্নেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। এ দেহ আপনার ভিন্ন আর কারও নয়। আমার এ দেহে আপনারই একমাত্র অধিকার।

চণ্ডরাজ। তবে ছড়াটী জঙ্গলি, তুই মোর কথাটী না শুনিব কেন? মুই তোর মুনিব ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, প্রভু আচ্ছি না?

বন্ধু। নিশ্চয়ই প্রভু। প্রভো! প্রভুর আজ্ঞা কি এই? হা প্রভো! যে প্রভুর চৌর্য্যবৃত্তি, অধর্ম্ম প্রবৃত্তি, সেই প্রভুর আজ্ঞা অপ্রতি-পালনে কি কোন প্রত্যবায় আছে? যদি থাকে, তাহ'লে আমার তুল্য অধম পাপিষ্ঠ নারকী ভবমণ্ডলে আর কে আছে দয়াময়! হে নীলাচলনাথ! তাহ'লে আমার উপায় কি?

প্রভু! আপনি আমার প্রভু। প্রভু, আপনি কি আমায় সত্য আদেশ দিচ্চেন? সত্যই কি আপনি আমায় চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি প্রদান ক'র্‌চেন্? সত্যই কি আপনার এ আজ্ঞা প্রতিপালন না ক'র্‌লে আমার অধর্ম্ম হবে?

গুরাজ। হবে না? ছড়া মোর কথা না শুন্‌লে তোর ইহকাল ত যিবই, আবার পরকালেও তোরে অনেক জবাবদাহী করিতে হব।

স্পা। (স্বগত) মরদ এবার আপন জালে আপনি মরিছে রে। (প্রকাশ্যে) দেখ্‌ বন্ধুয়া, তুই মোদের কথা শুন্‌, তোর ভাল হব।

ন্ধু। ভাল মন্দ আমি কিছুই জানি না সাস্তানি! ভাল-মন্দ প্রভু জানেন। এবার আমি আর ভাল-মন্দের কথা বিচার ক'র্‌ব না। আমার প্রভু ব'লেচেন, প্রভুর কথা অবিচার্য্যভাবে পালন ক'র্‌বে। সাস্তানি, আমি মণিমাকে আগে প্রভু ব'লে জান্‌তাম না, তাই আমি মণিমার কথা অগ্রাহ্য ক'র্‌ছিলাম, এখন বুঝ্‌লাম, ঠাকুর যেমন আমার প্রভু, নীলাচলনাথ আমার যেমন প্রভু, তেমনি আমার আর এক প্রভু মণিমা! তখন মণিমার কথা আমায় অবিচার্য্যভাবে পালন ক'র্‌তে হবে। তখন তাঁর কথায়—আমার ভাল-মন্দ বিচার ক'র্‌বার কি অধিকার আছে সাস্তানি! প্রভু তিনি, তিনি আমায় যে ভাবে চালিত ক'র্‌বেন, আমি যন্ত্রের মত সেই ভাবে চালিত হব। প্রভু! সত্য বল—আমি কি চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন ক'র্‌ব।

চণ্ডরাজ। হাঁ, যেটী তোকে ক'র্‌তে বলিব, সেইটী তোকে করিতে হব, তাহ'লেই মুই সন্তুষ্ট হব।

বন্ধু। প্রভুর সন্তুষ্টিতে আমি সকলই ক'র্‌ব, যা ক'র্‌তে হবে, তা আদেশ করুন।

ঝুম্পা। দেখ্‌ বন্ধুয়া, মুই আজ অনন্তমিশ্রের বাড়ী গেছিলু দেখ্‌লু—তাদের কথাড়ু গাছে, একটা বেশ কথাড়ু ফ র'য়িছে, বুঝিলি? তা দেখে মোর খেতে বড় ইচ্ছা হ'য়িছে। য তুই সেই কথাড়ুটা আজিই রাত্রে তুলে আনিগে। বুঝিলি

বন্ধু। হা প্রভু! এই কি আদেশ। আজ ঠাকুরের গৃহে গি চুরি ক'র্‌তে হবে, এই কি প্রভুর আজ্ঞা?

চণ্ডরাজ। হাঁ, এই মোর আজ্ঞা।

বন্ধু। যে আজ্ঞা।

চণ্ডরাজ। ভ্যালা মোর বন্ধুয়া রে, ভ্যালা মোর বন্ধুয়া! মুই ত তাই চাই বাপ্পধন! হাঁ—এখন—চুপটি ক'রে ব'সে কথাড়ুট আনিবার ফন্দি টন্দি কর্‌গে। দেখিস্‌ ছড়া, যেন ধরা না পড়িস্‌! ধরা পড়্‌লেও মোর কথাটী মনেও তুই কাব না।

বন্ধু। যে আজ্ঞা। (স্বগত) লোকের কাছে ধরা না পড়ি, কিন্তু হে নীলাচলনাথ! তোমার কাছে যে আমি ধরা প'ড়ে র'য়েছি তবে প্রভুই ভরসা, প্রভুর আজ্ঞা, প্রভু আমার সব সমান তখন তুমিই বা কি, আর আমার মণিমা প্রভুই বা কি। এক্ষে আমার অদৃষ্টে যা হয়, তাই হবে। দয়াময় প্রভো! তুমিই সত্য

[প্রস্থান।

ঝুম্পা। দেখ্ কর্ত্তা, বন্ধুয়া এদিকে যা হ'ক, কিন্তু ধরমের ভয়টা খুব রাখে।

চণ্ডরাজ ও ঝুম্পা। বন্ধুয়া একটা মরদ। অত্ত মারি খাইল, তব্ব কি স্বীকার পাইগিলা, যেই প্রভু ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির কথাটা কইনু, অমনি জড়, অমনি জড়।

চণ্ডরাজের সহচর চারিজন ডাকাতের প্রবেশ।

ডাকাতগণ! সর্দ্দার, সর্দ্দার, থাঞ্জায় নাকি হে! সর্দ্দার, থাঞ্জায় নাকি হে! ও সর্দ্দারনি, ও সর্দ্দারনি, সর্দ্দার কোঁটি?

চণ্ডরাজ। আরে আরে আস মিতারা আস। ঝুম্পা, ঝুম্পা, পিঁড়া নিয়ে আয়, পিঁড়া নিয়ে আয়, দাণ্ডায় পাতিকিরি দে, দাণ্ডায় পাতিকিরি দে।

ঝুম্পা। যাই গো!

[প্রস্থান।

১ম ডাকাত। আরে ছো, পিঁড়া সর্দ্দার! মুই ত আর বাঁচিনি সর্দ্দার!

২য় ডাকাত। মুই ত পাঁচ প্রাণী কুটম্ব নিয়ে সর্দ্দার! যাই যাই হ'তে বসিছি!

৩য় ডাকাত। তাই এনু সর্দ্দার! আজ একটা ওত দেখ্।

৪র্থ ডাকাত। একটা ওত দেখ্ সর্দ্দার, একটা ওত দেখ্।

চণ্ডরাজ। আরে মিতারা, তার লাগি তোরা কিসের ভাবনা করুচু? আজ একটা ঠিক করিব, কালই বিরিয়ে যিব!

কালীমায়িকি নাম নিয়ে কাজ হাসিল ক'রি আসিব। আরে ঝুম্পা, আরে ঝুম্প্যা, তাড়ি লিয়ে আয়, তাড়ি লিয়ে আয়। (তাড়ির কলস বাহির পূর্ব্বক) আরে গেলাস গলা কৌঁটি রে! গেলাস গলা কৌঁটি! (গেলাস বাহির পূর্ব্বক) আয় রে মধুয়া, ধনিয়া, ধর্ ধর্ (তাড়ি প্রদান)

১ম ডাকাত। (তাড়ি পান) মোদের সর্দ্দারের এই গুণটীর তারিফ রে ভাই! কি বলিস্, ময়িনা?

২য় ডাকাত। (তাড়ি পান) মোদের সর্দ্দার ত মহাপ্রভু বিষ্ণু অবতার আছন্তি।

৩য় ডাকাত। (তাড়ি পান) যিন ইন্দ্রদ্যুম্ন রজা আছন্তি!

৪র্থ ডাকাত। (তাড়ি পান) হু হু ডারে—ডারে—ডারে—ধর্ ধর্ একটা গান গা ত।

সকলে। গীত

ডারে ডারে ডারে—আড়েড়ে ভুয়াসানি স্বজনি কঁড়ি গলা।
তাকু কে দিব আনিরে, ডারে ডারে ডারে,
সে রসবতী নব কলিকা মু পরাণে রস সঞ্চিলা।
মু পরাণে ধৈরজ কেমন্ত করি, পরাণ গলা গলা—
এমন্ত বিচারি, সে কেমন্ত রে—হৃদ বিদ্ধ করিলু যেন সাতনলা।
ডারে ডারে ডারে, আরে রে ভুয়াসানি কঁড়ি গলা,
আরে রে আরে ভুয়াসানি রঙ্গিণী কৌঁটি গলা॥

(নৃত্য)

১ম ডাকাত। সর্দ্দার! মোর পাঁচ প্রাণীকুটুম্ব না খাতি পেয়া মরি গলা! তু একটা উপায় ক'রে দে সর্দ্দার!

২য়, ৩য় ৪র্থ ডাকাত। হাঁ সর্দ্দার, তু একটা মোদের উপায় ক'রে দে সর্দ্দার! তু সর্দ্দার মহাপ্রভুকু পুত আছন্তি; মোদের একটা উপায় ক'রে দে সর্দ্দার!

বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। আরে ছড়ারা, থাঞ্জায় বসিকিরি তাড়ি খাইবি কাঁই? ছড়াদের কুচ্চু আক্কেল নাই গা! বাহার যা, ছড়ারা, বাহার যা।

সকলে। কেরে ছড়া!

বীরভদ্র। তোর মাকু ঘইতা রে ছড়া!

চণ্ডরাজ। ওরে ওরে মোর পো বীরভদ্র আসিছি, পলাই চ। পলাই চ।

সকলে। ওরে ওরে পলাই চ।

[বেগে প্রস্থান।

বীরভদ্র। এ ছড়াদের আক্কেল কি গা। এ, বাপ্প ছড়াও এক্কেবারে গেছে। আরে এ বন্ধুয়া ছড়া গলা কৌটি! ছড়ার মাইপোকে মু নিব! শালি কি রঙ্গিনী রসবতি! শালির লাগি কিরি মোর পরাণটা একুবারে নীড়গিরি পাহাড় করি দেউছু! মুই মাথ্থা ঠিক রক্ষিতে পারছি না। যাই, একবার শালিকে অনস্ত ঠাকুরের থাঞ্জাতে দেখি আসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অনন্তমিশ্রের পুষ্করিণী-তীর।

হরিদ্রাবাটী হস্তে কলসী কক্ষে উড়িয়া
রমণীগণের প্রবেশ।

গীত

ধাঁই কিরি কিরি ধাঁই কিরি কিরি চাল সহচরি ধাঁই কিরি কিরি চলু চাল।
রসের কলসী ভরিকু আনিব আস্তে বান্ধি রাখিব প্রেমকু থাল।
কেঁয়াড় নট চিকণকালা, কদম্বতল করিছু আলা,
আস্তে মানে সহি বিরহ জ্বালা, লটপটু করুছু মদন যমকাল।
আহা হা সখি রে কোঁটি লাবণ্যনিধি, বাটে বাটে চড়িকু হারানু সুবুদ্ধি,
জলের ছলে সেখিরে ঘাটে ওকু ব্যাধি, কাঁই কাঁই সখি রে একু বিষম জঞ্জাল॥

[সকলের প্রস্থান।

কলসী কক্ষে অহল্যা, সোনা ও রূপার প্রবেশ।

অহল্যা। কেন পায়ে পায়ে বেড়াস বাছারা! সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এখনও গরু বাছুরকে ফেন কুঁড়ো খাওয়ান হয় নি। এর পর আবার গোপালের শীতলের যোগাড় ক'র্‌তে হবে। কখন ক'র্‌ব বাছা! তোরা অমন ক'র্‌লে আমার যে আর হাত পা চলে না।

সোনা। না মা, আমি ত খিদের কথা বলি না, রূপোই ত অমন ক'র্‌চে।

রূপা। হাঁ মা, কখন চারটী খেয়েচি বল্ দেখি গা! আমার কি এখনও খিদে পায় না? খিদের জন্যই ত তোমায় ব'ল্‌চি গা।

অহল্যা। একটু সয্যি সামাই ক'র্‌তে হবে বাবা! পরের বাড়ী, তাও আবার দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়ী, তাঁরা না খেয়ে তোমাদিগে খাওয়ান, তাঁদিগেই বা আর কি বলা যায়! তোমাদের বরাত! যেমন বরাত ক'রে এসেছিলে, তেমনি অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেচ। (রোদন)

রূপা। কেন মা, কাঁদ্‌চ?

সোনা। তুই কেবল খিদে খিদে ক'রিস্ কেন?

রূপা। হাঁ দাদা, খিদে পেলে খিদের কথাও ব'ল্‌ব না?

সোনা। হাঁ মা, তাই তুমি কাঁদ? নয় গা?

অহল্যা। না বাবা, তার জন্য কাঁদি না, আপনার বরাতের জন্য কাঁদি। (স্বগত) হায় রে! এও কি কম দুঃখ! হা নীলাচলনাথ দীনবন্ধু! আর দুঃখিনীকে কত কষ্ট দেবে? আর যে বাছা-দের যন্ত্রণা দেখ্‌তে পারি না দয়াময়!

রূপা। হাঁ মা, আর কি আমি খিদের কথা ব'ল্‌ব না গা! হাঁ মা, তুমি আবার কাঁদ্‌চ যে, আমি ত আর খিদের কথা বলি না মা!

সোনা। তুই আগে কেন ব'ল্‌লি! তাই ত মা কাঁদ্‌চে।

রূপা। না মা, আমি আর ব'ল্‌ব না। না মা, আমার খিদে নেই! আমায় ঠাকুর মা খেতে দিয়েছিল মা!

সোনা। হাঁ মা, আমরা একটু আগে সকলেই খেয়েচি! বীণা খেলে, রূপো খেলে, আমিও খেয়েচি।

বীণার প্রবেশ।

বীণা। মা পুকুল ঘাতে গেচে; আমি দাব! থোনা দাদা, থোনা দাদা, লুপো দাদা, ও লুপো দাদা!

সোনা ও রূপা। ঐ মা, ঐ মা! বীণা ধূলো কাদা মেখে আসচে দেখ্।

অহল্যা। যা পাগলী মেয়ে! তুইও আবার এসেচিস্?

বীণা। আথা কাকা আমায় দিয়ে গেল! ও মা, আথা কাকা কি দুষতু! বলে কি মা! থুন্‌বি? বলে—দেখ্ বীণা, তোল মা পুকুল ঘাতে দুবে ম'ল্‌তে গেচে!

অহল্যা। হাঁ বীণা আমি যদি ম'রে যাই, তাতে তোর কষ্ট কেন মা? বেশ ত তুই ঠাকুরমার কাছে থাকবি।

বীণা। হাঁ গো, আমি কাকে মা ব'লে দাক্‌ব?

অহল্যা। তোর আশা কাকার বউ রাজকন্যে এলে তাকে মা ব'লে ডাক্‌বি!

বীণা। আল এখন আমায় কেকোলে ক'লে নিয়ে থোবে?

অহল্যা। কেন তোর দাদাদের কাছে শুবি?

বীণা। আমায় আঁচল দিয়ে বাসাত ক'ল্‌বে কে?

অহল্যা। কেন তোর দাদারা তোকে বাতাস ক'র্‌বে।

বীণা। দাদারা যে শিগ্‌গিল শিগ্‌গিল ঘুমিয়ে পলে।

অহল্যা। আমি মরে গেলে দাদারা আর শীগ্‌গির ঘুমোবে না।

বীণা। না মা, না না, তুই মল্‌তে পাবি না মা! তোকে থেলে আমি থাক্‌তে পাল্‌ব না।

অহল্যা। (কোলে লইয়া) না মা বীণা, না মা বীণা, তোকে রেখে আমার মরণেও যে সুখ নাই মা! তোদের ভাই বোনের কজনের চাঁদ মুখ দেখে অহল্যা যে, এ সকল যন্ত্রণাকে স্বর্গ-সুধা ব'লে বিবেচনা করে।

বীণা। মা আস্তায় পলে গেছনু মা, আমাল গা মুছিয়ে দেনা মা!

অহল্যা। এস মা, বাবা সোনা রূপো, তোরা ঘাটের উপর বোস্, আমি বীণার গাটা মুছিয়ে দিই। ওমা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে অন্ধকার হ'য়ে পড়্‌ল! এখনও যে অনেক কাজ বাকী। কখন কি ক'র্‌ব? আয় মা বীণা শীগ্‌গির আয়।

(বীণার গাত্র মার্জ্জন।)

সোনা ও রূপা। মা, আমরা ততক্ষণ গরুগুলোকে ফেন কুঁড়া খাইয়ে দিগে!

রূপা। তার পর তুমি গিয়ে গোপালের শীতলের যোগাড় ক'র্‌বে। পরে আমরা গোপালের প্রসাদ পাব, কেমন মা!

সোনা। মা, তুমি একটু শীগ্‌গির এস।

অহল্যা। এস বাছা, আমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাচ্ছি।

[সোনা ও রূপার প্রস্থান।

বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। (স্বগতঃ) তাই ত কি বিপদ! এত সন্তর্পণে অন্ধকারে গা ঢাকিয়ে চ'লেচি, তবু যেন মনে হ'চ্চে,কে বুঝি ধ'রে ফেল্‌লে। আবার যেন মনে হয়, ধ'রে ফেল্‌লে কেন—ধ'রে ফেলেচে। ব্যাপার কি? এত প্রাণে সঙ্কীর্ণতা কেন? কেন প্রাণে এত ভীতির সঞ্চার হ'চ্চে? আমি যে ভাবে পদক্ষেপণ ক'রচি, কে যেন গোপনে গোপনে আমার পশ্চাদ্ভাগে এসে সেই পদ-বিশ্লেষণে বাধা প্রদান ক'রচে। কেন—এ সব কি? কৈ, দিনই ত এখানে আসি, কোনও দিনই ত এমন হয় নি। আজ কেন এ সব ভাবের উদয় হয়? আজ আমি ঠাকুরের বাড়ীতে চুরি ক'র্‌তে যাচ্চি ব'লে কি, আমার মনের এরূপ অবস্থা হ'চ্চে? কেন, আমি ত নিজে চুরি ক'র্‌তে আসি না, আমার প্রভু যে আমাকে চুরি ক'র্‌তে পাঠিয়েছেন! আমি আমার প্রভুর আজ্ঞায় ত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা না ক'রে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েচি। তবে কেন আমার মনের অবস্থা এরূপ! জানি না প্রভো! এর ভিতর কি গভীর রহস্য র'য়েচে! জানি না ঠাকুর! এ প্রহেলিকার নিগূঢ় অর্থ কি? যাক্, তা জান্‌বারও আমার কোন প্রয়োজন নাই; এখন প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই বন্ধুর একমাত্র করণীয় কর্ম্ম। তাই ত, প্রাণাধিকা অহল্যা নয়? সন্ধ্যার সময় বীণার গা মুছিয়ে দিচ্চে! আহা লক্ষ্মি! কেন তুমি আমার গলে বর-

মাল্য প্রদান ক'রেছিলে? হতভাগিনি! আমার জন্য তোমারও অসহ্য ক্লেশ! আমার জন্যই তোমার এ দাসত্ব! তবে তোমার দাসত্বে কিছু হোক্ আর না হোক্—ব্রাহ্মণের প্রসাদে ইহজ পরজ সকল পাপেরই ক্ষয় ক'রচ, দেব-স্বভাব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর অমিয় বাক্য-সুধা পান ক'র্‌চ, আর আমি—প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে এসেছি, তাই অধিক আনন্দ! এতদিন প্রভুর মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখ্‌তে পাই না, আজ তাঁর আদেশ পালনে সম্মত হ'য়েচি ব'লে প্রভুর মুখে আনন্দ চিহ্ন দেখেচি, তাই আমারও প্রাণে আজ অধিক আনন্দ! অচল্যা! এতে আমার প্রভুর আনন্দ, আমার আনন্দ, তোমার আনন্দ হবে না? ওকি! কার পদশব্দ! তবে বুঝি কেউ আমায় দেখ্‌তে পেয়েচে, তাহ'লে ত ধ'রে ফেল্‌বে! চোর আমি আমাকে ধ'রে কত মার্‌বে। তা মারে মার্‌লে, প্রভুর কার্য্যে প্রহারের ভয় ক'র্‌লে প্রভু সন্তুষ্ট হবে কেন! প্রভু, প্রভু, রক্ষা কর! আমি তোমার জন্য সব ক'র্‌তে প্রস্তুত, প্রভু এমন প্রাণ এমন দেহ সকলই তোমার পদে বিক্রয় ক'রেচি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তাই ত কারা দুই জন এই দিকে আস্‌চে নয়? তাই ত বটে! আমি এখন কি করি, এই দিকে লুকাই।

(প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত হওন।)

দুইজন ভিখারীর প্রবেশ।

গীত

আর বেলা নাই সন্ধ্যা হ'ল।
সূর্য্যি ঠাকুর ব'সল পাটে ও বঁদি বউ ঘোমটা খোল।।

ও চাষি ভাই ক্ষেতে কেন আর, পেটে খেতে পেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম সার,
যে খাটায় তোমায় এত ক'রে তায় ভেবেচ কি একবার,
যার ভুলে ভাই এত খাট, সে ত কভু নয় ক খাটো,
ভেবে দেখ হয় কি না হয়, না হয় মোদের দুটো বল ॥
ঘরের ছেলে, আয় রে ঘরে, বৃথা গেল গেল দিন খেলা ক'রে,
গুরুর পাঠে দিলি না মন, গরুর মত মাঠে চরে,
এখন আছ মনের ভাবে, এর পরে যে কাঁদতে হবে,
এখনও শোন ওরে পুতো, পরে ঠেলার ভূঁতের ভুল ॥

১ম ভিখারী। সন্ধ্যা হ'য়ে এল ভাই, চল অনন্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আজ অতিথি হই গে।

২য় ভিখারী। তাই চল, আজ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথা হবে এখন।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আজ আর না মা! সন্ধ্যা হ'য়ে গেচে। এখন চল, এখনও গোপালের শীতলের যোগাড় হয় না, ঠাকুর না জানি কতই ব্যস্ত হ'য়েচেন।

বীণা। দাদামশায়, কেমন ঠাকুল পূজো কলে মা! দাদামশায় আমায় বলে কি মা শুনবি, যে বীণা, আমি ম'লে গেলে আমাল গোপালকে তোকে দিয়ে দাবো, দাদামশায় ম'লবে কেন মা! দাদামশায় ম'লে আমাদিগে কে খাওয়াবে মা!

অহল্যা। বালিকা, তুইও বুঝেছিস্, আমাদের অন্নদাতা পিতা

ঠাকুর। সেই অন্নদাতা ঠাকুরের মৃত্যু হ'লে আমাদের আর কষ্টের পরিসীমা থাকবে না?

বন্ধু। (স্বগতঃ) তাই ত ক্রমে যে বিলম্ব হ'চ্চে! প্রভু-পত্নী ব'লে দিলেন, বন্ধু, শীঘ্র ক'রে কুম্‌ড়ো আন্‌বি! তুই এলে তার পর কুম্‌ড়োর ডাল্‌না রাঁধ্‌ব। তার পর সকলের খাওয়া হবে। কিন্তু পত্নী অহল্যাই যে আমার সে পথের কণ্টক হ'ল। যাক, ততক্ষণ কুমড়াকে গাছ হ'তে তুলি, তারপর অহল্যা চলে গেলেই আমিও গোপনে পালিয়ে যাব।

(কুম্‌ড়া তুলিতে শব্দ হওন।)

বীণা। মা, কিসেল ছব্দ!

বন্ধু। (স্বগত) এই রে—বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল। বীণাই আমার মাথা খেলে!

অহল্যা। তাই ত মা, কিসের শব্দ! কুম্‌ড়াগাছের দিক হ'তেই শব্দটা এল। কেউ ত কুম্‌ড়ো চুরি ক'র্‌তে এল না?

বন্ধু। (স্বগতঃ) এল কি অহল্যা, এসেছে। কিন্তু অহল্যা, ঐ পর্য্যন্তই ভাল। আর কেন, এখন ধীরে ধীরে বীণাকে ল'য়ে ঘরে যাও; আমিও প্রভুর কার্য্য সাধন ক'রে চ'লে যাই! তাই ত, এ আবার কি—হাঁচি আসে যে! তাইত, যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়। তাই ত, আর ত রাখ্‌তে পার্‌চি না। (হাঁচি হওন।)

অহল্যা। তাই ত, মানুষের মত কে হাঁচ্‌লে নয়! তা হ'লে ত নিশ্চয়ই কেউ কুম্‌ড়ো বাগানে এসেচে! কে রে—কে রে—

কুম্‌ড়ো বাগানে কে রে? তাই ত মা, গাটা আমার যে শিউরে উঠ্‌চে!

বীণা। দুষতু! কে তুই তা বল্‌, তা না হ'লে তোল নাক কান কেতে দোব।

অহল্যা। কে রে—এখনও বল্‌,তাই ত, কেউ যে উত্তর দিচ্চে না, ঠাকুরকে ডাক্‌ব নাকি? আমি স্ত্রীলোক কেমন ক'রেই বা বাগানের মধ্যে ঢুকি! মা, মা, ঠাকুর - ঠাকু—

বন্ধু। না না অহল্যা, ডেকো না ডেকো না, ভয় পেয়েচ? ভয় নাই, ভয় নাই, আমি, আমি।

অহল্যা। কে তুমি? কে তুমি শীঘ্র বল?

বন্ধু। কেন অহল্যা, আমায় চিন্‌তে পার্‌চ না? আমি?

বীণা। মা, তুই কিগো, বুদ্‌তে পালছিস না, বাবা গো।

বন্ধু। হাঁ মা,—বীণা, হাঁ মা—বীণা, আমি! আমি!

অহল্যা। প্রভু! প্রভু! আপনি এখানে কেন?

বন্ধু। কেন—তা আমি জানি না অহল্যা! ভয় পেয়েচ, চ'লে যাও, অহল্যা, চ'লে যাও, চ'লে যাও, আমি একটুকু বাদেই যাচ্চি। ভয় কি—চ'লে যাও। যাও, ঠাকুর গোপালের শীতলের যোগাড় হয়নি ব'লে ব্যস্ত হ'য়েচেন। যাও, অহল্যা, চ'লে যাও, চ'লে যাও।

অহল্যা। কেন প্রভু! আমায় চ'লে যেতে পুনঃ পুনঃ আদেশ ক'র্‌চেন।

বন্ধু। কেন—না, না, অহল্যা, আমি চ'লে যেতে ব'ল্‌চি কি?

কৈ, না, তা ব'ল্‌ব কেন? অহল্যা, অহল্যা, তা—তুমি কিছু মনে ক'র না, চ'লে যাও; আর দেখ'—আমার কথা যেন কারেও ব'ল না।

ল্যা। না প্রভু! আমাকে আর সংশয়-জালে ফেল্‌বেন না। সত্য বলুন, সত্য বলুন, আপনার আজ এরূপভাবে এখানে আস্‌বার কারণ কি?

। কারণ আর কি! কোনও কারণ নাই, কোনও কারণ নাই। সব প্রভুর ইচ্ছা, প্রভুর কাজ! প্রভু পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি অহল্যা!

ল্যা। প্রভু পাঠিয়েচেন? আপনার প্রভু আপনাকে এখানে পাঠিয়েচেন? হা প্রভু! কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। চলুন, ওখানে আপনি কি ক'র্‌ছিলেন, তাই একবার দেখি গে।

। কোথায় যাবে অহল্যা, কোথায় যাবে?

ল্যা। ঐখানে যাব, তাহ'লেও কতক বুঝ্‌তে পার্‌ব। (গমন) একি—এ কুম্‌ড়ো তুল্‌লে কে? ঠাকুর যে এটীকে তাঁর গোপালের ভোগের জন্য পাকিয়ে রেখেছিলেন। কে এ কুম্‌ড়ো তুল্‌লে?

। (নীরব)।

ল্যা। নাথ! আপনার প্রভু কি এরই জন্য এখানে আপনাকে পাঠিয়েছিলেন?

। (নীরব)।

ল্যা। বুঝেচি।

বন্ধু। বুঝেচ, চ'লে যাও অহল্যা! চ'লে যাও। হাতে ধ'রে ব'ল্‌চি, কাকুতি মিনতি ক'রে ব'ল্‌চি, নীরবে ধীরে ধীরে বীণাকে নিয়ে চ'লে যাও।

অহল্যা। প্রভু! কি ব'ল্‌চেন? কি শুন্‌চি, আর কি বুঝ্‌চি?

বন্ধু। অহল্যা, অহল্যা, ব'ল্‌বারও কিছু নাই, শোন্‌বারও কিছু নাই, আর বোঝ্‌বারও কিছু নাই।

অহল্যা। আপনি—আপনি কি আমার সেই দেব-স্বভাব মহাপুরুষ স্বামী! আজ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়েচেন ব'লে—আপনার এরূপ অধঃপতন ঘ'টেচে!

বন্ধু। সে কি অহল্যা, ওকথা ব'ল না, প্রভুর আজ্ঞায়—প্রভুর আজ্ঞায় এসেচি। এতে যে আমার প্রভুর নিন্দা করা হয়।

অহল্যা। প্রভু! কি কথা ব'ল্‌চেন? প্রভুর আজ্ঞায় আপনার এ চৌর্য্য-বৃত্তি? এ কু-প্রবৃত্তিও আপনার সহচর হ'ল? হায় নাথ! অহল্যা এতদিন আপনার উন্নত চরিত্রের সহবাসে—পরান্নে প্রতিপালিত ও পুত্র-কন্যার মলিন মুখ দেখেও স্বর্গ-সুখের অধিকারিণী ছিল, কিন্তু আজ আপনার আচরণ দেখে এতদিনের পর যথার্থই সে এ সংসারে হতভাগিনী, যথার্থই সে কাঙ্গালিনী, যথার্থই সে অনাথিনী। প্রভু! আপনি যে ধর্ম্ম-ভীরু চরিত্রবান্ মহাপুরুষ। সেই গর্ব্বে আমি যে আমাকে কৃতার্থম্মণ্য জ্ঞান ক'র্‌তাম। ভাবতাম—দেবতা তুল্য ন্যায়বান্ ধর্ম্মবান্ স্বামী যার, তার আবার সংসারে কিসের অভাব? সেই রমণীই ধন্য, যার স্বামী নীতিবান্, সেই ধন্য

যার স্বামী ন্যায়পরায়ণ। হায় হায়—কাল-সংসর্গে সব গেল, দেবতাও আজ—

বল, বল অহল্যা. বল, বল, দেবতাও আজ পিশাচ হ'ল, অমৃতও আজ গরল হ'ল। আরও হবে, আরও হবে। কাল-বশে আরও সব হবে, কল্পনা সত্যে পরিণত হবে, আকাশ-কুসুমও সম্ভবপর হবে। না হবে কেন? এই যে হ'য়ে আস্‌চে, চিরকাল হ'য়ে আস্‌চে—আর চিরকালই হবে। এখন কি ক'র্‌বে কর। যখন ধ'রেচ, তখন সব সত্য। আমি সত্য, আমার প্রভু সত্য, আমার ঠাকুর সত্য, আর আমার চুরি করাও সত্য। কোনটীই অসত্য নয়। যা বল তাই, ভুল কিছুই নাই। অহল্যা, আজ আমি চুরি ক'র্‌তে এসেচি, প্রভু আজ আমায় এই দ্রব্য চুরি ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন।

যা। প্রভু! সব বুঝ্‌লেম, আপনি যে বাধ্য হ'য়ে অধর্ম্মাশ্রিত পথ অবলম্বন ক'রেচেন,তাও জানি; কিন্তু আপনি যে ব'ল্‌লেন আমার প্রভু, এই দ্রব্যটি অপহরণ ক'র্‌তে আদেশ দিয়েচেন, তাই এসেচি। কিন্তু নাথ, আমারও ত একজন প্রভু আছেন, তিনি আমায় এবং আপনার পুত্রকন্যাগণকে অন্ন দিয়ে প্রাণ দান ক'র্‌চেন, তিনিও ত আমায় তাঁর দ্রব্যগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার প্রদান ক'রেচেন, তখন—তখন প্রভু! আপনি স্বামী ব'লে আপনাকে উপেক্ষা করাও ত আমার ধর্ম্ম নয়।

কখনই নয়, কখনই নয়। কেন আমায় উপেক্ষা ক'র্‌বে অহল্যা! আমি তোমায় উপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লে অন্যায়

ক'রেচি, যাও অহল্যা, যাও। সত্যই ত কেন তুমি আমার উপেক্ষা ক'র্‌বে? পরস্পর কর্ত্তব্য পালনের নামই ধর্ম্ম। আমি আমার প্রভুর আদেশ যেরূপে পালন ক'র্‌চি, তুমিও তোমার প্রভুর আজ্ঞা সেইরূপে পালন কর। ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—ইহাই ধর্ম্ম। কি ক'র্‌বে কর অহল্যা! আমি চোর ধরা প'ড়েচি, এখন তোমার যা কর্ত্তব্য হয়, তাই তুমি কর।

গীত

কেন আপন কাজে ক'র্‌বে হেলা কেউ কর্ত্তব্য ভুল' না।
তোমার কার্য্য কর তুমি, আমার কার্য্য করি আমি,
যে যার কর্ত্তব্য কর সফল, ফসল তাহে ফলবে সোনা।
পিতার কার্য্য পিতায় কর, পুত্রের কার্য্য কর পুত্র,
মায়ের কার্য্য মায়ে কর ভৃত্যের কার্য্য কর ভৃত্য,
বিচার ক'র না তাহে নাহি ভেদ পাত্রাপাত্র,
তাহে ছিন্ন হবে কর্ম্মসূত্র ক'র্‌লে কর্ত্তব্য সাধনা।।
কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য পরম কর্ম্ম, কর্ত্তব্য যে করে পালন
তার কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যেই সে পায় ত্রাণ যে বুঝে কর্ত্তব্য-মর্ম্ম,
ঐ কর্ত্তব্য ক'র্‌তে পালন শিব-ব্রহ্মার উপাসনা।

অহল্যা। আমার কর্ত্তব্য কি নাথ, তাই আপনি ব'লে দিন্। পরম অভীষ্ট দেব! আমাকে আপনি আমার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিন

বন্ধু। প্রাণপ্রতিম প্রাণাধিকা প্রিয়ছাত্রি! তোমার কর্ত্তব্য তোমার হৃদয়-মধ্যেই উদয় হ'য়েচে। সংসারে কারেও কর্ত্ত শিক্ষা দিতে হয় না প্রিয়ে, যে যার কর্ত্তব্য তার হৃদয়-মধ্যে

উদয় হ'য়ে থাকে। তবে অহল্যা! আর আত্মহারা হ'চ্চ কেন? তোমার ঠাকুরকে তুমি আহ্বান কর, আমি চোর— তাঁর নিকট প্রকাশ ক'রে তোমার কর্ত্তব্য-যজ্ঞে পূর্ণাবেগে পূর্ণাহুতি প্রদান কর। ডাক, ডাক বিলম্ব ক'র না। নতুবা আমিও হয় ত আমার কর্ত্তব্যের অনুরোধে পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ ক'র্‌তে ত্রুটী ক'র্‌ব না।

অহল্যা। ধর্ম্ম! তুমি সহায় হও। আজ তোমার অনুরোধে স্বামীকে চোর ব'লে ধরিয়ে দিচ্চি। ওগো কে কোথায়। ঠাকুর! ঠাকুর! শীঘ্র আসুন, আমাদের বাগানে চোর ঢুকেচে, শীঘ্র আসুন, কুম্‌ড়ো চুরি ক'র্‌তে এসেচে। ঠাকুর, কুম্‌ড়ো চুরি ক'রে নিয়ে যায়।

বন্ধু। অহল্যা, আমারও কর্ত্তব্য এখন পলায়ন! এই কুম্‌ড়ো নিলাম, এই পলায়নোদ্যোগ ক'র্‌লাম, তোমার সাধ্য থাকে, তুমি প্রতিবাধা দাও। প্রভু! তোমার ইচ্ছা! আর কেন? (পলায়নোদ্যত)

অহল্যা। ওগো, ওগো, চোর পালাল, চোর পালাল! ঐ চোর পালিয়ে যাচ্চে, ঠাকুর! ঠাকুর—

বেগে অনন্তমিশ্র, আশারাম, সোনা,
রূপা ও কলাবতীর প্রবেশ।

সকলে। কৈ, কৈ, চোর কোথা? কোন দিকে? কোন্ দিকে?

আশারাম। কৈ, কৈ, বউ-ঠাক্‌রুণ! চোর কোথা?

অহল্যা। ঠাকুর পো, ঠাকুর পো, ঐ যে গো কুম্ড়ো হাতে ক'রে ঐ যে ঐ পাশ্ দিয়ে পালাচ্চে।

আশারাম। ঠাকুর! ঠাকুর! আপনি এই দিকে দাঁড়ান ত, ঐ যে ঐ কে নয়? তাই ত, তাই ত, ওরে বেটা, (অগ্রসর হওন) একি—এ যে বন্ধুদাদা! ছিঃ বন্ধুদাদা! তোমার এই কাজ?

অনন্তমিশ্র। কি ব'ল্লে আশারাম, আমাদের প্রিয় শিষ্য বন্ধু চুরি ক'র্তে এসেচে? তুমি কাকে কি ব'ল্চ? এ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আশারাম। ঠাকুর! আপনি ত আমার সকলই মিথ্যা দেখেন। কিন্তু এ যে জলজ্যান্ত কুম্ড়া হস্তে বন্ধুরাম—পলায়নের সুযোগ প্রার্থনা ক'র্চেন, এ আপনি আর দেখ্তে পাচ্চেন না?

অনন্তমিশ্র। দেখ আশারাম, প্রলাপ বাক্য ব'ল না। আমাদের প্রাণাধিক বন্ধু আজ আমার বাড়ীতে সামান্য কুমড়া চুরি ক'র্তে এসেচে? এও কি কখন বিশ্বাস-যোগ্য! নিশ্চয়ই তোমার প্রলাপ বা দৃষ্টিভ্রম।

আশারাম। তবে তাই, কি ভাই বন্ধু! একবার প্রভুর কাছে সাকারে উদয় হ'য়ে ঠাকুরের সন্দেহ ভঞ্জন ক'র্তে রাজী আছ দাদা!

কলাবতী। আশারাম! রহস্য রাখ। বন্ধু নিশ্চয়ই কোন কার্য্য উপলক্ষে বাগানে প্রবেশ ক'রে থাকবে।

সোনা ও রূপা। হাঁ ঠাকুর মা, তাই গো। বাবা কেন চুরি ক'র্তে আস্বে? হাঁ বাবা, তুমি কি চুরি ক'র্তে এসেচ গা?

বীণা। মা, আমি বাবার কোলে যাব।

অনন্তমিশ্র। আমি যেন স্বপ্ন দর্শন ক'রচি। বন্ধু! বন্ধু! সত্যই কি তুমি—

অহল্যা। সত্যই ঠাকুর! স্বামী আমার ভ্রান্তিতে কু-প্রবৃত্তিতে আসক্ত হ'য়েচেন।

অনন্তমিশ্র। কি ব'ল্লে মা, সত্যই কি ধর্ম্মপ্রাণ দেব-স্বভাব বন্ধু আজ মন্দ উদ্দেশ্যে আমার বাগানে প্রবেশ ক'রেচে?

আশারাম। আজ্ঞে ঠাকুর,বলেন কি? তাও কি কখন বিশ্বাস হয়? বন্ধু দাদা রাত্রে কুমড়োক্ষেতে ব'সে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রবেন বলে এসেচেন। যাও বউ ঠাকরুণ, দাদাকে কোশা কুশিটা এনে দাও ত।

অনন্তমিশ্র। দেখ আশারাম! বিদ্রুপ ক'র না ব'লচি। আমি সকলের সকল কথায় বিশ্বাস ক'রতে পারি, কিন্তু বন্ধুর চরিত্র-হীনতার কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারি না! উর্ব্বরক্ষেত্রে কণ্টকী লতা জন্মে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু বন্ধুর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। তবে মা অহল্যা যখন স্বয়ং স্বামীর চরিত্র-হীনতার কথা ব'লছেন তখন, অগত্যা—

বন্ধু। ঠাকুর! ঠাকুর! অগত্যা সব সত্য, প্রভু সত্য, ঠাকুর সত্য, আমি সত্য, চুরি সত্য। এখন কি শাস্তি দিবেন দিন্। আমি চোর, যথার্থই আমি চোর, তাই বলি ঠাকুর! কোনরূপে আমায় আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না, যা শাস্তি দিতে হয় দিন্। ঠাকুর! আমি নারকী, পরম পাতকী আমায় উপায় ক'রে দিন্। (রোদন)

বীণা। বাবা, বাবা, কেন বাবা কাঁদ্‌চিস ?

অনন্তমিশ্র। বন্ধু ! বন্ধু ! আমি সকল কথাই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চি, তাই আমি এখনও তোমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পা'র্‌চি না। আর কেউ বিশ্বাস করাতে পার্‌বে না। বন্ধু ! অনন্তমিশ্র নির্ব্বোধ হ'তে পারে, মূর্খ হ'তে পারে, কিন্তু তার স্থূল বুদ্ধি গোপালের কৃপায় তোমায় কিছুতেই চোর ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে না। অনন্তমিশ্র যে হস্তে আপন উদ্যানে সুধাতরু রোপণ ক'রেচে, তার ফল কখন বিষপূর্ণ হ'তে পারে না। কিন্তু বন্ধু! আমার একটী সন্দেহ মোচন ক'র্‌বে কি ?

বন্ধু। (পদে পতিত হইয়া) ঠাকুর ! ঠাকুর ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না। অপ্রকাশ্য—জীবন বাহির হ'লেও সে কথা অপ্রকাশ্য। আমি চোর, ঠাকুর, আমি চোর, হয় আপনি কোন শাস্তি বিধান করুন, নয় কোন রাজকীয় প্রাড়্‌বিবাকের নিকট আমায় প্রেরণ করুন, তাঁর নিকটও আমি শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি।

অনন্তমিশ্র। না বন্ধু, কার' নিকট তোমায় শাস্তি গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে না। বাছারে, জীব আপন কর্ম্মের ফল আপনি ভোগ ক'রে থাকে, সুতরাং সে শাস্তি দিবার কর্ত্তা আমি নই। যাক্‌, তুমি আজ জগতের চক্ষে ঘৃণার প্রতিমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হ'লেও আমার চক্ষে তুমি সেই আমার সরল শান্ত শিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু! বন্ধু! তোমার চরিত্র আমি বিধিমতে জানি। আর তাই জানি বলেই এখনও আমার অটুট বিশ্বাস কেউ কোনরূপে

বিন্দুবিসর্গ ছেদ ক'র্‌তে পারে নাই। বন্ধু! বুঝেচি—যার উত্তেজনায় বা যার উৎপীড়নে তুমি আজ ধর্ম্মবিগর্হিত কলুষিত কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হ'য়েচ, তা আর জান্‌তে আমার কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই। যাও বন্ধু, যাও স্বচ্ছন্দ-প্রাণে তুমি ঐ কুমড়োটী লয়ে তোমার প্রভুর গৃহে চলে যাও। বাছারে—তোর অশ্রুপূর্ণ মুখ আর আমি দেখ্‌তে পারি না! প্রাণে বড়ই কষ্ট হয় বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, দীনবন্ধু গোপাল আমার শীঘ্রই তোর এ দুঃখের অশ্রু মোচন ক'র্‌বেন।

বন্ধু। ঠাকুর! ঠাকুর! আপনিই সত্য। ঠাকুর! এ জগতে আর কিছুই জানি না, আপনি আমার গুরু, আপনি আমার ধর্ম্ম, আপনি আমার মোক্ষ। ঠাকুর! আপনারই উপদেশ—প্রভু আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য! ঠাকুর! সকলই ত প্রভুর কার্য্য! আপনার কার্য্য আমি করেচি।

অনন্তমিশ্র। বন্ধু! বন্ধু! এই বিশ্বাস তোমার অক্ষয় হ'ক, আজ অনন্তমিশ্র, তোমার ন্যায় সৎশিষ্য লাভ ক'রে সে আপনাকে আপনি কৃতার্থম্মন্য! তবে বৎস! আমারও আজ সংসার-কার্য্য শেষ হ'য়েচে। বন্ধু রে! এত দিনের পর সংসার চিত্র দেখ্‌বার সাধ আমার মিটেচে। এই ত সংসার—ভীষণ নরক-সমুদ্রের কৃমিপূর্ণ তরঙ্গ! না, না, যথেষ্ট হ'য়েচে! যাও বন্ধু আমরা স্ত্রী পুরুষে আজ হ'তে তীর্থবাসী হ'ব। মা অহল্যা, তুমি মা কন্যানির্ব্বিশেষে আমার গোপালের সেবা থেকে আমারও যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা ক'রেচ, তাই আমার

গোপালকে আমি তোমায় দিয়ে গেলাম। তুমি আমার গোপালের সেবা কর'। আর এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাবা গোপালের নামে আমি উৎসর্গ ক'রে রেখেছি, এ সকলেরই তুমি মা উত্তরাধিকারিণী। তোমার অবর্ত্তমানে তোমার পুত্রকন্যাগণও এই ভাবে সকলই ভোগ ক'রবে। প্রিয়তমে কলাবতি! আর কেন, এবার কি সময় হয় না? দেখ্‌চ ত? সংসার-কুহক! সংসার-চিত্র! সংসার-রহস্য! আর কি প্রিয়ে! এ নরক-ধামে থাক্‌বার সাধ হয়?

কলাবতী। প্রভু আপনার ইচ্ছা!

অনন্তমিশ্র। প্রস্তুত হ'তে পেরেচ কি প্রিয়ে!

কলাবতী। নদী চিরদিনই ত সাগরগামিনী নাথ!

অনন্তমিশ্র। তাহ'লে আর কেন? পূণ্যতোয়া-প্রবাহিনী উন্মত্ত গতিতে শীঘ্রই বাহির হও, ভাই সোনারূপা, আসি ভাই, মায়ের কাছে থেক। মায়ের অবাধ্য হোয়ো না।

সোনা-রূপা। দাদামশায়! দাদামশায়! আমরাও তোমার সঙ্গে যাব? তুমি কোথায় যাবে দাদামশায়!

বীণা। ঠাকুলমা, আমিও তোমাল থঙ্গে দাবো।

অহল্যা। বাবা, তুমি কি ব'ল্‌চ গা?

অনন্তমিশ্র। মা, তোমায় সকল কথাই ত ব'লেচি, আমরা তীর্থ-বাসে গমন ক'র্‌ব। তুমি মা আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হ'য়ে আমার গোপালের সেবা ক'র্‌বে, আমার যা কিছু সকলই

তোমায় আমি গোপালের সেবার্থ দান ক'রে চল্লাম। ভাই, সোনা, ভাই রূপো, ভয় কি ভাই, আমি কি তোমাদিগে ছেড়ে ভুলে থাক্‌তে পারব? আমার প্রাণ তোমাদেরই কাছে প'ড়ে থাক্‌বে। যখন তোমার দাদামশায়কে দেখ্‌তে ইচ্ছা হবে, তখন আমার গোপালের কাছে ব'ল্‌লেই আমার গোপাল তোমার দাদামশায়কে নিয়ে এসে দেখাবেন।

সোনা ও রূপা। আমাদের যে তোমার জন্য মন কেমন ক'র্‌বে।

অনন্তমিশ্র। মায়ের কাছে, মায়ের কোলে থেকো দাদা, মন কেমন ক'র্‌বে না। মা তোমাদের মন আলাদা ক'রে দেবেন। তবে যখন যা মনে হবে, মাকে ব'ল। মাকে ব'ল্‌লেই মা সে বাসনা তোমাদের পূর্ণ ক'রে দিবেন। আর কেন কলাবতি! সংসার-মায়া—দেখ্‌চ না? কেমন ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তিনী হ'চ্চে।

কলাবতী। ছেড়ে দাও দিদি—বীণা, আমার সাধের বীণা, আমি সাধ ক'রে তোর নাম রেখেছিলাম—বীণা! আসি দিদি!

বীণা। না, কিছুতেই ছাল্‌ব না, ম'লে গেলেও ছাল্‌ব না, ঠাকুল মা, তুমি কেমন গা!

কলাবতী। আসি দিদি, তোমার জন্যে রাঙা কাপড় পাঠিয়ে দোব।

বীণা। আঙা কাপল! দিবি ত?

কলাবতী। হাঁ দিদি, পাঠিয়ে দোব। (চুম্বন)

বন্ধু। ঠাকুর! ঠাকুর! দীনের একটী নিবেদন শুন্‌বেন কি?

অনন্তমিশ্র। কি বাবা, বন্ধু!

বন্ধু। ঠাকুর! ঠাকুর! আমিই কি আপনার গৃহত্যাগের কারণ হ'লাম? হা ঠাকুর! কি নরাধম আমি! (রোদন)

অনন্তমিশ্র। বন্ধু! বন্ধু! তুমি আমার অন্ধকারের আলো, তুমি আজ আমার সংসার-বন্ধনের মুক্তিদাতা। তুমিই আজ প্রকৃত সৎশিষ্যের কাজ ক'রেচ। অনুতপ্ত হ'ও না। দীনবন্ধুর আশীর্ব্বাদে—তোমার আমার সব হবে। বন্ধু! তুমি অতি দরিদ্র, সেই দীনবন্ধু আমার দরিদ্রের সখা! যখন অতি ব্যথা পাবে, তখন দীনবন্ধুকে আমার স্মরণ ক'র। আর একটী কথা বাবা বন্ধু ব'লে যাই, যদি কখন এমন বিপদগ্রস্ত হও যে, জীবন সংশয় হ'য়ে উঠেচে, দুর্ভার জীবন-ভার বহন নিতান্তই কষ্টকর হ'য়ে উঠেচে, তখন, বন্ধু, সংসারের সকল বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ ক'রে আমার দীনবন্ধুর বাস-ভূমি নীলাচলে চ'লে যেও। তাঁর শ্রীমন্দিরে আশ্রয় নিও। তিনি দীনের বন্ধু, জীবের বন্ধু সংসারবন্ধু! বন্ধুভাবে দীনবন্ধু ব'লে তাঁর আশ্রয়ে গেলে সেই দীনবন্ধু আমার বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করেন।

গীত

সে যে বন্ধু গুণসিন্ধু দীনবন্ধু নিদানকালে।
যদি কেউ তারে ডাকতে পারে, মন প্রাণ এক ক'রে—
তখনি সে বন্ধু আসি, সকল দুঃখ অমনি নাশি,
লয় রে তারে স্নেহের কোলে।
সম্পদে সব হয় রে বন্ধু বিপদে কেউ নয়,

ওরে—সকল সময় সেই বন্ধু এমন বন্ধু কে ধরায়,
তাই বলি রে বন্ধু তোরে, তোর আর কেউ নাই এ সংসারে,
নিরাশ্রয়ে প'ড়্‌লে পরে, নীলাচলে বন্ধু ব'লে যাস্ রে চ'লে॥

যাও, দীনবন্ধু স্মরণ ক'রে সংসার-কার্য্য সমাধা কর গে যাও। গোপাল বল, গোপাল বল। চল প্রিয়ে কলাবতি! গোপালের নিকট শেষ প্রণাম ক'রে আমরা আজি উষায় শুভ যাত্রা ক'র্‌বার উদ্যোগ করি গে চল। আর কেহই বাধা দিও না। গোপাল বল, গোপাল বল! শ্রীহরি শ্রীহরি!

আশারাম ব্যতীত সকলে। শ্রীহরি, শ্রীহরি!

আশারাম। বা, এ নাটক বড় মন্দ নয়! কোথা হ'তে কি হ'য়ে গেল! বলি ও ঠাকুর! বলি কি চ'ল্‌লে?

অনন্তমিশ্র। হাঁ আশারাম! আমার সংসার-লীলা শেষ।

আশারাম। তা বেস ঠাকুর! বলি আমার এখন কি ক'রে চ'ল্‌লে বল? যাবে যাও বাবা, কিন্তু আমার রাজত্ব আর রাজকন্যার একটা নিষ্পত্তি ক'রে যাও। দেখ ঠাকুর, ঐ জন্যে তোমার গোপালের আমি অনেক খিচমত খেটেচি বাবা! আশারামের আশা কি পূর্ণ হবে না ঠাকুর!

অনন্তমিশ্র। আশারাম, আমি যা মুখ হ'তে ব'লেচি, যদি আমার গোপাল সত্য হয়, আর আমি যদি একদিনের জন্যও ব্রহ্মণ্য-দেবের আরাধনা ক'রে থাকি, তাহ'লে কখনই আমার সে বাক্য অসত্য হবে না। এক রাজত্ব আর এক রাজকন্যা নিশ্চয়ই তুমি লাভ ক'র্‌বে! আশারাম, নিশ্চয়ই তোমার বাসনার জয়

হবে। কিন্তু আশারাম, তখন যেন আত্মহারা হ'য়ে থেক' না। এই সত্য হৃদয়ে রেখ'।

আশারাম। আজ্ঞে না, আজ্ঞে না, একবার রাজত্বি আর রাজ-কন্যা দিয়েই দেখ দেখি, তারপর ওকথা বল'। ঠাকুর! এ আশারাম তোমার যে কেমন শিষ্যরত্ন, তা এর পর দেখ্‌তে পাবে! এখন এক রাজত্বি আর এক রাজকন্যে ঠাকুর!

অনন্তমিশ্র। শীঘ্রই পাবে। গোপাল বল, গোপাল বল, বল শ্রীহরি—শ্রীহরি!

আশারাম। ঠাকুর! তা যেন ব'ল্‌লেম, কিন্তু শেষ কথাটী আমার শেষ ক'রে দাও।

অনন্তমিশ্র। কি বল আশারাম!

আশারাম। বলি ঠাকুর! আমি কি তোমার সঙ্গেই রওনা হ'ব, না দুচক্ষু যথায় যায়, তথায় যাব।

অনন্তমিশ্র। সে তোমার নিজের ইচ্ছা আশারাম! তবে আমরা যেখানে বা যে বাসের আশ্রয় নিতে যাচ্চি, সে স্থল বাসনা পরিতৃপ্তির নয়। বাসনা ক্ষয় ক'রে যেতে না পার্‌লে সে স্থানের আরাম-শান্তি অনুভব ক'র্‌তে পারা যায় না।

আশারাম। তবে বাবা, আশারাম এবার নাচার। আমার ঠাকুর, বুকে আশার ঢেউ—তালে তালে নেচে কুঁদে বেড়াচ্চে, ঐ রাজত্বি, আর রাজকন্যে! হা রাজত্বি আর হা রাজকন্যে! আমি তা পার্‌ব না।

অনন্তমিশ্র। তবে তোমার যেখানে প্রাণ চায়, সেখানে যাও

আশারাম। কিন্তু আশারাম ভুল না, আত্মহারা হোয়ো না, আমার গোপালকে ভুল না। বাসনা ক্ষয় হ'লে আর বাসনায় মুগ্ধ হোয়ো না। চল প্রিয়ে! এখন গৃহে চল! গোপাল বল, গোপাল বল! বল, জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি!

সকলে। জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্ রে বাঁশি, তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে।
আমার যে এ সাধা বাঁশী, বিনা ফুঁয়ে আপনি বাজে,
আবার আবার বাজ্ রে আবার তেমনি ক রে ব্রজের ঘরে।
আমার এ সাধা বাঁশী,
আমার এ সাধের বাঁশী
আমার এ বাঁশের বাঁশী,
আমার এ হাতে গড়া মোহন বাঁশী ;—

বলভদ্রের প্রবেশ।

বলভদ্র। তবে কেন ভাই কালশশি, শুধুই আছ বাঁশী ধ'রে,
বাজাও ভাই বাজাও বাজাও—
যে বাঁশার সুরে ভুলালি গোপ-গোপিনীরে॥

কৃষ্ণ। ও বাঁশি বাজ্‌রে একবার,
তেমনি ক'রে ভাঙা সুরে বাঁশি বাজ রে একবার,
তোর মনের মত আস্‌ছে ত লোক, তবে নীরব কেন আর,
টানা সুরে বাজ রে বাঁশি, ভক্তে কর্‌ রে ঘরের বার,

বলভদ্র। র'স্‌ রে বাঁশি বাজিস পরে, কালা দাঁড়াক্ আগে তেমনি ক'রে,
সে বাঁকা ঠামের মোহন বাঁশি, নেশে বাঁশি বাজ্‌বি কিরে ?
বাঁশি ভুলে যেন জাত খোয়াস না, বলি তোর রে হাতে ধ'রে॥

কৃষ্ণ। বাঁশি তুই জানিস কি তোর আদর কেন ভাই,
তোরই তরে মনের মানুষ যখন তখন পাই,
বাঁশি তোর রে আদর তাই,—বাঁশি বাজ্‌রে বাজ্‌রে,বাজ্‌রে,

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। আমিও সাধি তাই রে বাঁশি ! বাজ্‌রে বাজ্‌রে,
পথে ঘাটে বাটে মাটে দাদার সাধের বাঁশী বাজ্‌রে বাজ্‌রে,
বাঁশি তোর সুর ছড়িয়ে পড়ুক, ভক্ত আসুক প্রাণের দ্বারে।

কৃষ্ণ ও বলভদ্র। বাঁশি, বাজ রে বাজ রে,
সা রে গা মা পা ধা নি সা সুরে বাজ রে বাজ রে,
কা—মি—নী—কা—ঞ্চ—ন—মায়া বাঁশি ছা—ড়া রে,ছা—ড়া রে

শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও সুভদ্রা। বাঁশী বেজেচে, বেজেচে। তাই পরম-
ভক্ত অনন্তমিশ্র আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌লে না। ঐ আস্‌চে।
বাজ বাঁশি, আবার বাজ! আবার বাজ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চণ্ডরাজের দাওা।

ঝুম্পার প্রবেশ।

ঝুম্পা। এ বন্ধু মদ্দটার কিচ্ছু আক্কেল নেই। কখন তাকে
কখাড়ুটা আন্‌তে ব'লেচি, এখনও দেখা নেই। মুয়াপোড়া
আগে আসুক, তার পর কথা। ঘরের কর্ত্তা যে, তার ত
ঘরকন্নার নামটী নেই। কেবল তাড়ি খেয়েই ভোর। আর
পোলা যেটী বীরভদ্র—সেটা ত একটা ষাঁড়, কেবল পরের
মেয়ে মানুষের উপর নজর। বাছা ত ক'র্‌লে না। এত রাত্তির
হ'ল—এখনও দেখাটী পর্য্যন্ত নেই। কার কাঁদালে মোশা
চাপ্‌ড়ে ম'র্‌চেন আর কি। ছিঃ মা, এমনি বরাত ক'রে-
ছিলাম! এখনও তরকারী হ'ল না—এখনই তাড়ি খেয়ে
মাতাল হ'য়ে এসে বলিবে, "দাঁও ভাত দাও"। আমি কি দিয়ে

ভাত দিব। আরে বন্ধুয়া, আরে মুয়াপোড়া, তোহারে ভূতে খিয়া, ডাকিনী খিয়া ?

চণ্ডরাজের প্রবেশ।

চণ্ডরাজ। আরে ঝুম্পা, এত্ত গোল কিরিছু কাঁই ?

ঝুম্পা। সাধ ক'রে গোল করিছু, এখনও বাথড়ের তরকারীর যে কিছুই যোগাড় নেই, এখনি ত তুই বলিবি, "দে, ভাত দে"

চণ্ডরাজ। না ঝুম্পা, আর মু কিচ্ছুটী কহিব না, তোহার চন্দ্রবদনকু সুধা পান করি, মোর ক্ষুধা সকলি চলি গেচে!

ঝুম্পা। আর এ বন্ধু মুয়াপোড়ার আক্কেলটা একবার দেখিছ! কখন গেছে, এখনও আসিবার নামটী নেই। হয় ত মুয়াপোড়া অনন্ত ঠাকুরের ভাগবৎ ঘরে ব'সে প'ড়িছে আর কি। তা হ'লেই ত সে আজ কখাড়, আনিছে, আর ভাতও খায়িছে!

চণ্ডরাজ। তাই ত ছড়াটার কি বদ আক্কেল হে।

বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। মা জননী—কৌঁটি গো! আরে বাপ্প! আর শুনিছুস ? অনন্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আজ বড় ঝড়ক মড়ক লাগিছে! খুব একটা গোল হ'ইচ্চে! ছড়া বন্ধুয়াকে সব পাকড়া ক'রিছে।

ঝুম্পা ও চণ্ডরাজ। আরে আরে সে কিরে ভদ্রা! সত্যি কইছু ?

বীরভদ্র। সত্যি কইছি না ত মিথ্যা কইছি ?

চণ্ডরাজ। আরে আরে, এই শালিই যত ক'রিলে রে।

ঝুম্পা। দেখ্ মুখ সামলে কথা ক বলিছি!

চণ্ডরাজ। শালি, তুই ত বন্ধুয়াকে চুরি করিতে পঠালি।

বীরভদ্র। আর তুই ছড়াও ত মা শালির কথা শুনিকিরি বন্ধুয়াকে ভর্ৎসনা ক'রিছিলি!

চণ্ডরাজ। ছড়া, তু জানিলি কিমন্তেরে! তু ছড়া বুঝি বন্ধুয়ার মাইপোর লাগি গেছুলিরে ছড়া! ছড়া, আবার আমার কাছে উড়িবেন।

বীরভদ্র। তা তোর কি ছড়া, মোর যা খুসি তাই ক'রিব।

চণ্ডরাজ। ছড়া, বন্ধুয়ার মাইপো তেমনটী নয়, তোর পুঁটী থেঁতলাবে রে ছড়া!

ঝুম্পা। তু মোর পোলাকে বড় বড় কড়া কড়া কথা কইচিস, মু কিন্তু তোকে ঝাঁটা পেটা ক'রিব।

চণ্ডরাজ। দেখ্ ঝুম্পা, যত বড় মুখ—তত বড় কথা?

বীরভদ্র। দেখ্ ছড়া, এখন কিন্তু মু তোহারে কিচ্ছু কইচি না; বেশী কিছু কহিলে তোহার বাপ্পগিরি ছাড়িয়ে দিব। বন্ধুয়ার মাইপোকে ত মু নিব! যেমনটী করি পারি, তেমনটী করি নিব। মু কি তোহার কথা কি শুনিব নাকি?

চণ্ডরাজ। ছড়া কি ছগল রে!

বীরভদ্র। ছড়া কি ছগল রে! ছগলের ঔরসে ত মোর জনম!

চণ্ডরাজ। দেখ ছড়া, তু মোরে বড় কথাটী কয়েচিস্।

কুমড়া হস্তে বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। প্রভু! প্রভু! প্রসন্ন হ'ন! সাঙ্গানি, এই নিন্, আপনার কুম্ড়ো—আজ অনেক কষ্টে পরিত্রাণ পেয়ে এসেচি মা!

ঝুম্পা। অঁ্যা—মুয়াপোড়া আবার কথা কহিছে! এত দেরী কেন হইল রে মুয়াপোড়া! আরে বাপ্প রে! কথাড়ুটা কেমন দেখিছ!

চণ্ডরাজ। আরে বন্ধুয়া, তোকে নাকি পাকড়া ক'রেছিল?

বন্ধু। প্রভু! সে অনেক কথা, অনেক ব্যাপার! তা আপনি শুনে আর কি ক'র্‌বেন? বন্ধুর জীবন যা ক'র্‌তে সংসারে এসেচে, তাই ক'রে সে চ'লে যাবে। এ জীবনে আর সে সংসারে কারেও ভয় করে না, মাত্র ভয় করে প্রভুর। প্রভু! আপনাদের জন্যই এখন বন্ধুর জীবন। বন্ধু এবার সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বে! পত্নী, পুত্র, কন্যা, সকলি প্রভুর। প্রভু! প্রভুর জন্যই আজ এক প্রভু হারিয়েচি! ঠাকুর আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! ঠাকুর আমার ব্যবহার দেখে আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! হা ঠাকুর! হা ঠাকুর কোথায় তুমি! প্রভু! আজ আমি আমার ঠাকুরকে হারিয়ে এসেচি! একদিনের পাপে ঠাকুরকে হারিয়েচি, আবার হয় ত আর একদিনের পাপে আর একজনকে হারাব! এই পাপে— এই পাপে সর্ব্বস্ব হারাব। বন্ধুর আর কেউ থাক্‌বে না। ত প্রভু! আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনাকে ভিন্ন কাকেও জান্‌ব না! প্রভু! প্রসন্ন হও।

গীত

নিত্য সর্ব্বস্ব প্রভু জীবন সম্বল ধন তুমি হে আমার।
তোমার চরণে বিকায়েছি প্রাণ বল কিবা আছে আর ।।
এ জীবন-তৃণ স্রোতে এসেছে ভাসিয়ে,
সে স্রোতে উজানে বহিবে নিশ্চয় প্রভুপদে মন সঁপিয়ে,
প্রভু কর' হে করুণা, সে দিনের দিনে আসিয়ে,
যেন ভাসায়ে দিও না অকূল পাথারে—মুছায়ে দিও হে অশ্রুধার।

চণ্ডরাজ। আরে বন্ধুয়া, তোহার ঠাকুর তোকে ত্যাগ করিকিরি কৌঁটি গলারে ?

বন্ধু। হা প্রভু, ঠাকুর আমার চুরি দেখে সংসারকে ঘৃণা ক'রে তীর্থবাসী হ'লেন। আর তিনি এ যাযপুরে থাকলেন না। হা দয়াল ঠাকুর ! হা বন্ধুর অন্ধকারের আলো, কোথায় তুমি ! (রোদন)

চণ্ডরাজ। আরে ছড়া তার লাগি তুই কাঁদুছু কাঁই ? এবার ঘাম দিয়ে তোহার জ্বর ছাড়িল। দেখ্ বন্ধুয়া,তুই এবার মোকে বুঝেচিস্ আর মুইও তোকে এবার বুঝেচি। যাক্, আজ হ'তে আর তোকে চুরি করিতে না হব,আমার সঙ্গে ডাকাতি করিতে যিব।

বীরভদ্র। (স্বগত) আঃ, ছড়া বিদেশে যাইলে ত মুই মজাটা লুটি, কিন্তু শালি অহল্যা যে বাগে না আসে !

চণ্ডরাজ। কেমন বন্ধুয়া বুঝেচিস্ ত ? আমার সঙ্গে ডাকাতি করিতে যিব ! মোর কাছে থাকিব ! বুঝিলি—যা, এখ্খনি পখাল

ভাত খাই কিরি—(কর্ণে কথন) বুঝিলি! যা ছড়া, শীগ্‌গির চলি যা। আজি রাত্রে কালী মায়ের জাগরণ করে, আজি ভোরে রওনা হইয়ে কালই রাত্রে কালী ব'লে—এক জায়গায় পড়া যিব।

বন্ধু। যে আজ্ঞা প্রভু! বন্ধু আর কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ হবে না। চুরি আর ডাকাতি, ও সমানই কথা। ঠাকুর বলেছেন, বন্ধু এবার তোর দুর্দ্দিন যাবে। দেখি ঠাকুরের বাক্যে কি হয়। তাই চল্লেম প্রভু! কিন্তু তুমি প্রসন্ন হও। (স্বগত) হে নীলাচলনাথ! বন্ধু আবার প্রভুবাক্যে পাপের ভরা মাথায় ক'রে চললো। প্রভু! তুমিই ত সকলের অন্নদাতা প্রভু, তখন প্রভু দেখ' দীনবৎসল! অরক্ষিত বন্ধুকে যেন তুমি ঘৃণা ক'র না।

[প্রস্থান।

চণ্ডরাজ। যা ঝুম্পা, আজ রাত্তিরে তোর আর রাঁধিতে না হব চল্‌—আমাদিগে পখাল ভাত দিব। আর দেখ্ ঝুম্পা—আজি রাত্তিরে মু রওনা হব'। এবার ঝুম্পা, এসেই তোবে আমি গোড়মল গড়িয়ে দিব। আর দেখ, বীরভদ্র—তু একটু সাম্‌লে চলিস্! পরের ভার্য্যার উপর অমন ক'রে নেক্‌নজর না দিস্! একটু ভদ্রর লোক হ'। চ, ঝুম্পা চ।

বীরভদ্র। ওঃ—ছড়া কি ভদ্রর লোক রে,—আরে ছড়া ডাকাতি কামটা ছোঃ দেখি! (স্বগত) আহা, অহল্যা রঙ্গিণী মোর মাথাটা খাইছে রে! রঙ্গিণী কি রসবতী!

ঝুম্পা। দেখ্ কর্ত্তা, কথাড়ুটা কিমত দেখ্!

নেপথ্যে ডাকাতগণ। ও সর্দ্দার, সর্দ্দার!

চণ্ডরাজ। আরে ছড়ারা, হেথায় আসিস্ কাঁই রে! বনকু চড়ি যা, বনকু চড়ি যা!

নেপথ্যে ডাকাতগণ। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[বন]

কালী প্রতিমা স্কন্ধে করিয়া ছয়জন

ডাকাতের প্রবেশ।

১ম ডাকাত। আরে ছড়ারা, কৌটি যাস্ রে! নেংটা বেটীকে এঠি রখ।

২য় ডাকাত। সর্দ্দার না কইথিলা—ভিড় জঙ্গলে—মুণ্ডমালিকু পূজা হইব।

৩য় ডাকাত। ভিড় জঙ্গল আর কৌটি রে ছড়া, এঠি ত ভিড় জঙ্গল।

৪র্থ ডাকাত। এঠি রে এঠি, এঠি রখি দে।

৫ম ডাকাত। রথ্ রথ্—এঠি রথ্। (কালী প্রতিমা স্থাপন)

৬ষ্ঠ ডাকাত। যা মনুয়া, তু জবাপুষ্প দেখি লিয়ে আয়।

১ম ডাকাত। আরে রাধুয়া, মায়ের কাছে ছাগ বলি দিব না? কালা ছাগ নিয়ে আয়।

২য় ডাকাত। দূর উল্লুকটা, এটা ত সর্দ্দার কইলা যে, ডাকু কাম করিকিরি নেংটা বেটীকে খুব করি পূজা দিব! এখন কি বলি রে!

১ম ডাকাত। সে কথাউ ক! সে সর্দ্দারের অভিলাষ! কি মতে মু জানিব পেরা।

৩য় ডাকাত। তবে যা, পুষ্প আন্! পুষ্প আন্।

৪র্থ ডাকাত। আরে সে ত সর্দ্দার স্বয়ং ভক্তি করি কিরি পুষ্প তুলিব, তুই কি ছড়া,পুষ্প তুলিবি? পুষ্প তুলিব ত সর্দ্দার আসি কিরি তোর মথ্থা ফটাইব।

১ম ডাকাত। আচ্ছা ক দেখ্খি মনুয়া! সর্দ্দার আজু কৌটি ডাকু করিতে যিব।

২য় ডাকাত। জান্দাবাদ গ্রামে বৃন্দাবন নাম কিরি যে এক কৌড়িবন্ত মহাজন আছন্তি, তাহার বাড়ীকু! ছড়া তেলির বহুৎ কৌড়ি রে, বহুৎ কৌড়ি।

৩য় ডাকাত। সেও একদিনের পথ বটে। বালেশ্বরও ওধারে নয় রঘুয়া!

৪র্থ ডাকাত। তেমতি ত আজিই মোরা রওনা হবুরে ছড়া! সর্দ্দার কত্ত সেয়ানারে!

১ম ডাকাত। আরে মনুয়া গঞ্জা টিপ্‌ নারে, গঞ্জা টিপ? সারা রাত্তিরটা ত কটাতে হব।

২য় ডাকাত। নে নে নেনা, যা না ছড়া! (গাঁজার কলিকা দান)

সকলে। জয় কালী মায়ের জয়!

১ম ডাকাত। সর্দ্দার ত এখন আসে না রে।

২য় ডাকাত। দে আবার কালী মায়ের জয় দে।

সকলে। জয় কালী মায়ের জয়।

চণ্ডরাজ ও বন্ধুর প্রবেশ।

সকলে। আরে সর্দ্দার আসিছু রে! আরে আরে সর্দ্দার এস হে!

চণ্ডরাজ। আরে ছড়ারা, থালি থালি বসেকু করিছু কাঁহি? মিঠেনি লিয়ে, আয়। মিঠেনি লিয়ে আয়!

১ম ডাকাত। আয় সর্দ্দার, আয়। আরে ধর, সর্দ্দার ধর্ (মন্ত্র প্রদান) আরে এ যে বন্ধুয়া রে। আরে সর্দ্দার, বন্ধুয়া কি মোদের সাথী হবে নাকি রে? লে বন্ধুয়া ধর্।

বন্ধু। মাপ কর বাবা, ও উগ্র অনল আমায় স্পর্শ করিও না, তাহ'লেই ভস্ম হ'য়ে যাব।

চণ্ডরাজ। থাক্, থাক্, লে—লে—রাত্তির ভোর হইয়ে আইল, লে—লে মার লামে গান কর।

সকলে। গীত

তারা জানিমু তোহর স্বভব বটে।
পায়েতে গোড়মড়, কাঁকালে চন্দ্রহাড়, নাকেতে বেসড়,
করিছু দড়মড়, পরণে নাই বসন গুটে।

আরে থেই থেই থেই, নাহি সমরণ বেটী নাচে—
থেই থেই থেই, ঐ গুয়াগুগ্গা খাইকিরি মাইকিনা ছুটে লটে পটে ॥

সর্দ্দার। তুন হুয়, তুন হুয়, হইচু, হইচু, চল্ ছড়ারা, চল্, জয় কালী বেটীর জয়! ছা রে—রে—রে—রে, ইউৎ।

সকলে। ছা রে—রে—রে—ইউৎ, জয় কালী বেটীর জয়! ছা রে—রে—রে—ইউৎ।

চণ্ডরাজ। নে বন্ধুয়া, নেংটা বেটকে ঐ জঙ্গলটার ভিতর লুকিয়ে রাখি আয়। ছা রে—রে—রে—রে—ইউৎ।

সকলে। ছা রে—রে—রে—রে—ইউৎ।

বন্ধু। (কালীমূর্ত্তি লইয়া) মা, কেন মা তোর এমন বেশ! দিগম্বরী বেশে বিশ্বকে স্তব্ধ করিয়েছিস্ মা, আবার আজ সন্তানকে দস্যু-বেশে সাজিয়ে সংসার-চিত্র কেন বিভৎসময় ক'রে তুল্‌বি জননি! জানি না গো—সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি-দায়িনী মঙ্গলময়ি, জানি না মা, তোর কি লীলা!

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

গোপাল-মন্দির।

[গোপাল-বিগ্রহ]

সোনা রূপার প্রবেশ।

রূপা। সোনা দাদা! ঠাকুরদাদা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন কোথায় মিশিয়ে গেলেন।

সোনা। হাঁ ভাই রূপো! ঠাকুরদাদা, আর একবারও আমাদিগে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন না।

রূপা। হাঁ দাদা, ঠাকুরদাদা কি আর আসবেন না?

সোনা। না ভাই তিনি যে তীর্থবাসী হ'তে চ'ল্‌লেন।

রূপা। কোন্ তীর্থে যাবেন দাদা!

সোনা। তা জানি না ভাই!

রূপা। তাই ত দাদা, ঠাকুরদাদাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমার যেন মনটা কেমন কেমন করচে। বাড়ী সব আঁধার দেখ্‌চি; সব যেন ফাঁকা!

সোনা। তা সত্যি ভাই, এই গোপালমন্দিরে এতক্ষণ তিনি এসে কত শ্লোক বল্‌তেন। হাঁ দাদামহাশয়! তুমি কেন আমাদিগে ফেলে চলে গেলে? আমরা তোমার পায়ে কি অপরাধ ক'রে-ছিলাম দাদামশায়! (রোদন)

রূপা। দাদা দাদা, আমারও যে কান্না পাচ্চে। এই কয়েক দণ্ড তিনি আমাদিগে ছেড়ে গেলেন, এতেই যখন এমন, তখন সে ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌ব। (রোদন)

বীণাকে ক্রোড়ে লইয়া অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা। বাবা সোনা, বাবা রূপো, কাঁদ্‌চ কেন বাবা! কি হ'য়েচে?

সোনা ও রূপা। আমরা ঠাকুরদাদার কাছে যাবো মা! ঠাকুর-দাদার জন্যে আমাদের বড় মন কেমন ক'রচে মা! (রোদন)

বীণা। (উচ্চৈঃস্বরে) ঠাকুর মাগো, তুই কোথা গো! (রোদন)

অহল্যা। বাবা, বাবা, কোথায় তুমি! কোন্ অপরাধে বাবা ছেড়ে চলে গেলে? বাবা, তোমার সোনা—রূপো—বীণা যে তোমা বিহনে কেঁদে কেঁদে আকুল হ'য়েচে বাবা! মা—মা মাগো—কোথায় তুমি (রোদন)

রূপা। না মা তুমি আমায় আমার ঠাকুরদাদার কাছে দিয়ে আস্‌বে চল, তা না হ'লে তোমার রূপো কিছুতেই বাঁচবে না।

অহল্যা। বাবা রে—সে সাধু পুরুষ মহাত্মার অদর্শনে আমাদের আর কেউ বাঁচবে না! তাঁর অমিয় ঢালা মা কথায় যে বাবা বনের পক্ষীও বশ হ'য়ে যেত, তখন তোমরা আমারা ত মানুষ, দেবীরূপিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মায়ের কথায় ক্ষুধা তৃষ্ণা যে বাবা সব ভুলে যেতে হ'ত; ওরে বাছারা, তাঁরা কি মানুষ যে, তাঁরা আমাদিগকে নিয়ে চিরদিন বাস ক'র্‌বেন? তাঁরা স্বর্গের দেবতা

কেবল আমাদের পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্যে এতদিন তাঁদিগে লাভ ক'রেছিলাম! সে পুণ্য যেই ক্ষয় হ'য়েচে, অমনি স্বর্গের নিধি হাতে রেখেও আজ হারিয়ে ব'সেচি, আর কি এজন্মে বাবা, আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পাবো?

সোনা। কেন পাব না মা! ঠাকুরদাদা ত ব'লেছিলেন, যে ভাই সোনা রূপো—যখন আমার জন্য তোমাদের মন কেমন ক'র্‌বে, তখন আমার গোপালকে ব'ল, তাহ'লেই গোপাল তোমাদের ঠাকুরদাদাকে কাছে এনে দেখাবেন! হাঁ মা, তবে তাঁকে আর কেন দেখ্‌তে পাব না গা! ঐ মা, কে আস্‌চে দেখ!

বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। বৌ ঠাক্‌রুণ্ কৌঁটি রে, বৌ ঠাক্‌রুণ্ কৌটি! এই যে সোনা রূপা! আরে সোনা রূপা, খইউখ্‌ড়া খাইব, খইউখ্‌ড়া খাইব?

রূপা। খাবো, খাবো। (হস্তপ্রসারণ)

অহল্যা। (নিবারণ সঙ্কেত) ছিঃ বাবা।

রূপা। না, আমি খাবো না।

বীরভদ্র। খাবি নাই কাঁই! বৌ ঠাক্‌রুণ বুঝি তোহারে বারণ করিছু! হাঁ গা, বৌ ঠাক্‌রুণ, মু কিমতে তুহার পর হইনু বৌ ঠাক্‌রুণ! বন্ধু মোর দাদা হয়, বৌ ঠাক্‌রুণ; মুই চণ্ডরাজ সদ্দারের পোলা।

অহল্যা। উত্তম, তবে কেন আপনি আমাদের পর হবেন? আপনারা আমার স্বামীর অন্নদাতা পিতা! আমার স্বামীকে আপনারা ক্রয় ক'রে রেখেচেন! তখন আপনারা আমাদের পর হবেন কেন?

বীরভদ্র। (হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া) তবে কও বৌ ঠাকুরুণ, মু তুহারী ত আপন লোক!

অহল্যা। (স্বগত) একি অসভ্যতা! না পাপিষ্ঠের মনের ভাব অন্যরূপ! তাইত ক্রমেই যে কাছে আস্‌চে। (প্রকাশ্যে) একি—আমি স্ত্রীলোক, আপনি যে আমার গা ঘেঁসে আস্‌চেন?

বীরভদ্র। না না বৌ ঠাকুরণ, তুম্ভমানে মোর ত নিকট সম্বন্ধ! দাদা মরিলে ত তুম্ভমানে মোর ভার্য্যা হইত হইব! তখন কিমতে গায়ে গা দিব?

অহল্যা। কি নরক, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা! জানিস্, আমি ঠাকুর অনন্ত মিশ্রের প্রিয় শিষ্যা, সত্যসন্ধা গুণবন্ত বন্ধুর ভার্য্যা।

সোনা ও রূপা। কি হ'য়েচে মা!

বীরভদ্র। আঃ আঃ বৌ ঠাকুরুণ, মিচ্ছারে রাগ কেন করিছু! আচ্ছ, আচ্ছ থক থক, এর পর একদিন তুহার সহিত মু সাক্ষাৎ করিব! দেখ বৌ ঠাকুরণ! মোরদিকে নজরটা রখ!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

অহল্যা। (স্বগত) বাবা! বাবা! তুমি না দুদণ্ড যেতে যেতেই যে পাপিষ্ঠ নরক-কৃমি পঙ্কবিতাড়িত পক্ষীশাবকের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচে! কি হবে বাবা? কেমন ক'রে এ নিরাশ্রয় অবস্থায় এই সকল নাবালকদিগের সহিত এ রক্ষকশূন্য পুরীতে অবস্থান কর্‌ব! ভয় হ'চ্চে বাবা, বড় ভয় পাচ্চি। কি জানি বাবা, যে পাপিষ্ঠ প্রভু হ'তে তেমন দেব-স্বভাব স্বামী আমার চুরি ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন, সেই পাপিষ্ঠরাই যদি আমার সতীত্ব নষ্টের জন্য স্বামীকে পুনরায় বাধ্য ক'রে, তাহ'লে কি ক'র্‌ব? কি উপায়ে নারীর সর্ব্বস্ব স্বর্গের দুর্লভ অমূল্য সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌ব বাবা! সে বিপদ সময় বাবা "আমায় রক্ষা কর" ব'লে কার পায়ে পড়্‌ব বাবা! (প্রকাশ্যে) বাবা গোপাল, বল বল, তখন রক্ষা ক'র্‌বে ত? বাবা ত তোমার কাছে তাঁর এ দুঃখিনী কন্যাকে রক্ষা ক'রে গেছেন। দেখ' মধুসূদন—সে দুর্দ্দিনের দিনে দেখো দীনবন্ধু! নিঃসহায়া অহল্যার প্রতি তোমার করুণাদৃষ্টি যেন স্থিরভাবে থাকে।

বীণা। মা, তুই আমাল গোপালকে কি ব'ল্‌তিস মা!

রূপা। বীরভদ্র কাকার উপর তুই বড় চটেছিস মা, এ কথা ঠাকুরদাদাকে বল্‌বি না?

বীণা। আমাল গোপালকে আমি বল্‌ব! গোপাল, তুই আমাদেল ঠাকুলদাদা আল ঠাকুলদিদিকে নিয়ে এসে একবাল দেখা। দেখ্‌ গোপাল, না হ'লে আমলা তোল কাছে মাথা

কুলে মল্‌ব। দেখা গোপাল, দেখা গোপাল, ঠাকুলদাদাকে একবাল দেখা।

সোনা ও রূপা। গোপাল,গোপাল, ঠাকুরদাদা ত তোমার কাছে, আমাদিগে আবদার ক'র্‌তে ব'লে গেছেন, তবে গোপাল রাগ কর্‌চ কেন? আমাদের ঠাকুরদাদাকে দেখাও।

দ্রুতপদে অনন্তমিশ্রের প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। পাগলরা, আবার আমায় পথ হ'তে ফিরিয়ে আন্‌লি?

সোনা, রূপা ও বীণা। ঐ মা, ঐ মা, আমাদের ঠাকুরদাদা এসেচে। দাদা দাদা, আমাদিগে ছেড়ে কোথা গিয়ে ছিলে দাদা!

অনন্তমিশ্র। (রোদন পূর্ব্বক) পাগল রে, পাগল রে! আমি কি তোমাদিগে ছেড়ে বিন্দুমাত্র সময় থাক্‌তে পারি? আমি ত বলেচি ভাই যে, আমার তোমাদিগে ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌বার উপায় নাই। যখনি তোমরা আমার গোপালের কাছে আমার কথা ব'লে কাঁদ্‌বে, তখনই আমার গোপাল আমাকে নিয়ে এসে তোমাদিগে দেখাবেন। আর এমন ক'রে শীঘ্র শীঘ্র আমার গোপালের কাছে আমার জন্য কেঁদো না দাদা! তাহ'লে আর আমি তীর্থবাসে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। এই দেখ, আমাকে কতদূর গিয়ে আবার ফিরে আস্‌তে হ'ল। বুড়ো মানুষ ভাই, আর আমাকে কত পথ হাঁটাবি? তবে ভাই,আমি ত ব'লেচি, আমি তোদেরই,তোদের ছাড়া আমি একদণ্ড নই

আসি দাদা ! মা গো অশ্রুপূর্ণ নয়নে কেন ? কোন ভয় নাই মা, আমার গোপালকে তোমায় দিয়ে গেছি, গোপালের সেবা কর, গোপালে আত্মপ্রাণ নির্ভর কর, গোপালে আত্ম-জীবন সমর্পণ কর, দেখ্‌বি মা, গোপাল আমার তোর আর কোন অভাব রাখ্‌বেন না। আসি গো দুঃখিনী মেয়ে, তোদের জন্যই আজ অনন্তমিশ্র তীর্থবাসে বাহির হ'য়েও সুখী নয়।

অহল্যা। বাবা, বাবা, এ অভাগিনীর স্নেহেই আপনার যত কষ্ট ; আমি বাবা, জগতের দুঃখের কারণ হ'য়েই জন্ম গ্রহণ ক'রে-ছিলেম। (রোদন)।

অনন্তমিশ্র। পাগল মেয়ে আবার কাঁদে ? কাঁদ্‌বি কি রে বেটি ! হাস্‌তে হাস্‌তে সকল বিপদ—সকল যন্ত্রণা বুক পেতে নে ! তবে ত আমার গোপালকে পাবি। ভয় নাই মা, আমি সব জানি, পাপিষ্ঠ বীরভদ্রের অত্যাচারের কথা আমি সব জেনেচি। তা তাতে তোর ভয় কি বেটি। গোপাল আছেন, তিনি রক্ষা ক'রবেন। দেখিস্‌ বেটি ! এ দুর্দ্দিন কখন তোদের থাক্‌বে না ! শীঘ্রই গোপাল আমার বন্ধুর দাসত্ব মোচন ক'র্‌বেন। তবু বেটি কাঁদে ! স্থির হ ! পাগল মেয়ে, কাঁদিস্‌ না ; কেঁদে আর এ বুড়োটাকে কাঁদাস্‌ না। তবু কাঁদে ? তবে আয় বেটি ! কিয়-দ্দূর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আয়। আমি ত আর থাক্‌তে পারি না। ওঃ কি মায়া ! কুহকিনি ! তবুও তুই ত্যাগ ক'র্‌তে চাস্‌নি ! আয় দাদারা,আয় দিদি,আয় মা,আমার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ আয়। ভয় নাই, ভয় নাই, কোন ভয় নাই। আমার গোপালের নাম ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আয়। (সহসা অন্তর্দ্ধান)

সোনা ও রূপা। অ্যাঁ অ্যাঁ—আমাদের দাদামশায় কোথায় মিশিয়ে গেলেন, গোপাল আমাদের দাদামশায়কে দেখাও।

পুনঃ অনন্তমিশ্রের প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। পাগল ক'রলি রে, তোরা পাগল ক'র্‌লি! ছেড়ে দে ভাই, আমায় তোরা ছেড়ে দে! মা তোর ছেলেদিগে বুঝিয়ে বল্‌ মা, আর কেন বুড়োটাকে ওরা কষ্ট দেয়। ওদের মায়া যে আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারি না! ও মা, সর্ব্বত্যাগী অনন্ত মিশ্রকে ওরাই দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ক'রেচে! ওদের কাত রোক্তি আর চাঁদমুখ মনে প'ড়লে যে আমার স্বর্গের দুর্লভ সুখও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ব'লে বোধ হয়! তাই মা, তীর্থবাসে বাহির হ'য়েও ওদের জন্য—ওদের অহ্বানে বার বার ছুটে আস্‌তে হয়। আর এখন ডাকিস্‌নে ভাই, আমাকে তোরা যেতে দে! পথ আগুলাস্ কেন দাদা! বল্‌ আর এখন ডাক্‌বি না। আসি দাদা, হাতে ধরি, পথে যেতে আর আমায় ডাকিস্‌ না।

গীত

পথে যেতে আর ডাকিস্‌ না রে আমায় পথে যেতে দে।
পথ ভুলায়ে দিস্‌ না রে ভাই পথের পথিক মর্‌ছে কেঁদে॥
একে অন্ধ দৃষ্টিশূন্য, তাহে পথে নাহি অন্ত,
তবে রে ভাই কিসের জন্য, বেদনা দিস্‌ বৃদ্ধের হৃদে॥

আগে ছিলাম একপথে, নাহি ছিল চিন্তা তাতে,
এখন পথে পড়ে পড়ি বিপথে, বুক ফাটে ভাই সেই খেদে ।।

(অন্তর্দ্ধান)

সোনা ও রূপা। আবার ঠাকুরদাদা চলে গেছেন মা !

অহল্যা। আর ডাকিস্ না বাবা, বাবার তাহ'লে বড় কষ্ট হবে ; চল, এখন আমাদের গোপালের ভোগের সব যোগাড় করিগে।

সোণা। তাই ভাল মা, আমি আজ ঠাকুলদাদাল গোপালের ভোগ দোব। ঠাকুলদাদা ত আমাকে গোপাল দিয়ে গেচে মা !

অহল্যা। তাই মা, দিবি এখন। এখন যাই চল্।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[বৃন্দাবন দাসের বাটী]

আশারামের প্রবেশ।

আশারাম। (স্বগত) সারাদিনটা নিটাল উপোসে কেটে গেল বাব
হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে! তবু তোরে পেলাম না
কোথা যাযপুর অনন্তঠাকুরের বাড়ী, আর কোথায় জাঙ্গাব
বৃন্দাবন মহাজনের বাড়ী। এ বেটা ত একথানি মহা কৃপ
যাই হ'ক—আজকার দিন্টা এর বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে রাত
কাটাতে হবে। নৈলে রাত্রে আর যাব' কোথা! দেখ্চি
বেটা ত অতিথিকে রাখ্তে হবে ব'লে সন্ধ্যার আগেই স
বাড়ী বন্ধ ক'রে অন্দরে গিয়ে ঢুকেচে। কিন্তু বাবা, অ

নাছাড় বান্দা—আশারাম। আমি আজ আর তোমার বাড়ীতে না খেয়ে দেয়ে, না থেকে আর কোথাও যাচ্চি না। বলি—কেগো বাড়ীতে? অতিথি উপস্থিত, একটু আশ্রয় দাও। সন্ধ্যা হ'য়ে গেচে, তাতে সারাদিন খাওয়া হয়নি, শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল, কোথাও আর যাবার শক্তি নাই; বাবা তুমি একজন কোড়িবন্ত মহাজন, তাই তোমার দ্বারে অতিথি হ'য়েচি। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ-সেবায় পুণ্য আছে বাবা! কৈ, কারও ত উত্তর পাচ্চি না। বেটা এত বড় লোক, একটা চাকর বাকরও রাখে না গা! বেটার এ যক্ষের ধন খাবে কে? যাই হ'ক, আমার আজ রাতটার সম্বন্ধ, তখন এত অনধিকার চর্চ্চা কেন? যা ইচ্ছা ওর তাই করুক, আশারামের মাত্র একরাত্রিরের অন্নের আশা আর থাকা। বলি কৈগো, মহাশয়! শুনতে পাচ্চেন কি? কৈ না, কার ত সাড়া শব্দ নাই। না, এতে হবে না! বার বার ডাক্‌তে হবে। চেঁচানীর লম্বা চোড়া বহর শুনে বেটার প্রাণ যাতে আঁতকে উঠে, তাই করি। বলি ওগো বাপু গৃহস্বামি! ওগো বাড়ীর কর্ত্তা! আ মর, বেটা কি কাণে শোলা দিয়ে আছে না কি? বলি ওগো—মহাজন মশায়! না হ'ল না—দু একটা মিথ্যে লোভ না দেখালে এ বেটা কিছুতেই সাড়া দিবে না। বলি ওগো কর্ত্তা, আমি রঙ্গাপুরের রাজবাড়ী থেকে টাকা কর্জ্জের জন্য এসেচি। চটা সুদে টাকা নোব, বলি বাড়ীতে আছেন? না হ'ল না—বেটার কোন্‌টা সদর মহল, কোন্‌টা

অন্দর মহল এ ত বুঝ্‌তে পারচি না, যাই ওধার থেকে একবার ডাকি গে। (অন্যদিকে গমন) বলি ওগো কর্ত্তা!

বৃদ্ধ বৃন্দাবন দাসের প্রবেশ।

বৃন্দাবন। (স্বগত) ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! বলি কে টাকা কর্জ্জের জন্য ডাক্‌লে নয়? বেটা কম্‌নে আবার গেল! রঙ্গাপুরের রাজ-বাড়ী থেকে চটাসুদে টাকা নিতে এসেচে ব'ল্‌লে নয়? তাই ত বলি—বেটা ত আগে কত কি আবল তাবল বক্‌ছিল। কে উত্তর দিবে বল? বাজে কথায় সাড়া দিয়ে কি হবে? ক্রুষ্ট। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! তাই ত অন্ধকারও হ'য়ে এসেচে, কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। লোকটা কম্‌নে গেল হে? ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট!

আশারাম। ও বাবা, কোন্ কোটোরে লক্ষ্মী পেঁচা ক্রুষ্ট ক্রুষ্ট বলে রে!

বৃন্দাবন। কে কথা কয়? ক্রুষ্ট!

আশারাম। (স্বগত) ও বাবা এত পেঁচা নয়, কথা কয় যে। তবে বুঝি এতক্ষণে আশারামের কপাল ফির্‌ল। যাই দেখি। (প্রকাশ্যে) বলি কে মশায়! আপনাকে ত মানুষের মতই দেখ্‌চি, অন্ধকারেও ভাল দেখা যায় না। বলি আপনি কি এই গৃহের গৃহস্বামী?

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! কার গৃহ, কে গৃহস্বামী মশায়! ক্রুষ্ট! সব ক্রুষ্টের ইচ্ছা।

আশারাম। তা ত বটেই মশায়! মহাত্মা যাঁরা, তাঁরা কি আর আপনার গৃহ ব'লে থাকেন? যাক্, আপনি না বলেন, কিন্তু আমি বুঝ্তে পারছি যে, আপনিই এই গৃহের গৃহ-স্বামী।

বৃন্দাবন। কৃষ্ট, তা আপনারা মহাত্মালোক, আপনারা তা ব'ল্তে পারেন বৈকি। কৃষ্ট। বলি, মহাশয় কি রঙ্গাপুরের রাজবাড়ী থেকে এসেচেন?

আশারাম। (স্বগত) উঃ বেটা এতক্ষণ বেরয়নি, যেই টাকা কর্জ্জের কথা শুনেচে, অমনি চিলের মত ছোঁ মারতে বেরিয়েচে। আচ্ছা, আমি আশারাম। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে না, আমি কেন রঙ্গাপুর হ'তে আসব? আমি একজন অতিথি! মহাশয়ের বাটীতে আজ আশ্রয় নিব ভেবে তাই আপনার দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েচি।

বৃন্দাবন। (স্বগত) এ লোকটা নয়, তবে সে লোকটা কম্নে গেল? (প্রকাশ্যে) কৃষ্ট! তবে ত দেখ্তে হয়, ভদ্দর লোক কম্নে গিয়ে কষ্টে পড়্লেন। (গমনোদ্যত)

আশারাম। মশায়, যাচ্ছেন না কি, আমি যে কথাটা বল্লেম, শুন্লেন কি?

বৃন্দাবন। কৃষ্ট! তাই ত ভদ্দর লোকটা কোথায় গেলেন! কষ্টে পড়্লেন না কি?

আশারাম। মশায়! আমিও ভদ্রলোক, বড়ই কষ্টে পড়েচি। আজকার রাতটার মত আপনি আশ্রয় দিন্।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! আরে তুমি ত আচ্ছা লোক হে, সে ভদ্দরলোক কোথায় গিয়ে কষ্টে পড়্‌লেন, আগে দেখি। ক্রুষ্ট!

(গমনোদ্যত)

আশারাম। মশায়! আমায় একটু বস্‌বার স্থান দেখিয়ে দিয়ে আপনি যান্‌ না।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! আরে কি বিপদ! এ কোথাকার ছোটলোক হে, ভদ্দর লোকের ইজ্জৎ বুঝে না।

আশারাম। আজ্ঞে—জেতে ব্রাহ্মণ, ভদ্দর লোকের ইজ্জৎ বুঝ্‌ব কি ক'রে মশায়!

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! জেতে বামুন? ও বেটা, তোমরা যে পাতে খাও, সেই পাতে হাগ, না হবে না তোমাকে আমি বাড়ীতে থাক্‌তে দোব না। ও গলায় দড়ে জাত—বড় খারাপ

আশারাম। আজ্ঞে একদিনের মত, প্রভাত হ'লেই আমি চলে যাব।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! আরে কি বিপদ, এ ভদ্দর লোকেরও যে খাতির ক'র্‌তে দেয় না। ক্রুষ্ট!

আশারাম। আজ্ঞে, বলি কেন আপনি এত ব্যস্ত হ'চ্চেন?

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! অ্যাঁ, এ গলায় দড়ে বেটা বলে কি শুনচ গা, আমার বাড়ীতে একটা কে ভদ্দর লোক ডেকে গেল, আমি তা দেখ্‌ব না?

আশারাম। আজ্ঞে, সে আমিই।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট, আমি—সে কেমন?

আশারাম। এই যেমন আপনি টাকার ঝন্‌ঝনানি ভিন্ন কোন কথায় কাণ দেন না।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট, বলি সে কেমন?

আশারাম। এই যেমন আমি ব'লেচি যে, আমি রঙ্গাপুরের রাজ-বাড়ীর লোক চটাসুদে টাকা কর্জ্জের জন্য এসেচি, অমনি আপনি বেড়িয়ে প'ড়্লেন।

বৃন্দাবন। বেটা কি সেয়ানা সংরে জুয়াচোর রে! জুয়াচোরকে আমি বাড়ীতে জায়গা দেব? বেরো বেটা, বেরো। ওরে গুঞ্জা, ওরে বিন্দা, ওরে রধা, আঃ—কোন শালাকে আর পাবার যোটি নেই; যদি আধপয়সার তেল খরচ ক'র্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে এতক্ষণ শালারা সদরটাকে দিন ক'রে কিষ্কিন্ধাপুরী ক'রে তুল্‌ত, আর সব শালাকেই পাওয়া যেত! যা বেটা গলায় দড়ে, আজ বেঁচে গেলি। ক্রুষ্ট!

বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। বলি কি হ'য়েচে? হাঁগা! অত চেঁচাচ্চ কেন?

বৃন্দাবন। এই দেখ্ না, এই দেখ্ না, বেটার যতবড় মুখ ততবড় কথা, যতবড় মুখ ততবড় কথা, যতবড় মুখ ততবড় কথা।

বিমলা। বলি হাঁগা বাছা, তুমি কর্ত্তাকে কি ব'লেচ?

আশারাম। কিছুই বলি নাই মা লক্ষ্মি! সারাদিন খাওয়া হয় নি, অনেক দূরদেশ হ'তে আস্‌চি, তাই কর্ত্তার বড় নাম শুনে ওঁর বাড়ীতে অতিথি হ'তে এসেচি; আমি ব্রাহ্মণ, একটু আশ্রয়

আর চারিটী অন্ন এই প্রার্থনা ক'র্‌চি, তাতেই কর্ত্তা অম ক'র্‌চেন।

বিমলা। তা বেশ ত বাবা, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি বাড়ীতে আজ অতিথি হ'য়েচেন, এ ত আমাদের সৌভাগ্যের কথ বাবা! আসুন, আসুন!

আশারাম। (স্বগত) একি বাবা গোপাল, একি ছবি দেখাচ্চ পূতিগন্ধময় বিষ্ঠা-কৃমি-পূর্ণ নরককুণ্ডেও এমন অনাঘ্রাত সুকো মল সুন্দর পারিজাত পুষ্প থাকে? জলদাচ্ছন্ন চির অমাবস্যা রজনীর ঘোর অন্ধকারেও সহসা ঊষার কণক-কিরণময়ী আলোক-রাশির সমুদ্ভব হয়! ধন্য চিত্রকর! তোমার চিত্র নৈপুণ্যকে ধন্য! এও যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে তোমার ইচ্ছায় আশারামের রাজত্ব আর রাজকন্যা পাবার আশা আর দুরাশা হবে কেন? যাক্‌। (প্রকাশ্যে) হাঁ মা, চলুন, আজকের রাতটার মত আমি থাক্‌ব মা, কল্য প্রভাতেই চ'লে যাব।

(গমনোদ্যত

বৃন্দাবন। হাঁ, হাঁ, কোথা যাবিরে বেটা! যতবড় মুখ ততবড় কথা।

আশারাম। মা, শুন্‌চেন?

বিমলা। শুন্‌চি বাবা, আপনি চলুন, আমাদের একটী আত্মীয় মহাপ্রভু দর্শনে গিয়েছিলেন, তিনি সেখান হ'তে মহাপ্রসাদ এনেছিলেন, তাই আপনি আহার ক'রে এই সদরে এসে রাত্রি বিশ্রাম ক'র্‌বেন। অপরাধ নিবেন না বাবা, ওঁর

কি, ওঁর বৃদ্ধ হ'য়ে কি আর জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু আছে? চলুন, চলুন, আপনি চলুন।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট, চলুন কিরে বেটি! ওটা যে সেয়ানা সহরে জোয়াচোর! গিন্নি, তুই এটাও বুঝ্তে পার্‌লি না? আমি কপাল চাপড়ে ম'র্‌ব নাকি গা।

বিমলা। কেন, ব'ক্‌চ কেন? আমি ত আর তোমার ভাত ওঁকে খাওয়াচ্চি না যে, তোমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হ'চ্চে!

বৃন্দাবন। আরে পাগ্‌লি, চটিস কেন, আমি তোর ভালর জন্যই বলি, আমার কি বল্ না, চোখ বুজলেই হ'ল, তোকেই অনেক দিন থাক্‌তে হবে। বলি, মহাপ্রসাদগুলোয় ত আমাদেরও একদিন কেটে যেত।

বিমলা। দেখ—সকল পূত পূত ক'রে রাখ্‌তে নেই। ব্রাহ্মণ সজ্জনে দিতে থুতেও হয়, আমাদের কি বল দেখি, তিনকুলে যে কেউ নাই। বংশের মধ্যে একটা মাত্র হারানিধি মেয়ে। হায়, বংশের সল্‌তে, সে আবার বাঁচবে? তা তোমার যা আছে, তাতেই তার আমার ঢের হবে। তার জন্য ভাব্ না কেন? একে রাত্রিকাল,তাতে ব্রাহ্মণ সারাদিন উপবাসী,আমরা অধম নীচকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেচি, ব্রাহ্মণ যে আমাদের আশ্রয়ে থাক্‌তে চাচ্চেন, তাই আমাদের সৌভাগ্য। আসুন ঠাকুর,এই সদরে বসুন,আমি আপনার জন্য পাদ্যজল আন্‌চি। দেখ, ব্রাহ্মণকে আর কিছু ব'ল না ব'ল্‌চি। আমি এখনি আস্‌চি বাবা।

[প্রস্থান।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! বেটী যেন রায়বাঘিনী। যাক্ ম'রু
গে! আমারই কি বল না। চোখ্ বুজ্‌লেই অন্ধকার
বেটি, রাখিস্—থাক্‌বে, না হ'লে নিজেকেই শৃগাল কুকুরের মং
পেটের জন্য পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হবে। ক্রুষ্ট, ক্রুষ্ট
দেখ্ বামুন, সকাল বেলা থাকিস না ব'ল্‌চি, তাহ'লে তো
ভাল হবে না। ক্রুষ্ট।

[প্রস্থান।

আশারাম। ওঃ বেটা কি কসাই রে! কিন্তু পত্নীটী গৃহের
লক্ষ্মী। বেটা ওরই পুণ্যে এত ধন দৌলত পেয়েচে। আহা
স্ত্রীলোকই সংসারের লক্ষ্মী। যাক্, এইরূপ গুণময়ী এক রাজ-
কন্যে আর একটা রাজত্বি, তাহ'লেই বস্, আশারামের আশা
একেবারেই চড়কগাছ। কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, ঐ যে মা লক্ষ্মী
আস্‌চেন না?

কম্বল, ভৃঙ্গার ও মহাপ্রসাদ হস্তে
বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। এই নিন্ ঠাকুর পাদ্য। পা ধুয়ে, এই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ
করুন। আর এই সামান্য শয্যাটি এনেচি (শয্যা রচনা)
এইটীতে শয়ন ক'র্‌বেন। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন ঠাকুর! আমার
কন্যাটী যেন দীর্ঘায়ু হয়।

আশারাম। মা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মি! নারায়ণ স্বয়ং তোমার প্রতি
প্রসন্ন। আমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে হবে কেন মা! তোমার

পুণ্যে তোমার কন্যা মা নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু হবে। তুমি যাও মা, এবার আমি সব ক'রে নিচ্চি। তোমার জয় জয়কার হ'ক জননি!

বিমলা। (প্রণাম পূর্ব্বক) দাসীর কোন অপরাধ নিবেন না ঠাকুর।

[প্রস্থান।

আশারাম। যাক্, এখন আহার করা যাক্ (ভক্ষণ) আহা— এই কি মহাপ্রসাদ! এই মহাপ্রসাদ কি ব্রহ্মা কুক্কুরের মুখ হ'তে বাহির করে ভক্ষণ করেছিলেন? অহো ধন্য আমি, আজ কত জন্মের পুণ্যে সেই দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হ'য়েচি। জয় মহাপ্রভু! দীনবন্ধু! বাসনানলেই দগ্ধ হ'লাম, একদিনও নিশ্চিন্তহৃদয়ে তোমার ধ্যানে প্রমত্ত হ'তে পার্‌লাম না। চক্ষু বুজে যখনই তোমার চিন্তা করি, তখনই সেই বাসনা যেন সাপিণী আকার ধারণ ক'রে আমায় শতফণায় দংশন ক'র্‌তে আসে। অমনি সব ভুলে যাই হরি, অমনি সব ভুলে যাই। আহারে বিহারে শয়নে উপবেশনে কিছুতেই আর শান্তি পাই না। শান্তিময় হে! মহাপাপীর শাসন কি এই-রূপ। এইরূপেই কি তাকে শাস্তি দিতে হয়? নারায়ণ! এ বাসনানলে কতদিনে পূর্ণাহুতি দিতে পার্‌ব? না এ অনল আজন্মমৃত্যু দাউ দাউ ভাবেই জল্‌বে, আর আমি গুম্‌রে গুম্‌রে পুড়্‌ব? দাও ঠাকুর। এ প্রজ্বলিত অনলে শান্তির সলিল ঢেলে দাও, একটুকু তৃপ্তি পাই।

গীত।

দয়াময় হে, দয়া ক'রে দাও মনের আগুন নিভায়ে।
আমি অতি দীন দীননাথ হে, আমায় দিওনাক ভাসায়ে॥
(অকূল সিন্ধুজলে)
হরি তোমায় যখন ধ্যানে দেখি তখন দীনভাব আসে মনে,
নৈলে অহং ব্রহ্ম সদাই আমি তৃণ গণি এ ভুবনে,
(অমনি মনের আগুন অমনি জ্বলে)
আমি হব' বিশ্বরাজা, সবে হবে প্রজা,
(হরি এই বাসনানল অমনি জ্বলে)
(দাউ দাউ দাউ অমনি জ্বলে)
(সে এমনি আগুন সে কভু না নিভায় জলে)
হরি তাতেও না পাই তৃপ্তি যাই আপন জ্বালায় জ্বলিয়ে॥

যাক, এখন একটু শোয়া যাক, সারাদিনটা পথশ্রমে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হ'য়েচে। বাবা গোপাল যে কবে এ যন্ত্রণার অবসান ক'র্‌বেন, তা বাবাই জানেন। ওকি, ঐ বাগানটার ওধারে ও কিসের আলো? তাই ত রাত্রিও ত কম নয়? প্রায় দ্বিপ্রহর। এমন সময় ওখানে কিসের আলো? আবার একটা আলো নয়, একটা দুটো তিন্‌টে, চার্‌টে না—না—আলো যে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়্‌ল। চারিদিকেই সারি সারি আলোকরাশি। ও কি—দীর্ঘাকার লম্বমান পুরুষমূর্ত্তি সকল লাঠি হাতে বৃন্দাবন দাসের খিড়্‌কীরদিকে যাচ্চে কেন। বা, আবার এইদিকেও কয়েকজন আস্‌চে। না—না, রকম ত

ভাল বোধ হ'চ্চে না ? কে ওরা দস্যু নয় ত ? বৃন্দাবনদাস এক জন এ দেশের মধ্যে বড় লোক, মহাজনী ব্যাপারে বিস্তর টাকা ক'রেচে, দস্যু আসাও ত আর অসম্ভব নয়। আমি এখন কি করি ? বৃদ্ধ বৃন্দাবনকে ডাকব। কিন্তু ডাকবারও বা সময় কোথা ? ঐ যে ঠিক সদর দরজায় একজন এসে দাঁড়াল। আর ডাকবারও ত কোন উপায় নাই। যাক তাহ'লে আমি এখন কি করি ? বাস্তবিক যদি ওরা দস্যু হয়, তাহ'লে আমাকে দেখতে পেলে যে ওরা আমায় ছাড়বে, তা ত ছাড়বে না। গৃহস্থের সঙ্গে আমাকেও ঘোর পীড়ন ক'রবে। আমি যে আজ অতিথি এসেচি, এও ত কখন বিশ্বাস ক'রবে না। আবার এদিকেও বিপদ, আমার সঙ্গে সঙ্গেই যখন ডাকাতরা এসেচে, তখন গৃহস্বামী এও ত মনে ক'রতে পারেন, আমিও একজন ডাকাত। যাক, এখন ত এদিক হ'তে পালিয়ে যাবার সুবিধা আছে, কিন্তু আর বিলম্ব ক'রলে, সে সুবিধা যে থাকবে, তা ব'লেও ত বোধ হয় না ; কিন্তু পালাই কি ক'রে ? গৃহস্বামীর আজ এই বিপদ,এ অবস্থায় এর বিপদের কোন সাহায্য না ক'রে পলায়ন করাও ত নিতান্তই অধর্ম্মের কাজ। আজকার দিনও ত এর অন্নগ্রহণ ক'রেচি, বিশেষতঃ বৃন্দাবন দাসের পত্নী সে ত লক্ষ্মী। লক্ষ্মী আজ বিপদে পড়বেন, তাঁর সে বিপদ আমি দেখব ? না, এও কি কখন হয় ? তাই ত আবার যে কয়েকজন এই সদরের দিকেই আসচে। এখনই ত তাহ'লে আমায় ধ'রবে। এখন একটু গা

আড়াল দি; এখন কিন্তু পালাতে পার্‌ব না, পরে সময় বুঝে যা হয়, তা করা যাবে। বাবা গোপাল! এ আবার কি বিপদে ফেল্‌লেন? দয়াময়! সব তোমার ইচ্ছা! এখন এই দিক্‌টায় গা আড়াল দিই। (লুকায়িত হওন)

ডাকাতগণের প্রবেশ।

ডাকাতগণ। (ধীরভাবে) দেখ্ সর্দ্দার, এ ধার না ওধার।

চণ্ডরাজ। এ ধার।

ডাকাতগণ। দেখ্ সর্দ্দার—এ ধার না ও ধার।

চণ্ডরাজ। এ ধার। দেখ ছড়ারা, চুপি চুপি যাইবু। আরে মনিয়া তু—দাওয়ার ধারে দঁড়া। আরে রঘুয়া, তু ছড়া, এত্ত গাতাইচ্ছু কেন রে। তু সদর দরজাটার ধারে দঁড়া। খিড়কাদিকে রামনিধি অছে। সিদ্ধি!, তু সমুখে লাঠি খেল কর্। দেখিস্ ছড়া, পরাণ দিবু ত মানটী ডুস না। আরে আরে বন্ধুয়া, তু মোর সাথে থাকিব। নে কালী ব'লে খেল সুরু কর্। মার নাম করি থাঙ্গায় প্রবেশ করিব চল্। ছারে—

সকলে। ছারে—রে-রে—রে—ইউত।

চণ্ডরাজ। ভঙ্ ভঙ্ সদর ভঙ্। দা কুড়ুলি মার্।

(নেপথ্যে বৃন্দাবন) ক্রুষ্ট! কে—সদর দরজায় ঘা মারে কে রে? ক্রুষ্ট!

চণ্ডরাজ। তোহর মাকু ঘইতারে ছড়া, খোল্ ছড়া, দরজা খোল্।

সকলে। ছারে—রে—রে—রে—ইউৎ।

বন্ধুর প্রবেশ।

ন্ধু। মণিমা, আসুন, আসুন, সদর দরজার কপাট ভেঙে গেচে।

চণ্ডরাজ। চ, চ, সব খাঞ্জায় ঢুক্‌বি চল রে।

কলে। ছারে—রে—রে—রে—ইউং।

[সকলের প্রস্থান।

আশারাম। তাই ত! ভগবন্! আজ বড় সঙ্কটের দিন উপস্থিত। এ উপস্থিত বিপদে আমার একদিনের অন্নদাতা বৃদ্ধ বৃন্দাবন-দাসকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্‌ব, আমায় তুমি সেই সাহস, সেই বুদ্ধি, সেই শক্তি দান কর দয়াময়! এরা ত সব এখন বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ ক'র্‌লে, দেখি শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে দেখি, যদি কোন উপায় ক'র্‌তে পারি। তাই ত এই যে ডাকাতদের একটা লাঠি পড়ে র'য়েচে। ভগবন্! তুমিই ধন্য! অবশ্যই তুমি আমায় এই লাঠি দান ক'র্‌লে। এখন তোমার নাম রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে হয়। (অন্তর্দ্ধান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন দাসের অন্দর বাটী।

[শয়নকক্ষ]

বৃন্দাবন, বিমলা ও শিশুকন্যা আসীন।

(নেপথ্যে)—ডাকাতগণ। ছা—রে—রে—রে—রে—ইউং।

বিমলা। ওগো কি হবে গো, বুঝি আমাদের বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েচে! ওমা, কি ক'র্‌ব, কেমন ক'রে এ শিশুকন্যা রক্ষা ক'র্‌ব! ওগো দেখ না, কারা সব অত চেঁচাচ্চে! ওমা কোথায় যাব!

বৃন্দাবন। কৃষ্ণ! তখনি ত তোকে ব'লেছিলাম গৃহিণি যে, সে বামুন অতিথিকে ঘরে স্থান দিস্ নি, এ নিশ্চয় তারই কাজ; বেটা অতিথি সেজে ডাকাতি ক'র্‌তে এসেচে। কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়! কিছুই উপায় নাই ত গিন্নি, কিছুই ত উপায় নাই। কি ক'র্‌ব, কাকে ডাক্‌ব, ঘরের বার হবার ত উপায় দেখ্‌চি না। কৃষ্ণ! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা প্রভু; বৃন্দাবন দাস কারও কখন অনিষ্ট ক'র্‌তে যায় নি, কারও কখন মন্দে থাকে না ঠাকুর! কেবল আপনার ধন আপনিই নাড়া-চাড়া ক'রে—দিন গুজরাণ করে। বিপত্তে মধুসূদন, কৃষ্ণ

বিমলা। তুমি বল কি গো, অতিথি কেন ডাকাত হবে? সে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কি কখন এমন কাজ ক'র্‌তে পারে? না, না, তুমি ব্রাহ্মণকে অমন কথা ব'ল না।

(নেপথ্যে) ডাকাতগণ। ছা—রে—রে—রে—রে—ইউৎ।

বিমলা। ঐ এলো গো, ওগো, তুমি লুকাও না। অ্যাঁ অ্যাঁ ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোথায় লুকাই! আমি ডাকাতের হাতে মরি, তাতে দুঃখ নেই; তোমার প্রাণ তুমি রক্ষা কর, আর মেয়েটার প্রাণ যাতে রক্ষা পায়, তারই উপায় কর। হা মধুসূদন! এ বিপদের সময় রক্ষা কর দয়াময়! ঐ যে—ঐ যে গো, তুমি পালাও না, এখনও কি ক'র্‌চ? ঐ যে তারা এসে প'ড়্‌ল।

রাবন। অ্যাঁ, অ্যাঁ, এসে প'ড়েচে? কি করি, কি করি, আমি তাহ'লে কি করি! আর তুই বা কি ক'র্‌বি? না, না, তুই লুকো আর মেয়েটাকে লুকো! আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

বিমলা। ওগো, আর তুমি আমায় জ্বালিও না, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঐ ঘরের মাচার তলায় একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে লুকিয়ে থাক গে।

(নেপথ্যে) ডাকাতগণ। ছা—রে—রে—রে—রে—ইউং!

বিমলা। না আর বুঝি বাঁচাতে পার্‌লাম না, এখনি ডাকাতরা তোমায় কেটে ফেল্‌বে!

রাবন। তাইত, হায় হায় প্রাণের জন্য আজ পত্নী-কন্যার মায়াও ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল। কৃষ্ণ! দয়াময়! আমার কপালে,

এতও লিখেছিলে? যাই, এখন কি করি, ঐ ঘরটার পাশে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকি গে! (তথা করণ)

বিমলা। তাই যাও, তাই যাও, তবু তোমার প্রাণরক্ষা হ'লে আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব। আমি এই দা হাতে ক'রে দাঁড়ালাম (দা গ্রহণ) কেউ আমার ঘরে ঢুক্‌তে পার্‌বে না। কেউ আমার শিশুকন্যার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না। আমার প্রাণ যতক্ষণ থাক্‌বে, কার সাধ্য আমার শিশুকন্যার গায়ে কেউ করস্পর্শ করে? কৈ, কে কোথায় আছিস্, তোরা কয় জন আছিস্ আয়! দেখি—তোদের গায়ে কত বল, দেখি—দেখি, তোরা কত শক্তি ল'য়ে বিমলার কাছে অগ্রসর হ'য়েছিস্ দেখ্ মা জগদম্বে। তোর অনাথিনী কন্যা আজ কিরূপ ভাবে তার শিশুকন্যাকে রক্ষা করে! আর মা, তুই মা হ'য়ে এখনও কন্যার দুর্দ্দশা দেখ্‌ছিস্! পাষাণি! ধিক্ মা, তোর পাষাণ প্রাণে! ধিক্ মা, তোর সন্তানের মা হওয়ায়। ঐ যে পাপিষ্ঠগণ আমার দিকেই আস্‌চে! আয় আয় দুষ্টগণ! আমি আজ তোদের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চি। তোদের রক্তে আজ মা করালিনীর পূজা দিয়ে আমার কন্যা নামের সার্থকতা সংসারে দেখাব।

ডাকাতগণের প্রবেশ।

ডাকাতগণ। সর্দ্দার! দেখ—দেখ—বেটী যেন আগুনখাগীরে—

চণ্ডরাজ। আরে ছড়ারা, এতেই তুহরা ডর করিছু না কি? ইঃ

মু ত ইহরে মুতের ফেন দেখি। দেখ বেটি, ভাল চস্ ত দাটা ফেলি দে। নহি তোর জীবনটা একেবারে যিব।

বিমলা। দুর্বৃত্ত! বিমলা এক মুহূর্ত্তের জন্য এ জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। জীবন নিবি, নে, কিন্তু সহজে পার্‌বি না, তোদের অনেকের জীবনের বিনিময়ে তবে বিমলার জীবন দেহ হ'তে বিনিঃসৃত হবে।

চণ্ডরাজ। আরে এটা গুটা সহজ মেয়ে নহি রে, সহজ মেয়ে নহি। দিত মোর তলয়ারটারে! ও ভুয়াসনী বেটীর গর্ব্বটা মু বুঝে নি। (তরবারি গ্রহণ) ছা রে—রে—

সকলে। ছা রে-রে—রে ইউৎ—

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট!

চণ্ডরাজ। ও রে ছড়া, দথ দথ দথ, এঠি কে রহিছু দথ!

সকলে। কৌঠী রে সর্দ্দার

চণ্ডরাজ। এঠি রে ছড়া, এঠি!

১ম ডাকাত। গুটা শবদ হইল বটে!

২য় ডাকাত। আরে এঠি কে শয়ন করিছু পেরা।

৩য় ডাকাত। ছড়াকে তোল্।

সকলে। ছড়াকে বঁধ।

৪র্থ ডাকাত। (বৃন্দাবনের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক) আরে ছড়া -মাইপোকু ভাই—সম্বন্ধি ছড়া, এঠি কো গুয়েরে ছড়া! দে ছড়া, কৌড়ি টঙ্কা বাহির করি দে ছড়া!

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট!

সকলে। ছড়া পেচক নাকি রে। (হাস্য)

বিমলা। হায় হায়, বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল। পাপিষ্ঠগণ স্বামী ধ'রেচে, তাহ'লে এখন কি করি? এখন যদি পাপিষ্ঠগণ আক্রমণ করি, তাহ'লে ত ওদের সহিত কিছুতেই আমি পা না, বরং তাতে স্বামীর অনিষ্ট হ'তে পারে। হয় ত দুর্বৃত্ত ক্রোধে আমার স্বামীর প্রাণ নষ্ট ক'র্তে পারে! হায় হায়, হ'য়ে কেমন ক'রে স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখ্ব? হায় হা কি করি গা! হায় কেন আমি স্বামীকে কাছ ছাড়া ক'রল কেন তাঁকে আমি আমার কাছে রাখ্লাম না? যদি তাঁ আমি আমার নিকটে রাখ্তাম, তাহ'লে ত এমন দুর্দ্দৈব ঘ না। ভাব্লাম এক, আর হ'য়ে পড়্ল এক।

চণ্ডরাজ। দে ছড়া দাসের পো, টঙ্কা বাহির কর্! টঙ্কা র কাঁই? (চপেটাঘাত)

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! বাপ সকল মারিস্নে রক্ষা কর্।

চণ্ডরাজ। টঙ্কা বাহির কর্ ছড়া, টঙ্কা বাহির কর্।

বৃন্দাবন। আমি বাবা টাকার কথা জানি না, ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট!

চণ্ডরাজ। ছড়া কি সেয়ানারে! দেখ ছড়া, ন যদি টঙ্কা দি তোর মথ্থা মু রথি দিব। (লাথি মারিয়া) বল ছড়া, ট রাখিছু কাঁই?

বৃন্দাবন। যাই বাপ্, যাই। (পতন)

বন্ধু। (স্বগত) বাবা গোপাল, আর যে এ দৃশ্য দেখ্তে পা যায় না!

বিমলা। অহো, আর না, স্বামীকে যে আমার মেরে ফেল্‌লে! (দ্রুতপদে যাইয়া) পাপিষ্ঠগণ! বুড়োটাকে আর মারিস্‌নে, আমাকে মার, আমাকে মার।

বন্ধু। (স্বগত) অহো, ভয়ঙ্কর ছবি! বাবা গোপাল,একি দেখালে!

চণ্ডরাজ। ও শালি, এবার তু জালে পড়ুচু! তু শালি বুঝি বৃদ্ধস্ক ভার্য্যা? ও শালি কি রসবতী রঙ্গিনী রে! দে রে রধুয়া,শালিকু গুটা চুম্বন দে। আরে ছড়া টঙ্কা বাহির করিবু ত কর্‌। দিত রে মনিয়া, মোর লাঠি গুটা দেত, ছড়া টঙ্কা বাহির করে কি ন করে, মু একবার দেখি। (লাঠি লইয়া বৃন্দাবনকে দলন)

বৃন্দাবন। যাই, যাই, বল্‌চি বাবা, বল্‌চি বাবা, উঃ যাই।

বিমলা। ওগো ওগো, তোমরা ছেড়ে দাও গো, আমি আমার গায়ের গয়না খুলে দিচ্চি, এই নাও,এই নাও আর বুড়োকে তোমরা অমন ক'র না। (চণ্ডরাজের হস্ত ধারণোদ্যত)

চণ্ডরাজ। ওরে রধা, শালিরে বঁধ্‌ত। শালিরে নেংটা কর্‌।

৫ম ডাকাত। (বিমলাকে ধারণোদ্যত) আয় শালি, তুহারে মু বিহা করি আয়। থল্‌ শালি, তোর বসন থল্‌। (বস্ত্র আকর্ষণ) বল্‌ শালি, তোর সোয়ামী টঁঙ্কা রাখিছু কৌঠী?

বিমলা। হা মধুসূদন! একদিন তুমি লজ্জাশীলা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছিলে ঠাকুর! আজ বিমলার লজ্জা দূর ক'র্‌তে কি পার্‌বে না নারায়ণ!

৫ম ডাকাত। ওঃ, মহাপ্রভু তোহর মাকু ঘইতা না কি রে শালি, যে তোহর রোদনে মহাপ্রভুর নিদ্রা আসিবু না। খোল্‌

শালি, তুহর বসন থল্, তুহর মু জাতি নিব, বল্ শালি, টঙ্কা কাঁহ ? (বস্ত্র আকর্ষণ)

বন্ধু। (স্বগত) অহো বাবা গোপাল! কি নিষ্ঠুরতা, কি নিষ্ঠুরতা! কি ঘোর নৃশংসতা! লজ্জাবতী রমণীর প্রতি কি পাশবিক অত্যাচার!

অহো এ জগৎ হ'তে গেছে কি রে ধর্ম্ম চির অধঃপাতে ?
গেছে গেছে সব গেছে পেরেছি বুঝিতে,
গেছে গেছে সব গেছে কাল কালবশে!
তা না হ'লে এখনও বজ্র কেন না হয় পতন,
এখনও গ্রহ তারা কেন বা আকাশে,
এখনও প্রলয়ের মহাসিন্ধু কেন না—করে গর্জ্জন,
করিতে প্রলয়—বিশ্ব করিতে প্রলয়
হায় হায় একি দেখা যায় ?
অহো, কি করিব আমি, কি শক্তি আমার!
প্রভুপদে বিক্রীত এ তনু, এ জবন প্রভুর চরণে বাঁধা,
অহো কি করিব আমি, করিবার কিবা মম আছে অধিকার ?
কি শক্তি তাহার দিয়েছ গোঁসাই!
তাই মিনতি জানাই পদে শুধু রক্ষা কর দীনা অবলায়!
(প্রকাশ্যে) অহো মাগো, শোন মোর কথা,
কেন পাস্ ব্যথা, বল্ অর্থ কোথা,
অর্থ দিয়ে দস্যুদের কর্ মাগো দস্যু-সংকার।

বিমলা। কে বাবা গো তুমি, জলন্ত অনলমাঝে ফুটন্ত কমল,

এ দীনার দুঃখে ঝরে অশ্রুজল!
যে হও সে হও তুমি দস্যু মহাজন,
দয়া করি দুঃখিনীর শুনহ বেদন।
পিতা, নাহি জানি আমি কিছু অর্থ বিবরণ।

বন্ধু। বল্ মাগো বল্, ভেবে চিন্তে মনে ভেবে বল্।

চণ্ডরাজ। আরে বন্ধুয়া, তু ছড়া যে মহাভারত সুরু করি দিলু। যা তু ছড়া, ওঠি যা, এ কাজ তুহার নাহি। আরে রঘুয়া, তু শালির বস্ত্র থল্ ত!

বন্ধু। মণিমা, মণিমা, ক্ষমা করুন। দাস আমি দাসের বাক্য স্ত্রী-লোকের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌বেন না। স্ত্রীজাতি লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর অপমান ক'র্‌লে ভগবান তার প্রতি নারাজ হ'ন। পায়ে ধরি মণিমা, সব করুন, অত্যাচারে পাষাণ ফেটে যাক্, বনের পশু পক্ষী কাঁদুক, বন্ধুর হৃদয় ভেঙে শতখণ্ড হ'য়ে যাক্, তবু স্ত্রীলোকের অপমান ক'র্‌বেন না।

চণ্ডরাজ। আরে ছড়া ত ভারি মুস্‌কিল করিলু দেখুছি। দেখ্ বন্ধুয়া, মু তোহর প্রভু আছন্তি! মোর কথাটী না শুনিলে তোহর ভল না হব কহিছু। আর বেশী যদি কিছু করিব, তাহ'লে পরাণ ন থকিব।

বন্ধু। এ প্রাণ—এ প্রাণ এখনই লও মণিমা! যদি স্বইচ্ছায় আমার এ প্রাণ, বিনাশ কর, তাহ'লে আমি শত শত ধন্যবাদে সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর দেখ্‌তে পারি না। প্রভু! রক্ষা কর, প্রভু! রক্ষা কর।

চণ্ডরাজ। (ধাক্কা দিয়া) আরে ছড়া, বার বার যোরে বিরক্ত করিছু, তুন হুয়।

বন্ধু। মৃত্যু—শীঘ্র তুমি আমায় আলিঙ্গন দাও। (মূর্চ্ছা)

চণ্ডরাজ। বল্ ছড়া, টঙ্কা কাঁহি! বল্ ছড়া, টঙ্কা কাঁহি?

বৃন্দাবন। উঃ—যাই, যাই, আর মারিস্ নে রে। ঐ—ঐ পাশে ঐ গর্ত্তে পোতা আছে।

চণ্ডরাজ। ছড়া ধুকুড় দেখিছু। কেমন ছড়া, গোপন রাখিবু! আরে কেষ্টা, টঙ্কা তোল্।

৬ষ্ঠ ডাকাত। (টাকা উত্তোলন) এই সর্দ্দার!

চণ্ডরাজ। বল্ ছড়া, আর কৌটী রাখিছু। আরে রধা, কি করিছু, শালিকে টিপন দেনা।

৪র্থ ডাকাত। শালি, বল্ টঙ্কা গহনা কাঁহি? (আঘাত)

বিমলা। ওগো—আমি যে কিছু জানি না গো। (রোদন)

শিশুকন্যা। মা—মা ওমা—

চণ্ডরাজ। ওরে ছড়ারা; কি দেখিছু, পেলার রোদন শুনিছু না? দখ্ পেলারে। পেলারে অগ্নি জ্বালিকিরি দগ্ধ করি মরিয়া ফেল্। তব ত শালী সব কথা বাহির করিব।

বিমলা। না না বাবা, আমায় মার, আমায় কাট, আমার শিশু-কন্যাকে তোমরা কিছু ব'ল না। হা হা মধুসূদন, কি ক'র্‌লে!

(উন্মাদিনীর ন্যায় দণ্ডায়মান)

৪র্থ ডাকাত। কৌঁটি রে? শালীর পেলা কৌঁটি?

শিশুকন্যা। মা, মা, আমার বড় ভয় পাচ্চে।

৪র্থ ডাকাত। এই যে রে—ওঠ্ শালি—(ধারণ)

শিশুকন্যা। ওমা—ওমা—(রোদন)

বিমলা। ওরে—ওরে, (ছুটিয়া কন্যাকে ধারণ) রাক্ষস! কাকে ধ'র্‌চিস্? আয় মা—আয় মা, আমার কোলে আয়। দেখি কার সাধ্য আমার দুগ্ধপোষ্য বালিকার গায়ে হাত দেয়। না না, কিছুতেই পার্‌বি না। আগে আমার প্রাণ বধ কর, তার পর, তার পর তোরা যা ইচ্ছা হয়, তাই করিস।

অন্যান্য ডাকাতগণ। জ্বাল্ আগুন জ্বাল্। (অগ্নি প্রজ্বলিতকরণ)

৪র্থ ডাকাত। আরে শালি, সেটী হ'ব না। তোহার পেলাকে মু অগ্নিতে দগ্ধ করিবু। (আকর্ষণ)

শিশুকন্যা। ও মাগো—(রোদন)

বিমলা। ওমা—ওগো, আমি সত্যি ব'ল্‌চি, আমি কিছুই জানি না। বরং আমার গায়ের গয়না সব খুলে দিচ্ছি, তাই তোমরা নিয়ে যাও, পায়ে ধরি বাবা, আমাদিগে আর কিছু ব'ল না।

গুরাজ। দে অলঙ্কার খুলি দে আর তুহার পেলার অলঙ্কার খুলি দে!

বিমলা। তাই দিচ্চি বাবা, তাই দিচ্চি, তোমরা তাই নিয়ে যাও। (অলঙ্কার উন্মোচন)

গুরাজ। (লাথি মারিয়া) আর কি আছে দে শালি!

বিমলা। উঃ—যাই মা! (পতন)

গুরাজ। যা, শালি! আরে ছঃ! ধুকোড়! ছড়া কি জুয়াচোর রে। বল্ ছড়া, টঙ্কা কাঁই? (দলন)

বৃন্দাবন। (উত্থিত হইয়া) উঃ—যাই বাবা—ক্রুষ্ট!

বন্ধু। ম'রে গেল, ম'রে গেল, লোকটা ম'রে গেল!

চণ্ডরাজ। আরে বন্ধুয়া, তোহর বড় দয়া হইছে কেমন রে নয়? আচ্ছা চল্ নে রে নে ছড়ারা, আজ যা পেলি, নি পলাই চল্। ছারে—রে—রে—রে—রে—

সকলে। ছা—রে—রে—রে—রে—ইউৎ।

চণ্ডরাজ। চল্ বন্ধুয়া চল্, তু টঙ্কা অলঙ্কার বহিকিরি নে (বন্ধুর তথাকরণ) ছা—রে—রে—

সকলে। ছা—রে—রে—রে—রে—ইউৎ।

(লাঠি খেলিতে খেলিতে অগ্রে ডাকাতগণ তৎ-
পরে টাকা হস্তে বন্ধু ও তৎপশ্চাৎ
চণ্ডরাজ প্রস্থানোদ্যত)

আশারাম। (বাহির হইয়া স্বগত) আর কেন, এই ত সুযোগ, মাহেন্দ্র যোগ আর আমার ত্যাগ করা উচিত নয়। এইবা দেখি ভগবন্, এইবার দেখি বাবা গোপাল, তুমি আমার স কি না! অন্নদাতার কিছু উপকার ক'রে যেতে পারলে জীবনকে আজ সার্থক মেনে যাব। জয় মধুসূদন! আ রে—রে—ছা—রে—রে—রে—ইউৎ। (চণ্ডরাজের মস্ত লাঠির আঘাত)

চণ্ডরাজ। ওরে ছড়ারা, মু যাই রে। (পতন)

বন্ধু। ওরে—ওরে—সর্দ্দার ঘাই হ'য়েচে রে! হায় হায় কি হ'

আশারাম। ছা রে রে—রে—রে—ইউৎ।

অন্যান্য ডাকাতগণ। আরে আরে সর্দ্দার ঘাই হউচু রে! ছড়া, ধাঁকুড়—ধাঁকুড় পলাই চল রে। ধাঁকুড়—ধাঁকুড়–পলাই চ।

[বেগে প্রস্থান।

আশারাম। (চণ্ডরাজের বুকের উপর বসিয়া) এইবার পাপাত্মা, এইবার! এইবার তোর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত স্মরণ কর। দে অস্ত্র দে। (চণ্ডরাজের হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ) আজ তোরই তরবারিতে তোরই প্রাণ সংহার ক'র্‌ব। দুর্ব্বৃত্ত দস্যু। জগতে অনেক অত্যাচার ক'রেচিস, আজ তোর পাপ চারি-পাদে পূর্ণ হ'য়েচে। তাই আশারামের, তাই এই ঠাকুর অনন্তমিশ্রের শিষ্য আশারামের হস্তে তোর প্রাণবায়ু জন্মের মত এবার নিঃসারিত হবে। স্মরণ কর্ দস্যু! আজন্ম পাপের কথা এইবার স্মরণ কর্। বল হে মধুসূদন! বল দেব! ন্যায় বিচারপতি! বল বল, এ নরহত্যায় কি পাপ আছে প্রভো!

গীত

বল হে বল বল শ্রীমধুসূদন।
এই দুষ্ট দৈত্যনাশে, পাপ কি হে আসে,
কলুষিত হবে না ত আমার জীবন।
যদি তাহে হয় পাপ, ঘটে মনস্তাপ, তবে হে ভরসা তোমারি,—
তুমি মধুঘাতন, কংসকেশীমর্দ্দন, কাল কালীয়দমন মুরহর নরহরি;
তুমি ত হে যুগে যুগে ধরাভার হরণে, হ'য়েছ উদয় হরি নরদেহ ধারণে,

হ'য়ে সৃজন পালন কর্ত্তা সংহর্ত্তা হ'তেছ ক্ষণে,

এত তোমারি শিক্ষা তোমারি নীতি ওহে নিত্যময় সনাতন।

দুরাত্মা, এইবার তোর জীবনের শেষলীলা।

(হননোদ্যত)

বন্ধু। ভাই আশারাম, ভাই আশারাম, পায়ে ধরি ভাই, ক্ষমা কর! ঐ দস্যু আমার প্রভু, আজ ভাই, তোর চিরভক্ত বন্ধুর অনুরোধে তুই তার প্রভুকে ক্ষমা কর।

আশারাম। কি তুমি! তুমি আমাদের সেই ভাই বন্ধু! ভাই বন্ধু! এই বুঝি সেই পাপিষ্ঠ চণ্ডরাজ? তবে ত ভালই হ'য়েচে, পাপিষ্ঠের এতদিনের পর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আর এতদিনের পর আমাদের ভাই বন্ধুর চির-দাসত্ব মোচন ক'র্‌তে পার্‌ব। বাবা গোপাল, বাবা গোপাল তুমি সত্য বাবা—তুমি সত্য। ঠাকুর! ঠাকুর! কোথায় তুমি! একবার এসে দেখে যাও, আজ তোমার আশারাম তোমার চির-আদরের চির শ্রদ্ধার চির প্রিয়ভক্ত বন্ধুর দাসত্ব-মোচনে সমর্থ হ'য়েচে। এই পাপিষ্ঠ চণ্ডরাজ! এই পাপিষ্ঠের অত্যাচারে সমস্ত উড়িষ্যা-রাজ্য থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ত, বালক-বৃদ্ধ যুবা পাপিষ্ঠের ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড় থাকৃত। ঠাকুর, এরই অত্যাচার ভয়ে তুমি তেমন শান্তিরাজ্য গোপাল-আশ্রয় ত্যাগ ক'রে তীর্থবাসী হ'য়েচ, আজ সেই পাপিষ্ঠ আশারামের হস্তে ধৃত! ধন্য আশারাম, তুমি ধন্য! আর তোমার গোপাল ধন্য! পাপিষ্ঠ চণ্ডরাজ! এখন বুঝেচিস্ যে, আমি কে?

গুরাজ। না বুঝিব কাঁহাই, তু মোর পরাণ ভিক্ষা দে।

ন্ধু। হাঁ ভাই আশারাম, আমার প্রভুর তুমি প্রাণ ভিক্ষা দাও।

গুরাজ। বাপ্প বন্ধুয়া, তু তোর আশারামকু বুঝায়ে বল বাপ্প!

ন্ধু। ভাই আশারাম, আমার প্রভুর প্রাণ ভিক্ষা দাও ভাই!

আশারাম। বন্ধু। তুমি কি মানুষ!

ন্ধু। কখন মানুষ নয় ভাই, পশু, তা না হ'লে প্রভুর প্রাণ যায় আর আমি অস্ত্রের ভয়ে প্রভুর প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে তোমার নিকট বাহুবল দেখাতে যেতে পার্‌চি না! ধিক্ আমার জীবনে! মানুষে এও কি কখন পারে ভাই! অহো, ধিক্ আমায়। মাণমা, মণিমা, ধিক আপনি আমাকে অন্ন দিয়ে আমার পাপ জীবন এতদিন রক্ষা ক'রে আস্‌ছিলেন! ভাই আশারাম, ক্ষমা কর ভাই! ক্ষমা ক'রে আমার প্রভুর প্রাণ ভিক্ষা দে ভাই!

আশারাম। বন্ধু, বন্ধু, তুমি কখনও মানুষ নও, কখনও মানুষ নও! দেবতা, দেবতা, স্বর্গের দেবতা শাপভ্রষ্ট হ'য়ে নরকুলে ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়েচ! দুঃখময় জ্বলন্ত নরককুণ্ডে তুমি এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার সদ্য প্রস্ফুটিত কনকপদ্ম। কেউ তোমায় চিন্‌তে পারে না, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি তুমি—তোমার তেজ, তোমার মহিমা কেউ এখন জান্‌তে পারে না। কিন্তু ভাই, পার্‌লাম না, তোমার অনুরোধটী প্রতিপালন ক'র্‌তে পার্‌লাম না, আশারাম শতচেষ্টা করেও রক্ষা ক'ত্তে পার্‌লে না, ক্ষমা কর দেবতা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ন্ধু। তবে আর একটী অনুরোধ আমার রক্ষা কর ভাই আশারাম!

আশারাম। ক্ষমতার বহির্ভূত না হ'লে অবশ্যই রক্ষা ক'র্‌ব।

বন্ধু। প্রভুর প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বে আমার প্রাণ নষ্ট কর।

আশারাম। অসম্ভব, কিন্তু তোমার প্রভু কেন আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন না, তাহ'লেই ত তোমার প্রভু, এ যাত্রায় রক্ষা পান।

চণ্ডরাজ। বাপ্প, মোর পরাণ ভিক্ষা দে, তু যা বলিব, তাই করিব।

আশারাম। তবে স্বীকার কর্, আমাদের ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বন্ধুর দাসত্ব মোচন কর্‌বি? আর কখন চৌর্য্যবৃত্তি বা দস্যু বৃত্তি জীবনে ক'র্‌বি না, আর অপহৃত অর্থ বা অলঙ্কারগুলি প্রত্যর্পণ কর্‌বি।

চণ্ডরাজ। মু তাই স্বীকার করিলু, মোরে ছাড়ি দে বাপ্প! দেখ বন্ধুয়া, তোহয়ে মু খালাস দিলু. এবার যা তোহর ইচ্ছা হয়, তা তু কর্। মু আর কখন এমন কাজ ন করিব। আরে বন্ধুয়া আর তোহর নিকট মু যে টঙ্কা আর অলঙ্কার দিয়েছু, সেগুলি ফিরে দি দে। দে বাপ্প, মোরে ছাড়ি দে।

আশারাম। যাও পাপিষ্ঠ! (ছাড়িয়া দিয়া) তোর কালী মায়ের দিব্য, যদি আর কখন এ দস্যুবৃত্তি ক'র্‌তে অগ্রসর হ'স।

চণ্ডরাজ। না বাপ্প, এই কানমলা নাক মলা মু দিয়ে যাইচু এ কাম আর ন করিব। বন্ধুয়া, তুহর হ'তে মোর আজ পরাণ রাহি গলা! তু আর জনমে বাপ্প ছিলি, যা বাপ্প, তোহর ভাল হ'ব। আয় বাপ্প, তু যাবি না?

আশারাম। না, তুই যা।

গুরাজ! যে আজ্ঞে, বাপ্প! ওঃ কি পাজী কাম রে, এই কাণমলা আর নাকমলা।

[প্রস্থান।

ন্ধু। ভাই আশারাম! ভাই আশারাম! একি, আমি কি আজ স্বপ্ন দেখ্‌চি!

শারাম। যদিও স্বপ্ন নয়, তথাপি স্বপ্নবৎ বটে, গোপালের একি খেলা দেখ ভাই, কোথা হ'তে কি হ'য়ে গেল! কে জান্‌ত ভাই, যে তোমার আবার দাসত্ব মোচন হবে। এও কি কেউ কখন স্বপ্নে ভাব্‌তে পেরেচে। আবার তাও দেখ, গোপালের খেলায় কোথায় এসে কোন্ ঘটনায় কেমন ক'রে কেমন কি হ'য়ে গেল! তুমি ত জান ভাই, ঠাকুর তীর্থবাসে যাবার মনস্থ ক'র্‌লে আমিও গতরাত্রে ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে যাযপুর হ'তে যাত্রা করি। পরে সন্ধ্যায় এই বাটীর অতিথি হই, পরে দেখ কি অদ্ভুত ঘটনা!

ন্ধু। সব গোপালের লীলা দাদা, সব গোপালের লীলা। আমার প্রতি ঠাকুরের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ। কিন্তু ভাই আশারাম, তোমার এ উপকার এ জীবনে আমি কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না। আজীবন তুমি আমায় আজ ঋণী ক'র্‌লে।

শারাম। ঋণী ক'র্‌ব কেন ভাই, ঋণী ক'র্‌ব কেন, ঋণ পরিষ্কার কর। আমি তোমার বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন)

বন্ধু! ভাই বন্ধু! তুমি আজ হ'তে আমার চিরবন্ধু হ'লে। ভাই! এ অপেক্ষা তোমার নিকট আমি ঋণ পরিশোধের জন্ত অন্ত কিছু পুরস্কার চাই না। ভাই বন্ধু! এর পর সব কথা হ'বে, এখন গৃহস্বামী বৃন্দাবনদাসের আর তাঁর লক্ষ্মীরূপিণী পত্নীর শুশ্রূষা ক'রে তাঁদের অর্থ অলঙ্কার তাঁদের দিয়ে আমরা এস্থান হ'তে বাহির হ'য়ে পড়ি গে চল। তবে ভাই, আমার অনুরোধ এখন কিছুদিন তোমার বাটী যাওয়া হবে না, দুই বন্ধুতে কিছুদিন দেশ ভ্রমণ ক'র্ব; যাক্,যাক, সে কথাও পরে, এখন চল।

বন্ধু। চল ভাই, কিন্তু গৃহস্বামী বা তাঁর পত্নী জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। নিষ্ঠুর পাপাত্মারা তাঁদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার ক'রেচে, সে অত্যাচারে মানবপ্রাণ কখন স্থির থাকৃতে পারে না। চল ভাই, দেখ্‌গে চল। এই যে বৃদ্ধ বৃন্দাবন-দাস। না, না, বৃদ্ধ এখন জীবিত আছে।

আশারাম। এই যে মা লক্ষ্মী! স্বর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে ধূলায় ধূসরিতা। মা--মা—মা—লক্ষ্মি গো, মা জীবিতা আছ কি?

বিমলা। আঁ্যা কে তুমি, দুঃখিনীর এ দুঃসময়ে মা ব'লে এসে আহ্বান ক'রচ?

আশারাম। মা, আজ সন্ধ্যার সেই অতিথি।

বিমলা। এস বাবা, তোমার ত কোন অনিষ্ট হয় নি?

আশারাম। না মা!

বিমলা। তবে আমি ও বাবা মরিনি, বেঁচে আছি, কিন্তু কর্ত্তা জীবিত না মৃত, আমায় তুমি এই সংবাদটী দাও।

বন্ধু। না মা, তিনিও জীবিত আছেন।

বিমলা। আমার শিশুকন্যা কোথায় ?

আশারাম। সে ত মা আপনারই কোল আলো ক'রে পরম সুখে নিদ্রা যাচ্চে।

বিমলা। তবে বাবা, আমার হাত ধ'রে তোল।

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! গৃহিনি বেঁচে আছ ত ?

বিমলা। মরেনি মাত্র। বাবা, ইনি কে ? ইনিও ত দস্যু ? ও বাবা, আবার কি আমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে আস্‌চ ? হা মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

বৃন্দাবন। ক্রুষ্ট! ও বাবা কি বলে রে। (মূর্চ্ছা)

বন্ধু। হায় হায়, আবার কি হ'ল! আবার যে এঁরা মূর্চ্ছা গেলেন। ভাই আশারাম! এঁদের একটা উপায় কর ভাই, আমাকে দেখে ভয়ে ওঁরা আবার মূর্চ্ছা গেলেন।

আশারাম। মা, মা, ভীত হবেন না, ভীত হবেন না, আমরা আপনার সন্তান। এই নিন্‌, সেই পাপিষ্ঠ-দস্যু-অপহৃত আপনাদের টাকাকড়ি অলঙ্কার সকল নিন, আমরাই পাপিষ্ঠগণকে পরাস্ত ক'রে আপনাদের হারান রত্নের পুনরুদ্ধার ক'রেচি। ঐ বৈল মা! আমরা এখন আসি। তোমাদের এক দিন অন্ন গ্রহণ ক'রেচি মা, আমার সাধ্য মত কার্য্য ক'রে চল্‌লেম, কিছু মনে করিস্‌ না। এস ভাই বন্ধু! রাত্রি আর

অধিক নাই, আমরা এই সময় এখান হ'তে যাত্রা করি চল।

বন্ধু। জয় শ্রীহরি, চল ভাই, জয় শ্রীহরি।

আশারাম। জয় শ্রীহরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিমলা। (শশব্যস্তে উঠিয়া) অ্যাঁ, অ্যাঁ, অতিথি কি ব'ল্লেন! একি, এ যে আমাদেরই সব গয়না দেখ্তে পাচ্চি, আর টাকার তোড়া। ওগো ওঠ না গো, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ, সেই সন্ধ্যার অতিথি—যাকে তুমি ডাকাত ব'লেছিলে, সেই মহাপুরুষ তোমার সেই টাকার তোড়া আর আমার সব গয়না রেখে চ'লে গেলেন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কেমন, আমি তখনি ত ব'লেছিলাম যে, ব্রাহ্মণকে তুমি এমন কথা ব'ল না!

বৃন্দাবন। কৃষ্ট! কৃষ্ট! তাই ত, তাই ত, সত্যই মহা আশ্চর্য্য! আহা হা কে সেই অতিথি!

বিমলা। ওগো ওগো, সে অতিথি কখন মানুষ নয়, নিশ্চয়ই দেবতা। চল, দেখি গে চল, সে দেব-পুরুষ কোথায় গেলেন। আয় মা, কোলে আয়! এস গো শীগ্‌গির শীগ্‌গির এস, চল কোথায় তিনি গেলেন, দেখিগে চল।

[বেগে প্রস্থান।

বৃন্দাবন। চল বিমলা, আমার এত দিনের পর চৈতন্য হ'য়েচে! অর্থ কেবল অনর্থের মূল। হায়, এই অর্থ যদি আমার না থাকৃত, তাহ'লে আজ আর আমাকে এ নিগ্রহ ভোগ ক'র্তে হ'ত না। আমি যেমন পূত পূত ক'রে একটী কড়ি কাকেও না দিয়ে যক্ষের ধন আগুলে ব'সেছিলেম, তেমনি শাস্তি আমায় ক্রুষ্ট দিয়েচেন। আর এ ধন অর্থ চাই না, এখনি ধন অর্থ সব বিতরণ ক'রে দাও, এর চেয়ে চির দরিদ্র থাকাও মহাসুখ। এস ভাই, কে কোথায় দরিদ্র আছ এস, আজ বৃন্দাবন দাসের নিকট এই ধন অর্থ গ্রহণ ক'রে তোমার দরিদ্রতা আমাকে দান কর। আমি আজ পরম আহ্লাদে তোমাদের চির দরিদ্রতার সহিত চির আলিঙ্গন দিয়ে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপনে বাঞ্ছা ক'রেচি। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! এতদিনে আমার চৈতন্য দিলে ঠাকুর! সকাল থাকৃতে দিলে ত এ যন্ত্রণা আমায় ভোগ ক'র্তে হ'ত না। ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট! ক্রুষ্ট!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোপাল মন্দির।

[গোপাল-বিগ্রহ]

কৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত

আমি দাঁড়িয়ে আছি দিবানিশি আর গো কোথাও যেতে পারি না।
এ কথায় চ'লে যাই গো যদি, অমনি কাঁদে আমার সাধের বীণা॥
আমি তার যে খেলার ঠাকুর, তার বায়না কত আমার কাছে,
ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে কত অভিমান তার পাছে পাছে,
তুল্‌ছে কোলে ফেল্‌ছে ঠেলে কোনও বাচ বিচার না কিছু বাছে,
মিছে কথায় রাগায় আবার, বলে গোপাল তোকে নিয়ে খেল্‌ব না।
অমনি চুমুটি খেয়ে বলে তখন ক'র্‌লি কি রাগ কালসোনা?

[প্রস্থান।

সোনা ও রূপার প্রবেশ।

সোনা। না ভাই রূপো! বাবা বোধ হয় আর আস্‌বেন না।

রূপা। কেন বাবা আর আসবে না দাদা।

সোনা। বল্ দেখি কতদিন তিনি গেচেন, তবু কেন আস্‌চেন না?

রূপা। চণ্ডুরাজ মশায় ত ব'লেচেন, বাবার গোলামী কাজ গেচে, এবার তিনি বাড়ীতে এসে থাক্‌বেন। আর আমাদের কোন কষ্ট হবে না। তবে কেন বাবা আস্‌বেন না দাদা!

সোনা। কি জানি ভাই, মা ত তাই সে দিন কাঁদ্‌ছিলেন।

রূপা। মা ত কাঁদ্‌ছিলেন বীরভদ্র কাকার ভয়ে। হাঁ দাদা, কাকার ভয়ে মা কেন কাঁদে?

সোনা। হাঁ ভাই, আমি একদিন মাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম যে, হাঁ মা, বীরভদ্র কাকা এলে—বীরভদ্র কাকা কোন কথা ব'ল্‌লে তুমি কেন কাঁদ গা? তাতে মা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শেষে ব'ল্লেন বাবা, ও পাপিষ্ঠকে দেখ্‌লে আমার বড় ভয় পায়। তাই আমি কাঁদি।

রূপা। হাঁ দাদা, বীরভদ্র কাকা বড় চোখ মিটি মিটি ক'রে চায়।

সোনা। তাই ত মা সেদিন ব'ল্‌লেন, তুমি আমাদের বাড়ীতে এস না।

রূপা। তাতে কাকা কি ব'ল্‌লে?

সোনা। ব'ল্‌লে– কি এত বড় কথা, তাহ'লে দেখ্‌বি, তোকে আমি ধ'রে নিয়ে যাব।

রূপা। কি মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে?

সোনা। এই ব'লে মাকে ভয় দেখালে।

রূপা। মা বুঝি সেই জন্য দিন কাঁদেন?

সোনা। তার জন্যও বটে আর বাবার জন্যও বটে।

রূপা । বাবার জন্য আমারও কান্না আসে দাদা । বাবা—কত আমাদিগে ভালবাস্‌তেন । উঃ বাবা গো—

সোনা । তুই যে এখনি কান্না আরম্ভ ক'রে দিলি ?

রূপা । না দাদা, মনটা কেমন ক'র্‌তে লাগ্‌ল ।

সোনা । ভাই রূপো, আজ এক জায়গায় খেল্‌তে যাবি ?

রূপা । কোথায় দাদা ?

সোনা । নদীর ধারে ।

রূপা । না, সেখানে কুমীর আছে ।

সোনা । তবে বিশুই বনে ?

রূপা । ও বাবা, সেখানে যে বাঘ !

সোনা । .সাস্তাদের বাড়ী ?

রূপা । তার বোনটা বড় ঝগড়াটে ।

সোনা । আনন্দদের বাড়ী ত ভাল ?

রূপা । সে আমায় কত থইউথ্‌ড়ো খাওয়ায় !

সোনা । তাদের বাড়ী এখন যাবি ?

রূপা । না ।

সোনা । তবে কখন ?

রূপা । বিকেল বেলা ।

(নেপথ্যে) অহল্যা । বাবা সোনা রূপো !

সোনা । ঐ বুঝি মায়ের রান্না হ'য়ে গেচে রে, গোপালের ভোগ আন্‌বেন, তাই আমাদিগকে গোপালের ঠাঁই ক'র্‌তে ডাক্‌চেন ।

রূপা। তবে আমি গোপালের ঠাঁই করি, তুমি গিয়ে মাকে বল। (ঠাঁই করিতে গমন)।

সোনা। যাই মা, যাচ্চি, রূপো ঠাঁই ক'র্‌চে। তুমি গোপালের ভোগ বাড় মা।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে অহল্যা—জলের ঘটীটা নিয়ে যাও ত বাবা!

রূপা। (ঠাঁই করিয়া) এই ত গোপালের ঠাঁই হ'ল। দাদা বুঝি জলের ঘটী আন্‌তে গেলেন। বীণা মুখপুড়ী আবার কোথায় গেল? সে বুঝি আর জলের ঘটীটা আন্‌তে পারে না! দাদাকে আমার একদণ্ড ছাড়্‌তে ইচ্ছা হয় না। এক-বার না দেখ্‌লে মনে হয় যেন কতক্ষণ দেখিনি। তাইত মা বলেন, ভাই না হ'লে কি আর ভালবাসতে জানে! তাই বটে, ভাই ত আমার সোনাদাদা! দাদা একদিনের জন্যও একটি মুখ করেন না।

ভোগ হস্তে অহল্যা ও জলপাত্র হস্তে সোনার প্রবেশ।

অহল্যা। দেখিস্ বাবা, জল যেন পড়ে না।

সোনা। না মা, পড়্‌বে না।

রূপা। মা, আমার ঠাঁই হ'য়ে গেচে।

অহল্যা। সরে দাঁড়াও বাবা।

রূপা। দাঁড়াই মা।

অহল্যা। জলের ঘটী রাখ না বাবা।

সোনা। (জলের ঘটী রাখিয়া) মা, তুমি এইবার ভোগ রাখ।

অহল্যা। (ভোগ রাখিয়া) এখন এস বাবা, বাবা! ভোগে বসুন
তোমরা ততক্ষণ খেলা করগে। (স্বগতঃ) বাবা! পাপি
বীরভদ্র আমায় শাসিয়ে গেচে। তুমি তার বিচার ক'
বাবা! হাঃ স্বামিন্! কোথায় তুমি? আমাদিগে কোন
অপরাধে ভুলে রৈলে! এস বাবারা।

[প্রস্থান।

সোনা। চ ভাই রূপো, আমরা ততক্ষণ পুকুর ধারের বেগুনগাছ
গুলোর গোড়ায় জল সিঁচে দিইগে।

রূপা। না দাদা, চাঁপানটে শাকগুলো শুকিয়ে যাচ্চে। আগে
তাদের গোড়ায় জল দিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বীণার প্রবেশ।

বীণা। বীলভদ্র কাকা কি দুষ্‌তু! মাকে দিন দিন এসে কাঁদিয়ে
দায়। তাই আমি আমাল গোপালকে ব'লেচি, দেখ্ গোপাল,

তুই বীলভদ্র কাকাকে দুব্ব ক'লে দেতো। এই যে আমাল থুয়ে থুয়ে হাস্‌তে। এই যে মা গোপালের ভোগ বেলে দিয়ে গেতে। হাঁলে গোপাল, তবে তুই দে এখনও থুয়ে আতিস্। উৎনা, খানা, ভোগ খা। এই দেখ্ তবু কতা থুনে না? তুই কেমন লে? কথা তুনিস না কেন! মা বুঝি জানে না তুই এখনও খাতনি? (গোপাল লইয়া) উৎ ভাই, লাগ কলেচিস্? লাগ কেন দাদা! খা, খা! খানা, তুই না খেলে দে আমলা পনাদ পাব না। আমাদেল যে ক্ষিদে পেয়েতে। বল্ দেখি গোপাল, আমলা কতক্ষণ খাই না? কেন গোপাল তুই লাগ কল্‌তিস্! দিনদিন তুই খাস্ আজকে কেন খাবি না? কি দুষতু! খাবি না! দেখ্, না খেলে তোকে মাল দোব। তোল পিত লাল হ'য়ে দাবে। না না ভাই তু খা, তোকে মাল্‌ব না। খা, খা! দেখ্ তুই না খেলে আমি কাঁদ্‌ব! (রোদন) খা—খা—গোপাল, তুই খা। দিন খাস্, আদ কেন তুই খাবি না? খা—খা—

কৃষ্ণের প্রবেশ।

ঐ। গীত

বোনটী আমার সাধের বীণা, আর কাঁদিস্ না আর কাঁদিস্ না।
এই খাই বোন কাঁদিস্ কেন, কাঁদ্‌লে খাওয়া আর হ'বে না।
তোর হাতে খাবো ব'লে, ছিলাম ব'সে রাগের ছলে,
কান্না দেখে গেলাম ভুলে, তুই বোন ত তা দেখিস্ না।

খেলার ছলে পুতুল ক'রে, মারিস্‌ আমায় যখন তখন,
ভাব্‌তাম গো বোনের আমার কোমল হিয়ায় মায়া কেমন,
এখন দেখে দয়া, হ'ল মায়া—এলো প্রাণে প্রাণের মতন,
আর কি বীণা থাক্‌তে পারি হাতে ধরি তুই গো বীণা খাইয়ে দে

বীণা। তুমি আমাদেল এমন ? তবে এতদিন আমাল দেখা কলনি কেন ? তা বেত ত গোপাল, আমি তে খাইয়ে দিত্তি, তুমি খাও। গোপাল তোল্‌ত সব নূতন থুন্‌তি। থোত বোনের হাতে আজ বল ভাই খাবে। বোত, খাও। (কৃষ্ণকে খাওয়ান)

কৃষ্ণ। গীত

সুধা খাই সুধা খাই, জীবনে খাই না বীণা এমন খাওয়া।
তোর কর সুধা না অন্ন সুধা না ভক্তি সুধায় ঢেলে দাওয়া।
দে দে বোন আরও দে আমায়—

বীণা। তুমি আলও খাবে ? আমলা মা ভাই ক'লে চা কি আমলা খাব না ?

কৃষ্ণ। গীত

এমন খাওয়া খাই না বীণা তাইত খেতে প্রাণ চায়,
দে দে বোন আরও দে আমায়,—

(কর প্রসা

বীণা। (হস্ত ধরিয়া) না, না, আল তুমি খেতে পাবে না।

থব খেলে আমলা খাব কি ? আমাদেল চালজনেল কুলোবে কেন ? কৈ, তুমি ত দিন এত ক'লে খাও নি !

গীত

এমন খাওয়া খাই না বীণা, তাইত খেতে প্রাণ চায়।
খাবো কি বোন অন্য দিনে, আমায় এমন ক'রে কে খাওয়ায় ?

। না, তা ব'লে তুমি থব খেতে পাবে না। হুঁ, মা ত তোমায় দিন এমন ক'লে ভোগ দিয়ে দায় ! তুমি খাওনা কেন ?

গীত

বীণা, মায়ের খাওয়া ঢের খেয়েছি বোনের দেওয়া এ নূতন পাওয়া,
তবে বোন আর খাব না খাস্‌রে তোরা—
জানি বোন তুই যে আমার মুখ চাওয়া।

[প্রস্থান।

।। গোপাল তুমি তল্লে না কি ? আবাল কখন আৎবে ? গোপাল বীলভদ্দলকাকাকে দদ্দ ক'ল। এই যে মা আৎতে ? মা, মা, আজ আমাদেল গোপাল তোল সব ভোগ খেয়ে গেল।

অহল্যার প্রবেশ।

ল্যা। তুই কি ব'ল্‌চিস্ মা, গোপাল কি সব ভোগ খেয়ে গেল ? তবে বুঝি তুই সর্ব্বনাশ ক'রেচিস্ ! পাগ্‌লি মেয়ে,

গোপালের ভোগ উচ্ছিষ্ট ক'রেছিস? তাইত, ওমা, ওমা কি হবে? এই যে দুষ্টু মেয়ে এখানে আমার শ্রাদ্ধ ক'রে ব'সে আছে।

বীণা। না মা, আমি তোর থাদ্ধ কলি না মা, তোল গোপাল এসে তোল থাদ্ধ কলে গেছে।

অহল্যা। বলিস্ কি রে সর্ব্বনাশি, বলিস কি, গোপাল কি আমার শ্রাদ্ধ ক'রে গেচে?

বীণা। হাঁ মা, আমি গোপাল ঘলে এতে দেখি যে ভোগ বাল ল'য়েচে, তোল গোপাল কিথুটী খায় না, আমি তখন গোপালকে বল্লুম, দেখ্ গোপাল তুই খাংনি কেন? তবু গোপাল খায় না। তখন আমি তোল গোপালকে খা না ব'লে কাঁদ্তে লাগলাম, তখন তোল গোপাল—বেত মা—তন্দন তন্দন মাখা তোল গোপাল—আমায় বোনটী ব'লে এতে আমাল হাতে খেতে তাইলে, আমি—তোল গোপালকে খাইয়ে দিলুম মা। সে খেতে খেতে তুধা ব'লে থব খেতে তাইলে, আমি আমাদেল কুলোবে না ব'লে থব খেতে দিলাম না, তখন তে তলে গেল, এই গেল মা!

অহল্যা। হায়, হায় পাগ্লী মেয়ে বলে কি? এ কথা কি সত্য? সত্যই কি গোপাল আমার বালিকা বীণার সরল ভক্তিতে বাধ্য হ'য়ে ওর হাতে খেয়ে গেছেন? হা বাবা দীননাথ! আমার কি এমন দিন হ'য়েছে যে, আমার গৃহে তুমি সাকারে এসে উদয় হ'য়েছিল! মা গো, বীণা, কি কথা শুনালি মা,

কি কথা শুনালি? কথা শুনে গা শিউরে উঠল! আনন্দে যে আর আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্চি না! ঐ কি—ওরা সব কে আসে! এ কি এইদিকেই যে আস্‌চে ও মা ও যে সেই দুরাত্মা নরককৃমি বীরভদ্র! সঙ্গে আবার দুজন কে। ওগো, ওরা বুঝি আমায় হরণ ক'র্‌তে আস্‌চে।

দস্যুবেশে বীরভদ্র ও তাহার দুইজন সহচরের প্রবেশ।

রভদ্র। কোঁটী গো বৌ ঠাকরুণ। ধর্‌রে ছড়ারা, শূন্যে আতস-বাজীর সম নিয়ে চল্।

(হঠাৎ তিনজনে অহল্যাকে শূন্যে উত্তোলন)

হল্যা। ওরে দুর্বৃত্ত, পরনারীর প্রতি অত্যাচার করিস্ নে। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

রভদ্র। ও শালি, তু মোকে চিন্ত নহি। মু চণ্ডরাজের পেলা। তোহর মু জাতি ন থাই কিরি কিচ্ছুমতে ন ছাড়ি দিব। চল ছড়ারা। (গমনোদ্যত)

হল্যা। হাঁ বাবা গোপাল, দুর্বৃত্তগণ তোমার সাক্ষাতে আজ তোমার সতী কন্যার অপমান করে বাবা!

া। গোপাল রে—দুষতুলা আমার মাকে ধলে নিয়ে যায়। তুই যে আমাল বল ভাই, তবে আমাল মা ত তোলও মা হয় ভাই! তবে তুই মাল অপমান দেখ্‌তিস কেন দাদা!

দাঁলাত মা, আমাল গোপাল এই দিকে গেতে, আমি ডেকে আনি, গোপাল, গোপাল ।

[বেগে প্রস্থান ।

অহল্যা । হা মধুসূদন !

বীরভদ্র । চল্ শালি ! (গমনোদ্যত)

বেগে সোনা রূপা বেশে সুদর্শন হস্তে শ্রীকৃষ্ণ ও লাঙ্গল স্কন্ধে বলরামের প্রবেশ ।

সোনারূপাবেশী কৃষ্ণ ও বলরাম । ক্ষান্ত হও দুর্বৃত্ত ! আমাদের মাকে নিয়ে যাস্ কোথায় ? জানিস্ না, মায়ের ছেলে সোনা রূপো এখনও তার মাকে আগুলে আছে । দে আমাদের মাকে ছেড়ে দে ।

বীরভদ্র । আ মর ছড়া পোলা মোর পালয়ান হইছু ! দে ত রধা লাঠিটা, ছড়াদের মথা ভাঙি দি ।

অহল্যা । বাবা সোনা, বাবা রূপো, পালা বাবা, এখনি দুর্বৃত্তগণ তোদের প্রাণ বিনাশ ক'রবে, ওরে দুঃখিনীর সন্তান, তোরা আবার কোথা হ'তে এলি ?

সোনারূপাবেশী কৃষ্ণ ও বলরাম । না মা, তোর কোন ভয় নাই । এই দেখ্ দুরাত্মা, এখনও ব'লচি আমাদের মাকে ছাড়্‌বি ত ছাড়, তা না হ'লে কিছুতেই তোদের রক্ষা নাই ।

(বলরামের লাঙ্গল আকর্ষণ)

বীরভদ্র ও সহচরদ্বয়। (অহল্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক) ও বাপ্প রে, ছড়াদের গায়ে কি জোর হইচু রে! ওরে ছড়, ছড়, প্রাড় গড়া, প্রাড় গড়া। ও বাপ্প রে, প্রাড় গড়া, প্রাড় গড়া! ছাড়ি দে বাপ্প!

সোনারূপাবেশী কৃষ্ণ ও বলরাম। বল্ পাপাত্মা, যে আর এ জীবনে কখন এমন কাজ ক'র্‌ব না।

বীরভদ্র ও সহচরদ্বয়। ও বাপ্প রে, প্রাড় গড়া, ন করিব বাপ্প, ন করিব, ছড়ি দে বাপ্প, ছড়ি দে।

সোনারূপাবেশী কৃষ্ণ ও বলরাম। বল নারকি, যে আমাদের মা তোর গর্ভধারিণী মা।

বীরভদ্র ও সহচরদ্বয়। হাঁ বাপ্প, তোহর জননী মোর গড়ভ-ধারিণী।

সোনাবেশী বলরাম। না পাপিষ্ঠ, এখনও তোর শাস্তি হয় নি। এখনও তোর সেই কুটিল জটিল চক্ষের ভাব অনুরূপ। না রূপো, আমি এদিগে ক্ষমা ক'র্‌তে পারি না। তুই মায়ের কাছে থাক্, আমি একবার ওদের সমুচিত শিক্ষা দিই।

(বীরভদ্রকে লাঙ্গলে আকর্ষণ)

বীরভদ্র ও সহচরদ্বয়। উহু, প্রাড় গড়া, প্রাড় গড়া। বাপ্প রে বাপ্প রে—তুহর জননী মোর গড়ভধারিণী। তুহর জননী—মোর গড়ভধারিণী। বাপ্প রে বাপ্প!

[বেগে প্রস্থান।

সোনাবেশী বলরাম। চল্ পাপিষ্ঠ, আমার হাতে তোরা কথ
নিস্তার পাবি না, তাই চল্।

[পশ্চাৎ প্রস্থান

রূপাবেশী কৃষ্ণ। এইবার তুমি ভোগ নিয়ে এস মা !

অহল্যা। ওঃ বাবা, সোনা আবার কোথায় গেল ! ওঃ বাবা গে
আজ আমায় গোপাল কি বিপদ হ'তে রক্ষা ক'র্লেন ! ই
বাবা, তোরা আমার এমন হ'য়েচিস্! বেঁচে থাক বাবা, বেঁ
থাক, গোপাল তোদিগে দীর্ঘজীবি করুন। এ কি বা
রূপো, তুই এ অস্ত্র কোথায় পেলি ?

রূপাবেশী কৃষ্ণ। তোর গোপাল আমায় দিয়েচে মা !

অহল্যা। এ কিরে, এমন অলকা তিলকা দিয়ে তোরে এমন ক'(
সাজালে কে বাবা !

রূপাবেশী কৃষ্ণ। তোর গোপাল আমায় সাজিয়ে দিয়েচে মা !

বেগে বীণার প্রবেশ।

বীণা। মা মা, তোল গোপালকে দেখ্তে পেলাম না মা ! সো
দাদা লুপোদাদা নোক দাক্তে গেল মা।

অহল্যা। কি বলিস্ মা, এই যে তোর সোনাদাদা গেল, অ
এই যে তোর রূপো দাদা। কৈ—কৈ—কোথা রূপো !
হাঃ—এ কি হ'ল, এ কি হ'ল !

[রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

আমার রূপো এই যে ছিল, কোথায় গেল ! অঁ্যা অঁ্যা তবে কি এরা দু-ভাই আমার সোনা রূপো নয়? তবে কি গোপাল আমার ছদ্মবেশে সোনা রূপো সেজে দুঃখিনী কন্যাকে ছলনা ক'রে গেলেন ! হা হা গোপাল! বাবা গোপাল ! দেখা পেয়েও দেখা পেলাম না ! হারানিধি হাতে পেয়েও আজ হারালাম ! হা হা, হা দয়াময় !

গীত।

হা হা দয়াময়—কোন অপরাধে দেখা দিয়েও দেখা দিলে না।
দীন ব'লে কি দীনের বন্ধু কর বঞ্চিত তারে দিতে করুণা।
হরি-সাধনাবিহীন ব'লে, তাই কি এত কঠিন হ'লে,
এ ত তোমার উচিত নয় হে—
তুমি পতিতে কর তারণ, তাই নাম পতিতপাবন,
এ পতিতা কি এত পতিত, তাই তোমার পূত চরণ পেলে না।

আয় মা, আয় মা, চল্ চল্ মা, দেখিগে চল্, বাবা আমার কোন্ পথে গেলেন ! হা গোপাল, বাবা গোপাল !

[বেগে প্রস্থান।

বীণা। মা, থিক যাচ্চিস্, ঐ পথেই তোল গোপাল গেতে মা, ঐ পথেই তোল গোপাল গেতে।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বেগে কম্পিত ভাবে বীরভদ্র ও তৎপশ্চাৎ লাঙ্গল স্কন্ধে সোনাবেশী বলরামের প্রবেশ।

সোনাবেশী বলরাম। কিছুতেই রক্ষা নাই, কিছুতেই রক্ষা নাই, পাপিষ্ঠ, আমি তোর মন বুঝ্‌তে পেরেছি, এখনও তোর মনের ময়লা যায় নাই, এখনও তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।

বীরভদ্র। হঁা বাপ্প হইচু, তোহর জননী, মোর গড়ভধারিণী। তু মোরে পচার, মু কহিচু—তোহর জননী মোর গড়ভধারিণী। তোহর জননী মোর গড়ভধারিণী।

সোনাবেশী বলরাম। পাপাত্মা কামান্ধ! তুই অনেক সতীর সতীত্ব নষ্ট ক'রেচিস্। তাদের অশ্রুতে মা বসুন্ধরা অনেকদিন হ'তে অভিষিক্তা আছেন, তাই তোকে আমি সহজে ছাড়্‌ব না। তোকে দেখে জগতের কামান্ধগণ শিক্ষা করুক যে, দুরাচারগণের শাস্তি এইরূপ। তোকে লাঙ্গলের চক্রে আরও কিছুদিন ঘূর্ণিত হ'তে হবে। আয় পাপাত্মা। (আক্রমণ)

বীরভদ্র। ওরে বাপ্প রে! ওরে সোনা বাপ্প রে! তুই এমন্ত দুষমন রে, ওরে বাপ্প রে ও বাপ্প রে, মোরে মারি পকাইড়ানি—ওরে বাপ্প রে—ওরে বাপ্প রে!

[বেগে প্রস্থান।

সোনাবেণী বলরাম। কিছুতে নিস্তার নাই। সতী-অশ্রুর প্রতিদান চাই, প্রতিদান চাই—প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত চাই—তবে আমার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাণ হবে, নতুবা এই ভাবে তোকে আরও কছুদিন এই যন্ত্রণা পেতে হবে। দেখ জগৎ, এখনও ধর্ম্ম অন্তর্দ্ধান হ'ন্নি, এখনও সতীর পুণ্যে ভক্তাধীন হরি তার জন্ত আত্মহারা হ'য়ে ছুটেচেন।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

আশারাম ও বন্ধুর প্রবেশ।

আশারাম। ভাই বন্ধু! দিনের পর কতদিন চ'লে গেল—তবু ভাই, আশারামের আর সুদিনের দিন এসে উপস্থিত হ'ল না! হা রাজত্ব! আর হা রাজকন্তে।

বন্ধু। ভাই আশারাম! তুমি ঠাকুরকে বিশ্বাস করত?

আশারাম। সেই বিশ্বাসের বলে,

আশারাম এখনও আছে রে ভূতলে,

যদি না থাকিত সে বিশ্বাস,

তা হইলে কোন কালে আশারাম হ'য়ে যেত নাশ!
হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে!

বন্ধু। সে পূর্ণ বিশ্বাস তব যদি থাকে ভাই,
নিশ্চয়ই রাজত্ব ও রাজার কুমারী—
লভিবে অচিরে—সন্দেহ নাহিক ইথে।
ভেবে কিবা ফল, ভাবনায় হয় কার্য্য-নাশ,
মনের চাঞ্চল্য ঘটে, আয়ু হয় ক্ষীণ।

আশারাম। ভাই বন্ধু, এ জীবনে এতই যাতনা—
মরণ-কামনা সদা আসে প্রাণে,
আশার তাড়নে পুনঃ বাঁচিতেও হয় সাধ।
হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে!

বন্ধু। স্থির হও ভাই, শুনে যদি লোকে—
পাগল বলিয়ে উপহাসে তিষ্ঠিতে না দিবে!

আশারাম। এর চেয়ে শতগুণে পাগল মঙ্গল!
হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে!

বন্ধু। ঠাকুরে বিশ্বাস আছে যবে,
তবে কেন ভাব এত তুমি? বলি আমি—
অবশ্যই পাবে রাজত্ব ও রাজার ঝিয়ারি।

আশারাম। অবশ্যই পাব, অবশ্যই পাব—
রাজত্ব ও রাজার ঝিয়ারি?
বল বল বারবার বল—
শুনিতেও মিষ্ট লাগে ভাই,

বল বল অবশ্যই পাব—
রাজত্ব ও রাজার ঝিয়ারি ?

বন্ধু। মনের বাসনা মনে মনে ক্ষয় কর দাদা,
তাতেও হইবে কাজ, বাসনায় বেশী না হবে পুড়িতে।
ঠাকুরের কথা করহ স্মরণ,
বাসনা হইলে ক্ষয় – বাসনায় না পাবে থাকিতে।

আশারাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেইদিন করুন ঠাকুর !
পাইলে সে রাজকন্যা রাজত্ব নিশ্চয়—
বাসনা করিব ক্ষয়—সংশয় নাহিক কভু।
ও ভাই, এ এগাম কোথায় ?

বন্ধু। মনে হয় এ কোন নূতন রাজ্য !
রাজ্যটীর বাহ্যদৃশ্য পরম সুন্দর।

আশারাম। এই রাজ্য মোর হ'য়ে যায় দাদা।
তাহ'লেই বুঝি ঠাকুরের মোর প্রতি পূর্ণ আশীর্ব্বাদ।
যাক্, চল ভাই, দেখা যাক্—এ নূতন রাজ্যখানি।
আচ্ছা বন্ধু ! ক'ও ভাই সত্য কথা,
মম সনে ভ্রমি পাও না ত মনঃ-ক্লেশ ?
আসে না ত পুত্রকন্যাপত্নীচিন্তা বিষম আগুন ?

বন্ধু। সময় সময় আসে ভাই—
মনে পড়ে মাঝে মাঝে তাহাদের চন্দ্রমুখগুলি !
অমনি রে ভুলি পুনঃ যবে পড়ে মনে—
তোমার সে উপকার-কথা।

ভাই ভাই, যেই উপকার মম ক’রেচ সাধন,
মনে হয় এ জীবন তোমার চরণে পুনঃ,
হয় নাই এখনও মোর দাসত্ব মোচন।

আশারাম। ছিঃ ছিঃ পুনঃ সেই কথা,
সেই কথা কও যদি পুনর্ব্বার ভাই,
কাজ নাই তবে মম সঙ্গে থাকি—
যাও চলি ত্বরা জন্মভূমি যাযপুরে।
বন্ধু! বন্ধুর কর্ত্তব্য যাহা করিয়াছি আমি।
গিয়েছিনু যবে ঠাকুর আশ্রমে,
সাধ ছিল মনে তব সনে বন্ধুত্ব করিব,
বন্ধু বলি বন্ধু তোমা দিব আলিঙ্গন।
নারায়ণ! এতদিনে করিলে পূরণ—
সেই আশা, তাহে তুমি করিছ নিরাশ,
শুনিলে সে কথা পাই প্রাণে নিদারুণ ব্যথা।

বন্ধু। ক্ষম ভাই, আর না শুনিবে সেই কথা মম মুখে।

আশারাম। তবে ক্ষম ভাই মোরে,
আর কিছুদিন রহ মম সনে,
তব সঙ্গ সুখ স্বর্গসুখ মানি।

বন্ধু। ভাই আশারাম! প্রচ্ছন্ন অনল তুমি—
নররূপী দেবতা ধরায়, বুঝে কে তোমায়,
কি ভাবে যে তুমি ভ্রম!

আশারাম। এই মজালে মজালে বন্ধু!

খেলে মোর মাথা, চুপ কর,
হও স্থির, রাখ মোর কথা।
আশারাম—আশায় পাগল,
আত্মারামে করে বাঞ্ছা আশা সম্পূরণে,
নাহি মনে একবার পরকাল কথা।
ভাই বন্ধু, কিবা ভাবিয়াছ মোরে!
"হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে!"
এই ক'রে কাটে দিন অনুদিন ভাই।

বন্ধু। শোন বন্ধু! শোন ভাই,
কোথা হ'তে আসে শোন সঙ্গীত-লহরী!
যায় ভরি শ্রবণকুহর, অহো কিবা—
সুমধুর স্বর, যেন ত্রিবেণীর ত্রিস্রোতের কলকলধ্বনি!
অনুমানি যেন রমণীর কণ্ঠের নিস্বন!

আশারাম। তাই ভাই, তাই ভাই,
তাই মন প্রমত্ত বারণ-সম ছুটে!
দাঁড়াও দাঁড়াও দাদা, দাঁড়াও বারেক,
শুনি একবার—আহা কি সুন্দর—
চল দেখি কোথা হ'তে আসে এই সঙ্গীত-লহর।
বা, বা, ভারি মজা, দেখ বন্ধুদাদা,
ভারি মজা, ভারি মজা,
এ রাজ্যের সকলি নূতন।
পরী নাকি—দেখ দেখ—দেখিতে পেতেছ কিনা

দেখ দেখ চর্ম্মচক্ষু কর রে সার্থক!
দেখিতেছ? পরী সব, পরী সব,
এই দিকে আসে, আসে বুঝি আমায় বরিতে,
ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ—ফলে বুঝি এইবার!
নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই ফলিবে।
পরী সব—পরী সব! অদ্ভুত সুন্দর!
রথ ধরি টানে—মাঝে ও কে—
অদ্ভুত-ললনা, স্বর্গের উর্ব্বশী নাকি?
বন্ধু—বন্ধু—যায় ভাই, প্রাণ,
ও বাপ রে—একেবারে মুণ্ডপাত,
এ কি চেহারা রে—ও বাবা পূর্ণশশীকলা,
ওই নারী—ওই নারী বিবাহ করিব—
দাও ভাই, দাও ভাই—
ওই নারী আনি, বন্ধুর কর্ত্তব্য কাজ কর।
চল চল, যাই চল, সুন্দরী রে করিগে জিজ্ঞাসা!

(বেগে গমনোদ্যত)

বন্ধু। (বাধা দিয়া) ছিঃ, ভাই আশারাম!
একেবারে হ'লে যে পাগল—
কামিনীর কমনীয় রূপে!
দেখ কি বিচিত্র লীলা, কি করে রমণীগণ—
পরে যাহা হয় কর' একেবারে হ'য়ো না অধীর,
দেখি চল, একপার্শ্বে থাকি।

॥রাম। অ্যাঁ অ্যাঁ, একি রূপ!

(সতৃষ্ণে দৃষ্টিপাত ও উভয়ে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

রাজকন্যা ও সহচরীগণের প্রবেশ।

চরীগণ। গীত।

চল্ চল্ চল্ চল্ রূপসাগরে প্রেমের কমল।
অথৈ জল ক'র্‌চে টল্ টল্ সাঁতারে সই চল্ ধরিগে চল্॥
পরিমল আপনি ফুটে, অলিদল আপনি ছুটে,
মদনরাজা থম্‌কে দাঁড়ায়, রতির আঁখি ছল্ ছল্॥

॥শারাম। উহু, ভায়া, আর যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি না! ঐ মধ্যের ছুঁড়ীটার সঙ্গে আমার ঘটকালী কর্ দাদা!

॥। বন্ধু! গান শোন, গান শোন।

॥চরীগণ। গীত।

কমলের মৃণাল কোমল, করী তায় লোভে চঞ্চল,
মৃণাল-কাঁটা না হয় মনে, সই এমনি সে পাগল॥

॥শারাম। ও বাবা, তোমাদের প্রেম এতই দুর্লভ! হাতীকেও তোমাদের উপহাস! তবে বাবা, আমাকে একবার দেখ্‌তে হবে। ভায়া, ভায়া, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চ? লেগে পড়, লেগে পড়, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদের এই স্বর বেজেছে! ঐ মধ্যেরটা নিশ্চয়ই রাজকন্যা হবে। ভায়া, ঐ রাজকন্যা, বুঝ্‌লে—তারপর একটা রাজ্যি! বন্ধু! বন্ধু! নিশ্চিন্ত থেকো না ভাই!

সহচরীগণ। সখি! কেমন ফুরফুরে হাওয়া আস্‌চে,আর যাবে কি

রাজকন্যা। আর একটু এগিয়ে চল সই! তারপর বাড়ী ফির্‌ব

আশারাম। আহা, বাঁশি রে! বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌! অ্যাঁ থাম্‌লি কেন? কে বাঁশী থামালে? ভায়া, ভায়া, আমি ত আর স্থির থাক্‌তে পার্‌চি না! রূপসীর গিয়ে পায়ে পড়ি, আর প্রাণের কথা গুলো খুলে বলি, কি বল দাদা!

বন্ধু। স্থির হও বন্ধু,এত অস্থির হ'লে চ'ল্‌বে কেন? ও সুন্দরী রাজকন্যা কিনা জান? রাজকন্যা না হ'লে ত তুমি বিয়ে ক'র্‌বে না।

আশারাম। তা আর দরকার নেই, ওকেই মনে মনে রাজকন্যা ভেবে নোব। তুমি যা বল ভাই, আমি কিন্তু ওকে বিয়ে ক'র্‌ব! উহু, হু, মগজ খারাপ ক'রে দিলে রে!

বন্ধু। শোন বন্ধু, আবার গান গাচ্চে।

সহচরীগণ। গীত

রাঙ্গা রবি আয়রে ছুটে আয়, তোর তরে যে কমলিনী যায়,
যে যায় না হ'লে বঁধু, কে কার মরম বুঝে বল্‌"।

আশারাম। অহো হো, আমি বুঝেচি, আমি বুঝেচি। ভাই, বন্ধু! বুঝিয়ে ব'লে আয় ভাই, যে আমি বুঝেচি, আমি বুঝেচি। ওদের রস আমার হাড়ে হাড়ে সেঁদিয়েচে।

বন্ধু। আঃ, কি কর বন্ধু! ওরা কি বলে শুনি।

আশারাম। শোন ভাই, শোন ভাই! কিন্তু যাই শোন, আমাকে ঐ মধ্যেরটাকে ঘটীয়ে দাও। আ মরি মরি—

কন্যা। সখিগণ! আর না, এখন চল, বাড়ী ফেরা যাক্।

শারাম। ও বাবা, তাহ'লে আমার গতি কি হবে বন্ধু! কিছু-
তেই বাড়ী ফিরে যেতে দিস্ না ভাই!

চরীগণ। হাঁ সখি! তাহ'লে এখন যাওয়া যাক্ চল।

গীত

যদি কেউ রসিক থাক, প্রেমের কমল দেখে রাখ,
মনে কভু রেখ' নাক, উথলিবে তার গরল।

[রাজকন্যা ও সহচরীগণের প্রস্থান।

াশারাম। বন্ধু, বন্ধু, ভাই! আমিও যাব। আমি ওদিগে
ছেড়ে আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পারব না! বন্ধু, ভাই!
তুমি দেশে যাও, আমি এইবার ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ পরীক্ষা
করিগে যাই। (গমনোদ্যত)

বন্ধু। (ধারণ পূর্ব্বক) পাগল হ'লে যে ভাই আশারাম! ও
রাজকন্যা কিনা না জেনে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ পরীক্ষা ক'রবে
কেমন করে ভাই! অধীর হ'য়ো না! ও দুরাশা এখন ত্যাগ
কর। বুঝ্‌চ না, তুমি চির দরিদ্র, ওরা নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্তের
কন্যা, তখন—

আশারাম। কি ব'ল্‌চ বন্ধু! কি ব'ল্‌চ? ঠাকুর কি না বুঝে
শুঝেই আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলেন?

বন্ধু। না, তা কখন নয় বটে, তবে রাজকন্যা কিনা, আগে জানি এস।

আশারাম। বেশ, তবে পল্লীতে চল, অবশ্যই তারা এ কন্যার বিষয় অবগত আছে।

বন্ধু। তাই ভাই, আগে চল!

আশারাম! উহু, পাগল ক'র্‌লে রে, পাগল ক'র্‌লে। হাঁ হে ভাই বন্ধু! ঐ একটী কে স্ত্রীলোক যাচ্চে নয়? ওকেই কেন জিজ্ঞাসা করা যাক্ না।

বন্ধু। বেশ ত, মন্দ কি?

আশারাম। ওগো, হাঁগো, ওগো—ও বাছা!

বিধি নাপতিনীর প্রবেশ।

বিধি। আঃ মর্ মিন্‌সে! মর্ অল্পেয়ে ড্যাক্‌রা, আমি তোর বাছা হ'লাম কিসে রে! আমার আর বয়স হ'য়েচে কত? মর্ পোড়ারমুখো, তোর চোখের ঢেরা উল্‌টে গেচে? ও—মা—গো—

আশারাম। ও বাবা, মাগী কি গুয়ে পেতনী রে! বাছা ব'লেচি ব'লে পঞ্চশতাধিকা ষোড়শী রূপসী আমার, আমার উপরে একবারেই যে চ'টে খুন! যাই হোক্, মাগীকে একটু ঠাণ্ডা না ক'র্‌লে ত আর কাজ পাওয়া যাবে না। (প্রকাশ্যে) বলি না গো, সুন্দরি! চোখের ঢেরা উল্‌টে যাবে কেন? বলি সুন্দরীর শ্রীপাঠ কোথায়?

বধি। (হাসিতে হাসিতে) বলি, কেন হে, থাক্‌বার আজ কোথাও জায়গা পাওনি নাকি ?

রাশারাম। না, সুন্দরি! যা ভাব্‌চ, তা নয়। জায়গার কথা হ'চ্চে না, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।

বধি। কি, কি বল্লি, উনোনমুখো! আমি কি কুটনী র‍্যা, যে আমি তোকে এর ওর কথা ব'ল্‌তে যাব! ওমা, আমি সতী ছিরি নোক, আমাকে মিন্‌সে বলে কিনা, আমাকে ও কার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তার কথা আমায় ব'ল্‌তে হবে! ছোঁড়ার আক্কেলখানা কি মা!

রাশারাম। বলি, সে সব কথা নয় সুন্দরি, সে সব কথা নয়।

বধি। বলি, সে কথা নয় কেমন ক'রে ? তোদের যে ডব্‌কা বয়েস, হাঁ—সে সব কথা।

রাশারাম। না, না, আমি ব'ল্‌ছিলাম কি, এই যে কতকগুলি স্ত্রীলোক পথ দিয়ে রথ টেনে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে গেল, ওরা সব কারা ? আর রথে চাপা মেয়েমানুষটাই বা কে ?

বধি। হুঁ, ছোঁড়া আবার আমার কাছে উড়্‌বেন! তবে যে বল্লি, সে কথা নয় ?

রাশারাম। না, না, আমি তাদের কেবল পরিচয় নিচ্চি, মাইরি ব'ল্‌চি, সে সব কথা নয়।

বধি। সে সব কথা যদি নয় রে ছোঁড়া, তবে তাদের খোঁজ-খপরে তোর দরকার কি ? ছোঁড়া আবার আমার কাছে উড়্‌বেন!

আশারাম। না সুন্দরি! তা নয়, লোক দেখ্‌লে লোক জিজ্ঞাসা করে না?

বিধি। তা করে বটে! তা ওদের পরিচয় দিতে আমার কোন ওজর নেই। পা পিছ্‌লে থাকিস্, তুই আপনি ম'র্‌বি, আমার কি, একদিন কার দেখা শোনা বৈ ত নয়। দেখ্, রথের মধ্যে যে মেয়ে মানুষটা দেখেছিস্ খুব ডব্‌কা ছুঁড়ি— পান পান পারা মুখ, দেখ্‌তে একরকম মন্দ ব'ল্‌তে পারি না, তবে আমার মত নধর গড়ন নয়। ওটা কে শুন্‌বি? ওটা এ দেশের রাজকন্যে। ওটা দেখ্‌তে মানুষের মত বটে, কিন্তু ছোঁড়া, ওটা রাক্ষসী। এই তোরই মত এক কম একশ'টা ডব্‌কা ডব্‌কা রাজপুত্তের কাঁচা মাথাগুলো গিলেছে।

আশারাম। কাঁচা মাথা গিলেচে কি সুন্দরি। অমন সুন্দরী— সে আবার রাক্ষসী কি সুন্দরি! (জনান্তিকে) ভাই বন্ধু! শুন্‌লে, সে ছুঁড়ি রাজকন্যা, এইবার নিশ্চয়ই ঠাকুরের আশী-র্ব্বাদ ফল্‌বে।

বিধি। তবে নাকি তুই পা পিছলিস্‌নি ছোঁড়া! হুঁ, আমার কাছে উনি আবার উড়্‌বেন!

আশারাম। না, সুন্দরি! না, তোমার কথা শুনে আমার বড় আনন্দ হ'চ্চে।

বিধি। তা আনন্দ হবে বৈকি! মনের মানুষ হবে কিনা? তা-হ'লেই ছোঁড়া তুই ম'র্‌বি। আমার কি, আমি কেন ব'ল্‌ব না! রাক্ষসী ব'ল্‌লেম্ কেন, আর এক কম একশ, রাজ-

পুত্তের কাঁচা মাথা খাবার কথা ব'ল্‌লেম্ কেন, শুন্‌বি ? দেখ', রাজকুমারীর বিয়ে হয় না।

আশারাম। অ্যাঁ, বিয়ে হয় নাই! (জনান্তিকে) ভাই বন্ধু! শুন্‌চ, এখনও বিয়ে হয় না! এই দেখ, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ফল্‌ল।

বুধি। ঐ যে ঐ মন্দিরটা—ঐখানে রাজকন্যে পরী নিয়ে থাকেন, গানবাজনা করেন। রাজার ঐ এক কন্যে—আর বংশে কেউ নেই।

আশারাম। (লম্ফদান পূর্ব্বক) বন্ধু! বন্ধু! তবে ঐ ঠিক্—তবে ঐ ঠিক্। রাজার এক মেয়ে—সুতরাং মেয়ের স্বামীই রাজ্য পাবে। ঐ রাজত্ব আর ঐ রাজকন্যে—ভাই, এ আমার অদৃষ্টেই নাচ্‌চে, আর তুমি সন্দেহ ক'র না। বলি সুন্দরি! রাজার মেয়ের বিয়ে হয় না কেন?

বুধি। হবে কেমন ক'রে, রাজকুমারীর এক পণ আছে—

আশারাম। সে কি রকম?

বুধি। সে তিনটে প্রশ্ন করে—যে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বে, তিনি তাকেই বিয়ে ক'র্‌বেন। আর পণের এই সাত্য, যে উত্তর দিতে না পার্‌বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। তাই এই এক কম একশ' রাজপুত্তুর ঐ রাজকন্যাকে বিয়ে ক'র্‌তে এসে—উত্তর না দিতে পেরে মাথা রেখে গেছে, কাজেই রাজকুমারীর আর বিয়ে হয় না।

আশারাম। এখনও কি রাজকন্যের তাই পণ আছে না কি?

বিধি। তা আছে বৈ কি।

আশারাম। তবে ভাই সুন্দরি, তুমি একটা কাজ কর, তুমি রাজকন্যের কাছে গিয়ে বল, আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দোব।

বিধি। কি—কি অনামুখো ছোঁড়া, তবে নাকি তুই পা পিছলোস্ নি? মুখপোড়া, উনপাঁজুরে—আমি কি কুটনী র‍্যা, যে আমি তোর কোটনাম ক'র্‌তে যাব! তুই মুখপোড়া নিজে রাজার কাছে জানা। ওমা, ছোঁড়ার আক্কেল কি মা, পরের ছিরি নোককে পথে পেয়ে বেআবরু করে!

গীত

বাবু গো আমি পরের ছিরি নোক,পথে একলা পেয়ে।
আব্‌রু ভ্রষ্ট ধর্ম্ম নষ্ট করে ঐ দুষ্ট ডেক্‌রা অল্পেয়ে॥
আমি জেতে নাপতিনী, রসবতী রসরঙ্গিনী,
ঠসক আমার কারেও বুঝ্‌তে দিইনি—
গুমরে থাকি আপন মনে, জান্‌তে দিই না কোন ধনে—
জান্‌তে দিলে পাড়ায় ছোঁড়ায় দিত আমার জাত খেয়ে॥

[প্রস্থান।

বন্ধু। ভাই আশারাম, আমি ত ভাই মাগীর রকম সকম দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেচি। এখন সব শুন্‌লে—কি ক'র্‌বে?

আশারাম। ভাই বন্ধু! এখনও জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ, কি ক'র্‌ব?

বন্ধু। ভাই আশারাম, তুমি যে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলে

দেখ্‌চি! শুন্‌লে না, রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর না দিতে পার্‌লে, রাজকন্যে প্রাণদণ্ড করে। নিরনব্বই জন রাজপুত্র এই ভাবে হত হ'য়েচে।

[আশা]রাম। তা হ'ক্ ভাই, ওর জন্যও যদি প্রাণ যায়, তাহ'লে জীবন সার্থক ব'লে মান্‌ব।

[দীনবন্ধু]। বল কি ভাই বন্ধু! তোমার কামিনী-কাঞ্চনে এত আসক্তি?

[আ]শারাম। আসক্তি? একেবারে মর মর জর জর, আমায় ধর ধর। ভাই রে—চল, চল এখনি রাজার কাছে যাই চল। পরে সব কথা হবে, এখন ইতি নামতা সমাপ্ত কর দাদা! আমায় প্রাণে বাঁচাও। চল চল ভাই, এখন আর আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে পার্‌ব না। কি, তুমি থাক, আমি চ'ল্‌লাম, উহু—আমায় পাগল ক'র্‌লে রে—আমায় পাগল ক'র্‌লে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

[দীনব]ন্ধু। তাই ত যে দুর্ঘটনা দেখ্‌চি, তাতে যে বন্ধু আশারামের প্রাণ রক্ষা হবে—তার ত কোন আশা নাই। আশারাম কি জানে যে, রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হবে? হায় হায়, নিশ্চয়ই আশারামের প্রাণ যাবে। হা মধুসূদন! এই ক'র্‌লে! আজ উপকারী বন্ধুর প্রাণ বিয়োগ দর্শন ক'রে বন্ধুকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌তে হবে! যে বন্ধু আমার চির দারিদ্র্য মোচন ক'রে জীবনের চির-স্বাধীনতা দান ক'রেছে,

সে প্রাণাদপি মূল্যবান্ বন্ধুর প্রাণ—অহো স্মরণেও যে হৃদয় কম্পিত হয়! বাবা গোপাল! আবার একি হ'ল! যে বন্ধুর বন্ধুত্বের প্রতিদানের জন্য আপন স্ত্রীপুত্রকন্যাগণের মুখগুলি পর্য্যন্ত বহুকাল দর্শন ক'র্‌তে পারি নাই, আজ সেই বন্ধুর জীবনান্তের দিন উপস্থিত। হায় ঠাকুর! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? হা মধুসূদন, আমার জীবন গ্রহণ ক'রে আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণবন্ধুর জীবন দান কর। যাই এখন দেখি, উন্মত্তবৎ বন্ধু আশারাম আবার কোথায় গেল!

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বিষণ্ণ-চিত্তে সান্দিপণ রাজার প্রবেশ।

সান্দিপণ। (স্বগতঃ) অহো রাক্ষসী কন্যা—
সান্দিপণ-রাজ-কুলে জন্মেছে পিশাচী!
নিরয়গামিনী হ'তে পিতৃ-পিতামহ—
মাতৃ-মাতামহ নাম চিরদিন তরে—
ডুবিল কলঙ্ক-জলে।

চন্দ্রকর জিনি শুভ্র অকলঙ্ক যশঃ—
সূর্য্যকর জিনি দীপ্ত অক্ষত গৌরব,
সকলই গেল হায় কালসর্পী হ'তে ।
মরি কিরে কঠিন হৃদয় মোর,
চক্ষের সম্মুখে—নবনীত সমতুল—
কন্দর্প মূরতি কত শ্রীমান্, ধীমান্,
জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ রাজার নন্দনে—
তনয়া কারণে দিনু ডালি কালের কবলে ।
ওহো, সেই সব ম্লান বিয়োগান্ত ছবি
হ'লে মনে এইক্ষণে হয় কন্যা নাশি—
নয় নিজ প্রাণ হায় দিই বিসর্জ্জন ।
ধিক্ মোরে শত ধিক্ অদৃষ্টে আমার !
অহো কি নিষ্ঠুরা ভীমা চণ্ডালিনী মেয়ে !
ধিক্ মোরে শত ধিক্ অদৃষ্টে আমার !
নির্ব্বংশ হ'য়েছি, এককন্যা অই
সব ধন নীলমণি—তাই আমি হায়—
সহি তার এত অত্যাচার ।
কিন্তু আর পারি না সহিতে—
মানব-সমাজে মুখ ত দেখান ভার!
কহে সবে অগোচরে মোর—
রাজার উদ্দেশ্য এক র'য়েছে ইহায় ।
কহিবে ত, না কহিবে কেন,

একটী দুইটী নয় ঊনশত রাজার নন্দন,
করিবারে নারিল পূরণ তনয়ার পণ,
এও কি সম্ভব কভু? কহিবে ত কথা,
এদিকে আবার বয়স্থা হ'য়েছে কন্যা।
রক্ষণীয়া নয়, ধর্ম্ম নষ্ট হয়,
অহো কি বিষম বিপদে প'ড়েছে আমি!
তাই ত ডাকিলাম মন্ত্রিবরে—
না আসিল এখনও কেন?
কেন বা আসিবে, সবার ঘৃণিত আমি,
ভক্তি-চ'ক্ষে আর কেহ দেখে না আমায়।

মন্ত্রী ও আশারামের প্রবেশ।

মন্ত্রী। কেন বাপু, রাক্ষসীর রূপে হ'য়েছ মোহিত,
রাজকন্যা নয় রাজ-কুলে জন্মেছে রাক্ষসী।

আশারাম। পণে জিনি রাক্ষসীই চাই আমি,
তাহে কেন বাধা দেন মহাশয়!

সান্দিপণ। কি হ'য়েছে মন্ত্রি! কার সহ কহ কথা,
কিবা হেতু এসেছে অতিথি?

আশারাম। মহারাজ! তনয়ার প্রার্থী তব আমি,
দিব আমি তার প্রশ্নের উত্তর।

সান্দিগণ। (স্বগত) অহো পুনঃ সেই ঘোর সর্ব্বনাশ—
সাকারে উদয় হ'ল মানব আকারে।

আবার ছাইবে দেশ কলঙ্কের রাশি,
আবার হইবে সেই ভীম নরবলি—
রাজ্য জুড়ে আবার সে হবে হাহাকার।
হায় হায়, গেল রাজ্য গেল সব গেল কুলমান!
হা রাক্ষসি, হা রাক্ষসি! কি করিলি তুই?
তোর তরে নরহত্যা রাজত্বে আমার!
অহো ধন্য ধন্য রাক্ষসী কুহক!
কি করি এখন!

আশারাম। কি মহারাজ! নিরুত্তর কেন?
দরিদ্র বলিয়া আমি—
বুঝি তাই ঘৃণা? কিম্বা
যদি করি প্রশ্নের উত্তর,
কন্যা দিতে হবে, তাই ভেবে—
সত্যভঙ্গ করিবারে চান?

সান্দিপণ। না বাছা, ভাবনা মম অন্যবিধ,
হেরি মুখ তব স্নেহে ভাসে এ পোড়া নয়ন।

মন্ত্রী। হে যুবক! করি হে বিনয়।
বার বার করি অনুরোধ,
রাক্ষসীর আশা কর পরিহার!
শোন নাকি বাছা, লোকমুখে তুমি,
রাজার নন্দিনী করিয়াছে বহু রাজপুত্র-নাশ।
তোমারই সম এসেছিল তারা,

কেহ জ্যোতিষে প্রধান,
কেহ অগ্রণী বিদ্বান্,
কেহ অতি বুদ্ধিমান্,
কিন্তু হায় পরিণাম সবারই ঘটিল মরণ।

সান্দিপণ। বাছা, শুনেছ ত পণ কন্যার আমার,
প্রশ্নের উত্তর যদি নাহি সত্য হয়,
কঠিনহৃদয়া বালা সেই দণ্ডে—
না শুনিয়া কার' অনুরোধ,
বধ্য-ভূমি পরে ল'য়ে গিয়া তারে—
ঘাতুকের করে করে সমর্পণ!

আশারাম। মহারাজ! নিতান্ত বালক নহি আমি,
সবি জানি—সবি শুনি আসিয়াছি—
তব তনয়ার লোভে।
প্রশ্নের উত্তর—
দিলে পাব রাজত্ব ও তনয়ার
বরমাল্য আমি,
অনুত্তরে যাবে মোর প্রাণ।
মতিমন্! বলুন আপনি—
ইহাপেক্ষা আর কিবা নূতন সংবাদ?

সান্দিপণ। এর চেয়ে সংবাদ নূতন,
আর নাহি কিছু বাছা।
এখনও কহি, মিছা কেন হারাবে জীবন?

গীত

কেন মিছে হারাবে জীবন।

রাক্ষসীর রূপ-ফাঁদে জড়িত হওনা বাছা এখনও কহি রে বারংবার।

কন্যা নয় কালনাগিনী, সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গিনী ;

দংশনে বাঁচে না প্রাণী, হয় তার নিকট মরণ।

ভুলে যাও পিশাচীরে, এখন যাও রে ফিরে,

জীবন থাকিলে পরে, পাবে বহু রমণী-রতন।

আশারাম। মহারাজ! শুনে হাসি পায়,

মহাশয় ক্ষম মোরে —

আমার জীবনে মায়া—আমা চেয়ে—

আর কার' আছে কি অধিক ?

মন্ত্রী। থাক্ মহারাজ! আর কেন মিছা বাক্য-ব্যয়।

হইলে নিয়তি পূর্ণ—

কে কোথায় বারণ শুনেছে ?

সান্দিপণ। তবে নিরুপায় আমি!

ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী হও,

এ নরহত্যায় নহি পাপী আমি দয়াময়!

ব'স বাছা, রহ কিছুকাল,

তনয়ারে আহ্বানিয়া আনি,

কথাবার্ত্তা হ'ক্ উভয়ের!

কে আছ হেথায়—যাও অন্তঃপুরে—

শীঘ্র আন তনয়ারে এ রাজসভায়।

কহ বাছা, কোথায় নিবাস তব
কাহার নন্দন— জাতিতে ব্রাহ্মণ কি না ?

আশারাম। মহারাজ ! নিবাসের মম নাহি নিরূপণ,
দরিদ্র অনাথ হই—জাতিতে ব্রাহ্মণ,
পিতৃ-মাতৃ কথা—
নাহি পড়ে মনে, প্রাপ্ত জ্ঞানে—
যাযপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-আশ্রমে—
অধ্যয়নে ছিনু ব্রতী—
কালবশে গুরু মম হন তীর্থবাসী—
আমি রত দেশ পর্য্যটনে।
এই কি রাজন্—আসিছে আপন বালা ?
(স্বগতঃ) ও বাবা মুণ্ড ঘুরে গেল !

সান্দিপণ। হাঁ বাছা রে ! এই সে দুঃশীলা !

সহচরীসহ রাজকন্যার প্রবেশ।

রাজকন্যা। (রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক) কহ পিতঃ,
তনয়ারে কেন গো আহ্বান ?

সান্দিপণ। রাক্ষসি ! রাক্ষসি !
কেন মোর ঔরসে জন্মালি,
দিলি কুলে কালি—রাজ্যে দিন নরবলি—
ঘটিল তো হ'তে ! পাপে পূর্ণ হ'ল ধরা !
এখনও শোন্, ছেড়ে দে মা পণ,

আর না রোদন শুনিবারে পারি ?

রাজকন্যা। পিতঃ! সত্যভঙ্গ করিব কেমনে ?
সত্যসন্ধ। এই কি আদেশ তব ?

সান্দিপণ। বিষম বিপদ! মন্ত্রি বিষম বিপদ!
কোন দিকে না আছে উপায়,
কন্যায় বা কিবা কহা যায়,
না বুঝে ক'রেছে পণ, কেমনে এখন
পাপে নিমগন হইবারে বলি ?
যা হয় তা হ'ক্—মাগো—
ঐ এক ব্রাহ্মণনন্দন বিবাহের প্রার্থী তোর,
কি বলিবি বল, কি করিবি কর্,
ছাই মুণ্ড আমি ভাবি বসি।

রাজকন্যা। মহাশয়! শুনেছেন মম বিবাহ-প্রণালী ?

আশারাম। শুনিয়াছি বালা,
না শুনিলে হেন ভাবে কেন তব—
পিতার সমীপে রহিব বসিয়া ?
বর কোথা বিবাহ সম্বন্ধে আসে ?
কন্যা কোথা বরকে সম্ভাষে ?
(স্বগত) ও বা বা কোথা আমি!
এ স্বর্গে না মর্ত্ত্যে !

রাজকন্যা। এখনও চিন্তা কর নরোত্তম!
শেষে যেন দোষী নাহি হই।

আশারাম। চিন্তামণি সহায় আমার,
চিন্তা মোরে করিতে হবে না রাজবালা !

রাজকন্যা। তিন প্রশ্ন আমি করিব তোমায়,
হয় একদিনে করিতেও পারি,
নয় দুই দিনে নয় তিন দিনে,
তার স্থির কিছু নাই, ইচ্ছা তাহা মম।

আশারাম। উত্তম (স্বগতঃ) বাবা, তোমার জন্য এখনি ম'র্‌তে পার্‌লে ত বাঁচি! উহু উহু, পাগল ক'র্‌লে রে, পাগল ক'র্‌লে! (প্রকাশ্যে) এখনি কি করিবে জিজ্ঞাসা?

রাজকন্যা। না, কল্য প্রাতে প্রকাশ্য সভায়--
হবে প্রশ্ন, পাই যেন সদুত্তর!
এখনও চিন্তা কর নরোত্তম!

আশারাম। দেখ রাজবালা, এত যদি দয়া,
তাহ'লে ত ঘুচে যায় খেদ,
সত্যভঙ্গ কর, যারে ইচ্ছা হয় করহ বরণ তারে,
কেন এত কাঁদাও পিতারে!

রাজকন্যা। কর ক্রোধ সম্বরণ নরোত্তম!
আমার কর্ত্তব্য যাহা করিলাম আমি,
আপন কর্ত্তব্য যাহা করহ পালন।
আসি পিতঃ! (প্রণাম)

[সহচরীসহ প্রস্থান।

আশারাম। উত্তম, উত্তম,
কল্য প্রাতে বোঝা যাবে সব!
মহারাজ! এবে করি বিদায় প্রার্থনা।

সান্দিপণ। এস বাছা!
কহি পুনঃ স্নেহবশে—
দেখ' চিন্তা করি,
মিছে কেন রাক্ষসীর রূপে অন্ধ হ'য়ে যাও।

আশারাম। অন্ধজন না পায় হেরিতে!
চিন্তার অপেক্ষা কিছু নাই,
ভরসা আমার মাত্র চিন্তামণি ধন।

[প্রস্থান।

সান্দিপণ। হায় মন্ত্রি! কিছুতেই কেহ না শুনিছে কথা,
এমনি হে রাক্ষসীর রূপ!
অনলে পতঙ্গসম সবে ঝাঁপ দেয়,
বিন্দুমাত্র জীবনে মমতা নাহি করে।
অহো কি রাক্ষসী, কি পিশাচী,
জনমিল বংশেতে আমার!

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। কাল-স্বরূপিনী কন্যা—তব রাজ্য,
কালি দিল অকলঙ্ক কুলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

বন্ধু আসীন।

বন্ধু। (স্বগত) দেখ্‌তে দেখ্‌তে কতদিন গত হ'য়ে গেল! বন্ধু আশারামের সহচর হ'য়ে কত দেশ পর্য্যটন ক'র্‌লাম। আ মরি মরি, বন্ধুর সহবাস বড়ই আনন্দের। এ নির্ম্মল আনন্দ বোধ হয়, এ জগতের মধ্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। পত্নী পুত্রের সহবাসও এর নিকট অতি তুচ্ছ। তার সাক্ষী দেখ না, একদিনের জন্যও আর তাদের কথা হৃদয়ে উদয় হয় না। যদিও কখন কখন উদয় হয়, তা সে আর কতক্ষণ? বিদ্যুতের মত চকিতে উদয় হ'ল, আবার তৎক্ষণাৎ মিশিয়ে গেল। তারা যেন আমার এখন কোথাকার কে, পর হ'য়ে প'ড়েচে। কখন কখনও মনে হয়, আমার যেন আর যাযপুরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আজ মনটা বড় চঞ্চল হ'য়েচে। সর্ব্বদাই ত পত্নী-পুত্রদের কথাগুলি স্মৃতিপথে

আস্‌চে। সাধ্বী সরলা অহল্যার বিনয় নম্র প্রেম-ভক্তি-বিজড়িত সাদর-সম্ভাষণ! গৌরবর্ণ কনককান্তিময় বাছা সোনা-রূপার প্রভাতপদ্ম নির্ম্মল নিত্য হাস্যময় মুখগুলি! আর আমার অস্ফুটন্ত মল্লিকা এখনও যার দুধে দাঁত ভাঙ্গেনি—সেই আমার সাধের বীণার আধ কথা গুলি বেশ যেন আজ সুতীক্ষ্ণ সূচীবৎ এসে বিদ্ধ ক'র্‌চে! তাই ত কেন আজ এমন হ'ল! হৃদয় যেন থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌চে! মন যেন সর্ব্বদাই সেই যাযপুরের দিকে ছুটে যাচ্চে। তাই ত এই ত, প্রায় দুই বৎসর গত হ'য়ে গেল, কৈ একদিন ত এমন হয় নি! তাহ'লে কি আজ তাদের কোন বিপদ হ'য়েচে? না, মন অস্থির হ'লে কি দূরদেশবাসী কোন আত্মীয়ের বিপদ হয়? তা নয়, এ সব মনের চাঞ্চল্যেই ঘটে! এই আজ বন্ধু আশারামের উপস্থিত বিপদের জন্য প্রাণে বড়ই আকুলতা এসেচে, সেই চিন্তাই অনেকক্ষণ ক'র্‌ছিলাম, তাই মনের অস্থিরতায় সকলেরই সকল চিন্তা এককালে উদয় হ'য়ে, মনের আরও আকুলতা বাড়িয়েচে! তা যা হোক্ পত্নী-পুত্রের জন্য তত ভাব নাই, এখন শত চিন্তার মধ্যে প্রধান চিন্তা বন্ধু আশারামের প্রাণরক্ষা। বন্ধু আশারামের প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে না পার্‌লে বন্ধুর জীবন কিছুই নয়। নিতান্তই অপদার্থ, নিতান্তই অকর্ম্মণ্য, নিতান্তই অপটু! বিশেষতঃ আশারামেরই যদি প্রাণ যায়, তাহ'লে বন্ধুর আবার প্রাণ কি? বন্ধুর এ স্বাধীন প্রাণ, বন্ধু আশারামের কৃপায় আর অনুগ্রহে। কি ক'র্‌ব, তাই ভাব্‌চি। বন্ধু ত রাজকন্যার

রূপ দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে প'ড়েচে, এখনও ত আস্‌চে না। বোধ হয় নিজেই রাজকন্যার বিবাহপ্রার্থী হ'য়ে রাজার নিকট আবেদন ক'র্‌তে গেছে। কিন্তু হা পাগল! এ কি তোমার দুরাশা নয়? সে রাজকন্যা—তুমি পর্ণকুটীরবাসী চির-দরিদ্র, তোমার এ আশা কেন? বিশেষতঃ রাজার কন্যার কঠিন পণ; প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে প্রাণদণ্ড ক'র্‌বে। এইরূপে সে নিরনব্বইজন রাজপুত্রের প্রাণহত্যা ক'রেচে। এ জেনে শুনেও যে কাল-ফণিনীর মুখে হাত দেয়, তাকে লোকে পাগল ব'ল্‌বে না ত আর ব'ল্‌বে কি? যাই হ'ক্—বন্ধু যদি সত্য সত্যই সেই ফণিনীর মুখে হাত দেয়, তা হ'লে উপায়? হা মধুসূদন! বলে দাও, আমার পাগল বন্ধুর প্রাণরক্ষা ক'র্‌ব কেমন ক'রে? যদি আমার প্রাণ নিয়ে বন্ধুর প্রাণরক্ষা হয়, তারই কোন উপায় বিধান কর। ওকি, কিসের রোদন! কোলাহল করে কারা? বন্ধু আশারামের আবার ত কোন বিপদ হ'ল না? ওকি এদিকে কারা ছুটে আসে?

কম্পিত ভাবে বীরভদ্র, সোনাবেশী বলরাম ও রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বীরভদ্র। তুম্ভমানে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির প্রভু আছন্তি, মোরে পরাণ রখ! মোরে শালা বন্ধুর পেলা মারি পকাইড়নি বাপ্প!

সোনাবেশী বলরাম। পাপিষ্ঠ! জলে স্থলে অনল অনিলে পর্ব্বত-

কন্দরে কোথাও তোর অব্যাহতি নাই। যতদিন না তোর সেই সতী-মনোক্লেশ-রূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'চ্চে, ততদিন তোকে এইভাবে দেশে দেশে ছুটে ছুটে বেড়াতে হবে। ততদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য তুই বিশ্রামের অবসর পাবি না।

(আক্রমণোদ্যত)

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। এই চক্রে তোকে এখনও অনেক দিন ঘূর্ণিত হ'তে হবে। জানিস্ ত পাপিষ্ঠ! রূপোর চক্র! এ চক্রের বেগ কিরূপ ভয়ঙ্কর, তা একদিন দেখেছিস্ ত? দুইদিন অবিশ্রান্তভাবে ঘুরিয়েছিলাম, মনে আছে ত? (চক্র ঘূর্ণন) যাও চক্র! পাপিষ্ঠ বীরভদ্রকে তেম্নি ভাবে পুনর্ব্বার সেই শাস্তি দান করগে।

বীরভদ্র। ও বাপ্পরে! মোরে মারি পকাইড়ানি রে! (কম্পন)

বন্ধু। কে, কে তুমি? তুমি যে আমার প্রভুপুত্র—বীরভদ্র! ভাই! তোমার এ অবস্থা কেন? ভয় নাই, ভয় নাই, নির্ভয়ে থাক। কি হ'য়েচে দেখি। একি! আমি কি দেখ্‌চি! এরা আমার সোনা-রূপা নয়? বাবা সোনা, বাবা রূপো! তোরা? তোরা কোথা হ'তে কেমন ক'রে এমনভাবে এখানে এলি বাবা! একি, একি, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?

সোনাবেশী বলরাম ও রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। বাবা, বাবা, তুমি গা? ও বাবা, ও বাবা, তুমি এখানে কোথা হ'তে এলে গা? ও বাবা, ও বাবা, তুমি কি কঠিন গো!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ বাবা! তুমি এই দু'বছর কেমন ক'রে

আমাদিগে, মাকে, বীণাকে ভুলে র'য়েচ বাবা! মা যে দু'বেলা তোমার জন্য কাঁদ্‌চে, বীণা যে "বাবা বাবা" ব'লে কান্নায় পাড়ার লোক জড় ক'রে দিচ্চে! ও বাবা, তুমি কি পাষাণ, বাবা তুমি কি পাষাণ!

গীত

বাবা তুমি কি কঠিন পাষাণ গো, নাইক তোমার দয়ার লেশ।
থাক্‌ত যদি দয়া, ভুল্‌তে কি গো মায়া, ছাড়্‌তে কি গো সোনার দেশ।
ভুল্‌তে কি গো তুমি সাধের বীণায়, ভুল্‌তে কি গো তুমি হতভাগিনী মায়,
ভুল্‌তে কি গো তুমি আমাদের হায়, (আমাদের)
দেখ্‌তে কি গো এমন বেশ।
থাকিতে গো তুমি পাই না দেখিতে, কত যে যাতনা হয় গো সহিতে,
না পারি গো পিতা তোমায় কহিতে, হয় ভাবিতে ভাবিতে জীবন শেষ।

সোনাবেণী বলরাম। হাঁ বাবা, তুমি কি কঠিন গা, এমন ক'রেও মানুষে ভুলে থাকৃতে পারে?

বন্ধু। বাবা রে, বাবা রে! (সোনা ও রূপাকে দুই কক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক) তোরা আমার ভাল আছিস্? আমার বীণা ভাল আছে ত! আর চির-দীনদুঃখিনী দুর্ভাগিনী তোদের গর্ভধারিণী ভাল আছে ত? তাদের ত কোন কষ্ট নাই? বাবা, বাবা, সত্যই আমি পাষাণ! কঠিন পাষাণ! নির্দ্দয় পাষাণ! পাষাণ না হ'লে কি চাঁদেরা রে! তোদিগে আমি ভুলে থাকৃতে পারি! কিন্তু কি ক'র্‌ব বাবা, বাবা গোপাল যে আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ন্তা,

তিনি যে বাবা আমাকে কর্ম্ম-চক্রে এখনও ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন।

রূপাবেণী শ্রীকৃষ্ণ। কেন বাবা! গোপালের তুমি নিন্দা ক'র্চ? গোপাল ত আমাদের ভালই ক'রেছেন? তিনিই ত তোমার তেমন দাসত্ব-শিকল ছিঁড়ে বার ক'রে এনেছেন, তখন তাঁর দোষ কি বাবা! তুমিই কেবল আমাদিগকে ভুলে র'য়েচ!

সোনাবেণী বলরাম। হাঁ বাবা! আমরা তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেচি গা? তাই মাকে বীণাকে আমাদিগে এমন ক'রে চোখের জলে ভাসাচ্চ? একেবারে আমাদিগে ভুলে গেছ?

বন্ধু। ভুলি নাই বাপেরা, ভুলি নাই। তোরা যে আমার হৃদয়ের অস্থি চাঁদ! তোরাই যে বন্ধুর জীবনের অবলম্বন, সংসারের আলো। বাবা! তোদিগে ভুল্‌লে আর আমার সংসারে কে আছে যে, তাদের ল'য়ে সংসারে থাক্‌ব?

রূপাবেণী শ্রীকৃষ্ণ। তবে তুমি কেন বাড়ীতে যাও না বাবা!

সোনাবেণী বলরাম। তবে তুমি কেন আমাদিগে দেখ না গা?

বন্ধু। বাবা রে, গোপাল আমার এক দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে নিয়ে, আর এক বন্ধুত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছেন।

রূপাবেণী শ্রীকৃষ্ণ। বাবা! তোমার আবার বন্ধু কে গা?

বন্ধু। তোর আশাকাকা আমার প্রকৃত বন্ধু বাবা!

সোনাবেণী বলরাম। সে ত কাকা, কাকা ত আপনার লোক, তার কাছে আবার কি শিকল পরেচ বাবা!

বন্ধু। বাবা রে। বাবা গোপাল আমার তোর আশাকাকাকেই উপলক্ষ ক'রে, আমার সেই চির-দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে দিয়েছেন। সেই উপলক্ষেই তোর কাকা আমাকে বন্ধু ক'রে, আর তার কাছ ছাড়া হ'তে দেয় না।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। বাবা! কাকা কি কঠিন গা! কাকা আমাদিগেও কষ্ট দিচ্চেন! যাক্, এখন তুমি চল, আমরা ত দেখ্‌লেম্, একবার মাকে আর বীণাকে দেখা দিবে চল, একবার তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিবে চল, একবার তাদিগে সান্ত্বনা দিবে চল। উঃ, বাবা গো! মায়ের আর বীণার অবস্থা দেখ্‌লে চোখের জল আর চোখে থাকে না। গাছের পাখী গুলো মায়ের কান্না দেখে আর গাছে এসে বসে না বাবা! মায়ের কান্নায় বীণা আরও কেঁদে উঠে। সে আপন মনে গোপালের ঘরে গিয়ে কেবল বলে—"গোপাল, আমার বাবাকে এনে দে।" তখন যেন দেখি বাবা, আমাদের গোপালও বীণার কষ্টে কাঁদ্‌চেন।

বন্ধু। সব বুঝ্‌চি, সব জান্‌চি, কিন্তু বাবা, আমি যে তোমার কাকার জন্য এখন দিন কতক যেতে পার্‌চি না।

বীরভদ্র। (স্বগত) ছড়ারা ত কথা কহিছু, মু এ সময় ধাঁকুড় ধাঁকুড় পলাইড়ানি।

[বেগে প্রস্থান।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, দাদা! পাপিষ্ঠ ঐ পালাল! ঐ পালাল।

সোনাবেশী বলরাম। রূপো! তবে তুই ভাই বাবার সঙ্গে কথা ক, আমি চ'ল্লেম্। বাবা আসি, পাপিষ্ঠ বীরভদ্র ঐ পালাল।

[বেগে প্রস্থান।

[ব]ন্ধু। একি! একি! বাবা রূপো! কি ব্যাপার বল্ দেখি? বীরভদ্র তোদিগে এত ভয় ক'র্‌চে কেন? আর তোরাই বা ওর সঙ্গে এরূপ ক'র্‌চিস্ কেন?

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। তবে শোন বাবা! বীরভদ্রের মত পাপিষ্ঠ দুষ্ট এ সংসার-মধ্যে আর কেউ নাই। দুরাত্মা একদিন আমাদের মাকে আমাদের বাড়ী হ'তে ধ'রে আন্‌তে গে্‌ছল। মা "গোপাল গোপাল" ক'রে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, তখন ঠাকুরদাদা এসে আমার হাতে এই চাকাখানা আর দাদার হাতে একটা লাঙ্গল দিয়ে ব'ল্লেন, ভাই সোনারূপো, এইগুলো নিয়ে পাপাত্মাকে গিয়ে মার্ ত। তখন পাপিষ্ঠ বীরভদ্রের উপর আমাদের বড় রাগ হ'য়েছিল। আমি ঠাকুরদাদার কথায় এই চাকাখানা নিয়ে আর দাদা ঐ লাঙ্গলটা নিয়ে পাপিষ্ঠ বীরভদ্রকে মার্‌তে লাগ্‌লাম, কি জানি বাবা, এই চাকা আর লাঙ্গলটার কি গুণ তা ব'ল্‌তে পারি না, পাপিষ্ঠ এর মার না খেয়ে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ছুটে পালিয়ে এলো। আমাদের ওর উপরে বড় রাগ, তাই ওকে মার্‌বার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌চি। ও পাপিষ্ঠও আমাদের ভয়ে এই দু'বৎসর হেথা সেথা ঘুর্‌চে। আজ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তোমার কাছে এসে প'ড়েচে।

বন্ধু। ধন্য ঠাকুর! তুমিই ধন্য! হাঁ বাবা, তাতে তোমার গর্ভ-ধারিণী কোন কষ্ট পায়নি ত? বাবা গোপাল! তুমিই তার রক্ষাকর্ত্তা। তোমার অভয় চরণে অভাগিনীকে সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত র'য়েচি। রাখে হরি মারে কে আর মারে হরি রাখে কে। প্রভু, যা তোমার ইচ্ছা হয়, তাই তুমি কর। কিন্তু বাবা, আমি বন্ধু আশারামেকে তার এই উপস্থিত বিপদের সময় ত্যাগ ক'রে আর কোথাও যেতে পারি না।

(নেপথ্যে সোনাবেশী বলরাম।) ওরে রূপো, ওরে রূপো' শীগ্‌গীর আয়।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। বাবা, ঐ দাদা ডাকৃচে, আসি বাবা, আর আমি থাকৃতে পার্‌চি না, তুমি শীগ্‌গীর যেও। যাই দাদা, যাই।

[বেগে প্রস্থান।

বন্ধু। তাই ত—রূপো আমার চকিতে যেন কোথায় মিশিয়ে গেল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাছা আমার যেন কোথায় উধাও হ'য়ে চ'লে গেল! ইচ্ছা হয়—আমিও যেন ওর সঙ্গে সঙ্গে যায-পুরের দিকে চ'লে যাই। উঃ কি সংসার-মায়া! এতদিন বাছাদিগে দেখি নাই, যেন মনের আগুন মনেই কোথায় লুকিয়ে ছিল, আজ আবার ওদিকে দেখে—মনের সব আগুন যেন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল! অভাগিনী অহল্যার ম্লান মুখখানি মনে প'ড়ে গেল! আহা হা, তা'রা আমার

অদর্শনে না জানি কত যাতনা ভোগ ক'র্‌চে। বীণা মা আমার, আমার জন্য কত "বাবা বাবা" ব'লে কাঁদ্‌চে। কিন্তু কি ক'র্‌ব, এদিকে বন্ধু আশারামের ঘোর বিপদ! হায়, সে বিপদে আমি তার কেমন ক'রে বিপদের সহচর হ'ব? আমার দ্বারা বন্ধুর কি কোন উপকার হবে? আর যদি না হয়—তাহ'লে আহা—বন্ধুর মৃত্যু দর্শন ক'র্‌ব কেমন ক'রে? হা মধুসূদন! তার পূর্ব্বে আমার মৃত্যুর কোন ব্যবস্থা ক'র্‌লে না কেন?

গীত

আমার এই কর মধুসূদন।
যেন বন্ধুর জীবন না হ'তে অন্ত হয় হরি বন্ধুর মরণ॥
জান ত হে বন্ধুর রীতি, অর্জ্জুনের হ'লে সারথি.
ভীষ্মের রণে হে সুমতি, ক'র্‌লে ভঙ্গ আপন পণ।
ত্রেতায় রাম অবতারে, গুহকেরে মিতা ক'রে,
তারিলে ভব-দুস্তারে, দিয়ে দুটী রাজীব-চরণ॥

যাই হ'ক্, বন্ধু আশারাম ত এখনও আস্‌চে না, আমি ততক্ষণ এক কাজ করি—পথে সেই বিধি নাপতিনী ব'লে দিলে নয়, রাজকুমারী রাজবাড়ীর অনতিদূরে এক মন্দিরে সহচরী নিয়ে বাস করেন। তাই ত, এও ত এক বিচিত্র ব্যাপার। বয়স্থা কন্যা—রাজাই বা এ প্রকার কন্যাকে অন্তঃপুরে না রেখে বাহিরের এক মন্দিরে রেখেছেন কেন? যদি বল, রাজার ঐ একমাত্র কন্যা, তার স্নেহে কন্যার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে তিনি-

বিশেষ কোন বাধা দেন না, তাহ'লে বল, নিশ্চয়ই রাজকুমারীর মনের ভাব অন্যরূপ। অবশ্যই—অবশ্যই এর মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাকে সেই গূঢ় রহস্য বাহির ক'রতে হবে, তাহ'লে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা হ'তে পারে, নতুবা আর কিছুতেই না। বন্ধু আশারাম যে রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপন জীবন রক্ষা আর রাজকন্যার পাণিগ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বে, সে বিষয়ে তার সম্পূর্ণ দুরাশা। সুতরাং আমাকে তার জন্য অন্য মিথ্যা চিন্তা ভাবনা না ক'রে যাতে রাজা বা রাজকুমারীর গূঢ় রহস্য বাহির ক'র্‌তে পারি, প্রথমতঃ তারই বিশেষ চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। দেখি জগদীশ, তোমার ইচ্ছা! দেখি ঠাকুর! তোমার আশীর্ব্বাদ। যদি তুমি সত্য হও, তাহ'লে কখনই আমার জীবন-বন্ধু আশারামের জীবন নষ্ট হবে না। তাই ত, আমার যেন দেহে নববল এসে—আমাকে সতেজ ক'রে তুল্‌চে! যাব—এখনই যাব, দেখি—আগে রাজকুমারীর মন্দিরে গিয়ে দেখি, রাজকুমারী কি অবস্থায় কাল যাপন ক'র্‌চেন। ঠাকুর, তোমারই পাদপদ্ম ভরসা। (গমনোদ্যত) তাইত—আবার যে এই সময় বন্ধু আশারাম এসে প'ড়্‌ল। যাক্, আরও একটু নিশীথকাল হ'ক্, বন্ধু আশারাম নিদ্রা গেলেই আমিও আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণ ক'র্‌ব। এই যে বন্ধু আশারাম! ভাই, ভাই, এতক্ষণ কি ক'র্‌ছিলে, কথা কি তা বল?

আশারামের প্রবেশ।

আশারাম! কথা—তুমিও যা শুনেচ, আমিও তা শুনে এলাম। সত্য।

বন্ধু। তবে বন্ধু, তুমি ভাই, এ দুরাশা ক'র্‌চ কেন?

আশারাম। কেন, দুরাশা ক'র্‌ব কেন? কেন তোমার কি ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মনে নাই? যদি ঠাকুর সত্য হয়, তাহ'লে রাজকন্যার সহিত যে আমার বিবাহ হবে, তা নিশ্চয়।

বন্ধু। তা এই রাজকন্যার সহিত যে বিবাহ হবে, তার এখন নিশ্চয়তা কি ভাই!

আশারাম। ভাই বন্ধু! ভাই বন্ধু! এ রাজকুমারীর সঙ্গে যে আমার বিবাহ হবে, এ কথাও নিশ্চয়। কেননা ঠাকুর ব'লেছিলেন, রাজত্ব আর রাজকন্যে—দুই পাবে। তা ভাই, তা এ রাজার ঐ এক মেয়ে—সুতরাং বুঝ্‌লে ত?

বন্ধু। বুঝেও যে বুঝ্‌তে পারি না ভাই আশারাম! সব যেন আমার আকাশকুসুমের ন্যায় দুরাশা ব'লে বোধ হ'চ্চে।

আশারাম। আরে ঠাকুরের কথায় তুমি বিশ্বাস কর না?

বন্ধু। তা ক'র্‌ব না কেন?

আশারাম। বস্, তাহ'লেই বস্। তাহ'লে এখন এস, দুজনে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাই গে।

বন্ধু। তা বন্ধু! বলি—তুমি কি এ দুরাশাটা একেবারে ছাড়্‌তে পার্‌বে না?

আশারাম। হুঁ, খুব পারি। একটা কলসী আর একটা দড়ি হ'লেই।

বন্ধু। যাক্, তবে আর ব'ল্‌ব না।

আশারাম। ওহে, তুমি আর কি ব'ল্‌বে, আমি এই রাজসভায় রাজার কাছে গেচ্‌লাম, সেখান হ'তেই আস্‌চি। আরে ভাই! শালীর চেহারা কি হে? আমরা ত তখন দূর থেকে দেখেছিলাম। কাছে গিয়ে ভাই দেখি—থাপ্‌রা রে দাদা—আগুন-থাপ্‌রা! একেবারে কুরুক্ষেত্রি যুদ্ধ! মার মার যেন প'ড়েই র'য়েচে। অবিরাম যুদ্ধ দাদা—অবিরাম যুদ্ধ—কাজেই অনেক ধৈর্য্য ধ'রে—মোট নিরনব্বইটা রাজপুত্র সেই যুদ্ধে হত হ'য়েচেন! আর আমি রাজপুত্র নাহই, দ্রোণাচার্য্য বটি, অভিমন্যুবধের ব্যূহ রচনা ক'র্‌তে আমিই শেষ বাকী র'য়েচি। তাহ'লেই তার একশ'র ঘর পূরণ হয় দাদা।

বন্ধু। তারপর—

আশারাম। তারপর আর কি, কাল সকালেই অভিমন্যুবধ হবে। সেই কথাবার্ত্তা ক'য়েই ঠিক ক'রে এলাম।

বন্ধু। (স্বগত) সর্ব্বনাশ, তাহ'লে এখনই যাতে রাজকুমারীর গূঢ় রহস্য বার ক'র্‌তে পারি, তারই উপায় ক'র্‌তে হয়। হা বন্ধু, তুমি এক আনন্দেই ভাস্‌চ, সে আনন্দে আপনার অমূল্য জীবনের প্রতিও তুমি একবার মমতা ক'র্‌চ না, কিন্তু আমরা দর্শক, আমরা তোমার আসন্ন বিপদে একেবারে অধীর হ'য়ে উঠেচি। যাক্, এখন আশারাম যাতে শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়ে তারই বিধান

ক'রে—আমি আমার কর্ত্তব্য-কার্য্য সাধনে অগ্রসর হই গে। (প্রকাশ্যে) ভাই বন্ধু! তাহ'লে এখন আর অপেক্ষা কি, রাত্রিও অধিক হ'য়েচে। একটু নিদ্রা গেলে ভাল হয় না?

আশারাম। তা আর ব'ল্তে। একটু আধটু জিরিয়ে জুরিয়ে না হ'লে পালা সাঙ্গ ক'র্তে পার্ব কেন? চল দাদা, আজ এক সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে প'ড়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরীগুলোর স্বপ্ন দেখি গে চল। যদি ঠাকুর সত্য হয়, তাহ'লে বন্ধু, ঠাকুরের বাক্য মিথ্যা হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহাপ্রভুর মন্দিরপার্শ্ব।

অনন্তমিশ্র ও কলাবতীর প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। মহাপ্রভু—জয় মহাপ্রভু! জয় মহাপ্রভু—নীলাচলনাথ—জগন্নাথ! বাক্য সত্য হ'ক্ বাক্য সত্য হ'ক্, বাক্য সত্য হ'ক্! হে অনাদিনাথ নিত্যব্রহ্ম! তুমি সত্য, তুমি নিত্য, আর

তোমার ভক্ত নিত্য সত্য। তাই আজ তোমার ভক্তবাক্য সত্য হ'ক্! জয় মহাপ্রভু! জয় মহাপ্রভু! জয় মহাপ্রভু!

কলাবতী। কেন প্রভু! আজ এত অস্থির হ'চ্চেন?

অনন্তমিশ্র। সাধ্বি! যোগ জপ সাধনা তপস্যা—কিছুই নয়, যদি সাধুর বাক্য মিথ্যা হয়। সাধু-বাক্য সত্য হ'ক্, সাধু-বাক্য সত্য হ'ক, সাধু-বাক্য সত্য হ'ক্!

কলাবতী। স্বামিন্! বাক্যার্থ ত কিছুই বুঝ্তে পারলেম না?

অনন্তমিশ্র। সতি! আমার কামী শিষ্য আশারামের কথা স্মরণ আছে ত? সেই আশাময় আশারাম, তারই কথা হ'চ্চে দেবি!

কলাবতী। নিদ্রার সময় সহসা তার কথা প্রভুর স্মরণ হ'ল কেন?

অনন্তমিশ্র। আশারামের আমার বাক্যে অটল বিশ্বাস, আশারাম আমায় মনে মনে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ভেবে আমার বাক্যে আশার মহাসমুদ্রমধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে! আশারামের সে বিশ্বাসে কি হয়, তাই ভেবে মহাপ্রভুকে স্মরণ ক'র্‌ছিলাম প্রিয়ে। প্রভু! প্রভু! বাক্য সত্য হ'ক্, বাক্য সত্য হ'ক্! বাক্য সত্য হ'ক!

কলাবতী। আশারাম আপনার কোন বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ক'রে আছে নাথ!

অনন্তমিশ্র। স্মরণ নাই সাধ্বি! আশারামের আশা—একটী রাজত্ব আর একটী রাজকন্যা। সে আমার নিকট তাই প্রার্থনা ক'র্‌তে, আমি ব'লেছিলাম তাই হবে। আশারাম

তাই আজ একটী রাজকন্যা দর্শন ক'রে তার লাভের জন্য জীবন দিতে ব'সেচে। রাজকন্যার পণ—তার তিনটী প্রশ্নের যে উত্তর প্রদানে সক্ষম হ'বে, সে তাকে বরমাল্য প্রদান ক'র্‌বে। নতুবা তার প্রাণদণ্ড ক'র্‌বে। আশারামের আমার বাক্যে অগাধ বিশ্বাস,তাই সে আমার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ক'রে—রাজকন্যাকে ব'লেচে, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দান ক'র্‌ব। কিন্তু আশারাম সে প্রশ্নোত্তর কিছুই জানে নাই, তার কোন বিদ্যাবুদ্ধি নাই, তাই ভাব্‌চি,বুঝি বা আমার বাক্যে আশারামের আজ সমস্ত আশার সঙ্গে তার প্রাণবায়ু বিনিঃসৃত হয়! জয় মহাপ্রভু! জয় মহাপ্রভু! জয় মহাপ্রভু! বাক্য সত্য হ'ক্‌, বাক্য সত্য হ'ক্‌, বাক্য সত্য হ'ক্‌। নতুবা সব যায়, সাধনা তপস্যা যোগ জপ সব মিথ্যা হয়, সব মিথ্যা হয়। ভক্তের বাক্য মিথ্যা হ'লে ভক্তাধীন হরি, তোমার নামে কলঙ্ক প'ড়বে! আর তোমার কলঙ্কের কথা ভক্তকে শুন্‌তে হ'লে—জগন্নাথ—জগন্নাথ—ওঃ আর ভাব্‌তে পারি না। বাক্য সত্য হ'ক্‌! বাক্য সত্য হ'ক্‌, বাক্য সত্য হ'ক্‌!

কলাবতী। একেবারে নিতান্ত অধীর হ'লেন যে প্রভু!

অনন্তমিশ্র। সাধ্বি! আমার যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তা তুমি এখনও ধারণায় আন্‌তে পার নাই। জান নাই সতি—মিথ্যা বাক্যের প্রায়শ্চিত্ত কি ভয়ঙ্কর! প্রভু! প্রভু! তোমার ধ্যান ক'রে এ জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই, রক্ষা কর! রক্ষা কর! বাক্য সত্য হ'ক, বাক্য সত্য হ'ক। ওঃ, আর

ত সময় নাই। নারায়ণ, তোমার যে সাধনা কর্‌ব, তারও আর সময় নাই, রাত্রি প্রভাতেই সেই বিষম দুর্দ্দৈব সংঘটিত হবে। ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্চি—আশারাম আমার বাক্যে অচল বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে অগাধ নিদ্রার জলে নিমজ্জিত হ'য়েচে! প্রভু, প্রভু, কি হবে? কেমন ক'রে বাক্য সত্য হবে? কি রূপে আশারামের আশার ক্ষয় হবে। যাও সাধ্বি, স্থানান্তরে যাও, আর সময় নাই, আর সময় নাই! প্রভুকে একবার আমি ডাকবার মত ডাকি। একবার পূজার মত পূজা করি।

গীত

একবার ডাকবার মত ডাক্‌ব তাঁরে, পূজার মত কর্‌ব পূজা
দেখ্‌ব কেমন বিপদহারী।
আমার বিপদ অতুল, নাই তার কূল,
দেখি পাই কি না পাই চরণ-তরী॥
আমার নাই শুদ্ধাচার, মন্ত্রের বিচার, নাই উপচার আয়োজন,
আমার নাই বাদ্য ঘটা, বিভবের ছটা, নাই ফুল-ফল-ধন-জন,
মানস পূজায় তাই, নির্জ্জনে পূজিতে চাই,
আমার মনোহর মুকুন্দ মুরারি॥
আমি অতি নিঃসম্বল, কিছু নাই সম্বল, মাত্র অশ্রুজল হয় সার,
আমি এসেছি জগতে, শুধুই কাঁদিতে, কিছু দেখি নাই সান্ত্বনার,
তাই আজ কেঁদে, তাঁর সে শ্রীপদে, জানাবে বেদনা এ দীন ভিখারী॥

কলাবতী। যাই প্রভু! প্রভু রক্ষা করুন। প্রভু ভিন্ন প্রভুর আর কি আছে? প্রভুর বাক্য মিথ্যা হ'লে রাত্রি দিবা যে আর হবে না। প্রভু! তুমি রক্ষা কর, প্রভু! তুমি রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

অনন্তমিশ্র। জগন্নাথ! বিপদ হ'তে ত্রাণ কর। জান ত দেব! কি বিষম ভাবনা! তোমার মহিমা-প্রচার জন্যই ভক্তের এই বিপদ! বিপদহারি। ভক্তের সেই বিপদ দূর কর। তুমি ভিন্ন বিপদহর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা ভক্তের আর কে আছে জগন্নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

বীরভদ্র ও পশ্চাতে সোনাবেশী বলরাম ও রূপা-বেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বীরভদ্র। ঠাকুড়! ঠাকুড়! মু তুম্ভমানে চিনিকু পারুছন্তি! মু চণ্ডরাজের পেলা! তু মোরে ন চিন্নুচি কাঁই? চড়নে রথ প্রভু! তুহর সোনা-রূপা প্রভু, মোর প্রাড় মারি পকাইড়ানি।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। দেখ ঠাকুরদাদা, তুমি ও পাপিষ্ঠ বীরভদ্রকে আশ্রয় দিও না ব'ল্‌চি। ও দুর্ব্বৃত্তকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা ক'র্‌ব না।

সোনাবেশী বলরাম। না ঠাকুরদাদা, তুমি ত জান্‌তে, ও পাপাত্মা কিরূপ ভয়ঙ্কর লোক! পরের মেয়ে মানুষ ও আর ঘরে রাখ্‌তে দেয় না।

বীরভদ্র। ক, ত, ঠাকুড়। মু কি তেমতি টী?

অনন্তমিশ্র। (স্বগত) এ কি—সাধনার সময় বিঘ্ন! প্রভু! ডাক্‌তেও একবার দিলে না? না—এ কি? একি আমার—আমার ভাই বন্ধুপুত্র আমার সোনা রূপো নয়? না,তারা কেন হবে? (হাসিয়া) ওঃ বুঝেচি। প্রভু! আমার সঙ্গেও ছলনা? কমল-আঁখি! আমাকেও তুমি ফাঁকি দিতে চাও? নারায়ণ! দরিদ্র অনন্তমিশ্রকে তুমি এতই অভাগ্য স্থির ক'রে রেখেচ? আচ্ছা চতুর! আজ তোমার চাতুরী ধরা পড়েচে। ঠাকুর! যদি তোমার চাতুরী বিন্দুমাত্র নাই বুঝ্‌তে পার্‌ব, তাহ'লে আর এতদিন অনন্তমিশ্রের অনশন সাধনার ফল কি হ'ল? থাক চতুর! একটুকু থাক, আজ বুঝি আবার নাতি ঠাকুরদাদা সম্বন্ধ ক'র্‌বার ইচ্ছা হ'য়েচে। আচ্ছা দেখি তোমার চতুরতা কতদূর! (প্রকাশ্যে) হাঁ ভাই সোনা রূপো, তোমরা কোথা হ'তে এলে? এ বীরভদ্র তোমাদের কি ক'রেচে?

বীরভদ্র। মু কিছুটী ন জনে পেরা! ঠাকুর! প্রভু অছন্তি, তোহর সোনা রূপা মোর প্রাণ পকাইড়ানি।

অনন্তমিশ্র। ভয় নাই বীরভদ্র, তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই। আমার সোনা রূপা যখন তোমায় এখান পর্য্যন্ত তাড়া ক'রে এনেচে, তখন তুমি এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক আর তোমার কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না।

বীরভদ্র। সত্যি কিরি কহিচু ত প্রভু!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। বেটার আনন্দ দেখ না? ঠাকুরদাদার ভরসা পেয়েচে কি না?

অনন্তমিশ্র। হাঁ ভাই রূপো, আমার ভরসা না তোদের ভরসা দাদা! তোদের ভরসা না পেলে তোরা আজ এ নীলাচলে প্রভুর কাছে এসেচ ভাই! যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, এ সোনা আমার রূপো, না এ রূপো আমার সোনা? এইটী আমার ভ্রম হ'চ্চে ভাই, সেইটী আমায় আগে বুঝিয়ে দে দেখি?

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, দাদা, ঠাকুরদাদার কথা শুনেচ? একি ঠাকুরদাদা, তুমি আমাদিগে কি কথা ব'ল্‌চ?

অনন্তমিশ্র। তোর মধ্যে কোন্‌টী সোনা আর কোন্‌টী রূপো, এইটী ভাই, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না। সেইটী ভাই আমায় আগে বুঝিয়ে দে।

সোনাবেশী বলরাম। ঠাকুরদাদার আমার কথা শুনেচ, "কোন্‌টী সোনা আর কোন্‌টী রূপো এইটী আমায় বুঝিয়ে দে" এই কথা ব'ল্‌চেন। কেন ঠাকুরদাদা, এর মধ্যে কি তুমি আমাদিগে চিন্‌তে পার্‌চ না?

অনন্তমিশ্র। না দাদা, ক্ষণে ক্ষণে আমার সব ভুল হ'য়ে যাচ্চে! যে মোহ রে দাদা, যে মোহ! বৃদ্ধের যে মোহ বড় ভয়ঙ্কর! তাই চিনেও ভাই, আমি চিনে রাখ্‌তে পারিনি। তাই ব'ল্‌চি দাদা, তোদের কোন্‌টী রূপো তাই আমায় আগে বল্‌ দেখি?

সোনাবেশী বলরাম। দাদা, (রূপোকে দেখাইয়া) এইটী সোনা, আর (নিজেকে দেখাইয়া) এইটী রূপো।

বীরভদ্র। ওঃ—পেলা গুটা কি সেয়ানা রে?

অনন্তমিশ্র। তবে বিট্‌লে সোনা তোকে দাদা ব'লে ডাক্‌লে কেন রূপো?

সোনাবেশী বলরাম। ও বিট্‌লে দাদা চিরদিনই ত এই রকম করে দাদা!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না দাদা, দাদা তোমায় তামাসা ক'র্‌চে।

সোনাবেশী বলরাম। হাঁ দাদা, রূপো তামাসা করে, না সোনা তামাসা করে বল দেখি?

অনন্তমিশ্র। তামাসা সোনা রূপো দুজনেরই আছে। তবে বিট্‌লে চতুর বুঝি আজ সোনা হ'য়ে রূপো হ'য়েচে?

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ দাদা, সোনা আবার রূপো হয় কি ক'রে?

অনন্তমিশ্র। হয় না? তবে স্বয়ং কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম অনন্ত বলরামকে জ্যেষ্ঠ ক'রে দ্বাপরে লীলা প্রকাশ ক'র্‌তে এলেন কেন? হাঁ রে, ঐ স্থলেই যে সোনা রূপো হ'য়ে গেচে।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আরও ত এক জায়গায় হ'য়েচে দাদামহাশয়!

অনন্তমিশ্র। এমন স্থল ভিন্ন আর অন্য স্থলে কোথায় হ'য়েচে ভাই!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আর যেখানে ভক্তচূড়ামণি পরম ভক্তগণ আপন অধীন ভগবানকে তোষামোদ ক'রে থাকেন।

অনন্তমিশ্র। তা ব'ল্‌বি বৈ কি চতুর, তা ব'ল্‌বি বৈ কি, ঐ কথা ব'ল্‌বার জন্যই ত অনন্তমিশ্রকে চোখের জলে ভাসাচ্চিস্‌! আজ হাটের মাঝে তোর হাঁড়ি ভাঙ্‌ব রূপো!

সোনাবেশী বলরাম। আবার দাদামশায়, রূপো ব'ল্‌চ?

অনন্তমিশ্র। ওরে ভাই, রূপোতেও সোনা পাওয়া যায়, তখন রূপো সোনায় ভেদ কি আছে দাদা!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না দাদামশায়! ভাবচ কেন, চিন্তা কি আছে? তুমি চিন্তা ক'র্‌চ, আর তোমার রূপো সোনা কি চিন্তা ক'র্‌চে না?

অনন্তমিশ্র। ক'র্‌চে কি? তাহ'লে কি আর আমায় চিন্তা ক'র্‌তে হয় ভাই? তাহ'লে বল, আর চিন্তা ক'র্‌ব না?

বীরভদ্র। ঠাকুড়, তু চিন্তা করিচু কাঁই? মোর যে ভাবিতে ভাবিতে পাঁড় গড়া।

অনন্তমিশ্র। না বীরভদ্র, আর তোমার কোনও ভয় নাই। আমি তোমাকে সোনা রূপোর ভয়ের প্রতীকারের উপায় ব'লে দিচ্চি শোন, ঐ সোনা রূপো যখনই তোমায় মার্‌তে আস্‌বে, তখনই তুমি ওদের পায়ে প'ড়ে ব'ল্‌বে, দেখ সোনা রূপো, আমি তোদের আর ভয় করিনে, তুই মার্‌তে হয় মার, নয় রাখ্‌তে হয় রাখ। এই ক'রে দেখ দেখি, তোমার কি হয়। ঐ সোনা রূপো—সকলকেই ভয় দেখায় দাদা, তবে যখন লোক ঐ রকম ক'রে ওর পায়ে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পারে, তখন আর সোনা রূপো তাকে ভয় দেখাতে পারে না। বরং তখন তারাই তোষামোদ ক'র্‌তে থাকে।

বীরভদ্র। বটে, ও ঠাকুড়! তু মোরে কি বার্ত্তাটাই কহিলু! মু তেমতি করিব। দেখ্ সোনা রূপো—তু যদি মোরে এমতি করিবু তাহ'লে মু তুম্ভমানে চড়ন মথাকুড়ি মরি যাইবু।

সোনাবেশী বলরাম ও রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না, বীরভদ্র, আর তোমায় আমরা কিছু ব'ল্‌ব না। এখন এস, রাত্রি অনেক হ'য়েচে, ঠাকুরদাদা, একটু ঘুমুক্।

বীরভদ্র। মোরে নিয়ে যাবু কাঁই ?

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আমরা যেখানে যাব।

বীবভদ্র। চ, তুম্ভমানেই মোর এথন মা বাপ্প।

সোনাবেশী বলরাম। দাদা এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও গে।

[অনন্তমিশ্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

অনন্তমিশ্র। তাহ'লে নিশ্চিন্ত রৈলাম, কেমন ভাই! এখন যা, তবে দেখার মত একদিন দেখা দিস্। ওঃ দয়াময়! তোমার দয়ার সীমা নাই। ধন্য ঠাকুর! তুমি ধন্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

রাজকন্যা ও সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত

ক্ষেপি! তুই বেঁধে নে খোঁপা।
এবার তোরে পুইতে হবে বেজায় হেঁপা॥
কাজল দে টানা চোখে, বুক রাখিস্ না ঢেকে,
আতর গোলাপ উড়িয়ে দিয়ে মেদিনী কাঁপা॥
ক্ষেপি তুই হাসি মুখে কথা ক,
কথায় কথায় নয়না ঠেরে নাগর করিস্ থ,
নাগর হয় যেন হ য ব র ল,
বায়না করিস্ সেয়না মেয়ে, সে বড় ক্ষেপা॥

রাজকন্যা। শুনেচিস্ আরে সহচরি—
এসেচে ভিখারী এক জিনিবারে পণ।

১ম সহচরী। মর মর দুষমন্!
বলে—কত হাতী গেল রসাতল,
মশা বলে দেখা যাবে কত আছে বল?

রাজকন্যা। দুরাশা কেমন দেখ সখীগণ,
ভিখারী দরিদ্র—নাই পরণে বসন,
চায় সেই দুরাশায় রাজার রতন।

২য় সহচরী। কুঁজোর ও চিৎ হ'য়ে শুতে,
ইচ্ছা হয় না কি বোন!

রাজকন্যা। চন্দ্রে কর প্রসারণ—
করে যথা দুর্লোভী বামন।

পাগল পাগল, পাগলটাকে বল্লুম, বুঝিয়ে বল্লুম—বুঝে শুঝে প্রশ্নের উত্তর দিতে এস। তাতে পাগলের আবার রোখ কত?

১ম সহচরী। সে কেমন সখি, সে কেমন?

রাজকন্যা। হাত পা নাড়া, চোখ ভাঙ্গা,এই যেমন বক্তৃতাওয়ালা বক্তৃতা করে।

২য় সহচরী। ও সখি! এটা বোধ হয় মাগ মরা লো, এটা তাহ'লে বোধ হয় মাগ মরা। তা না হ'লে এত তিড়বিড়িনি কেন হবে!

রাজকন্যা। পিতা ছিলেন, বেশী কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লাম না, সকল ক্রোধ চেপে রেখে সেই মুর্খটাকে বল্লাম, আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

১ম সহচরী। তবে বুঝি গুণপুরুষের রাগ থাম্‌লো?

রাজকন্যা। তা কোথা? গর্‌জাতে গরজাতে আমারদিকে কটমটিয়ে চেয়ে রৈল। আমার বাবা তখন ভয় পেতে লাগল বোন! মরণ, মরণ, তিনি আবার আমায় বিয়ে ক'র্‌তে এসেচেন! পোড়া কপাল আর কি! পোড়া কপাল!

১ম সহচরী। ভাবেন্ নি ত, কাল সকালেই মা জয় কালীর কাছে বেটার কাটামুণ্ডু ধড়্‌পড়ানি লাগিয়ে দিবে!

রাজকন্যা। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি ভাই, আমারও তখন সেই কথা মনে তোলাপাড়া ক'রতে লাগল! যাক্—এখন একটু আমোদ আহ্লাদ ক'রে নাও, ছু' একটা গান বাজনা কর। জান ত আজ আমায় একবার বেরোতে হবে।

অন্তরালে বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। (স্বগত) আঃ, যে কষ্টে আজ এসেচি! রাজকন্যে কি বল্লেন নয়—"আজ আমায় একবার বেরোতে হবে।" অবশ্যই এ কথার কিছু তাৎপর্য্য আছে। শোনা যাক্।

১ম সহচরী। আজ আবার কোথায় যেতে হবে সখি!

রাজকন্যা। কেন সখি, তোমরা জান না কি, কেউ আমার বিবাহ-প্রার্থী এলেই ত আমি একাকিনী, পূর্ব্বরাত্রে একবার বেড়াতে যাই।

বন্ধু। (স্বগত) তাহ'লে নিশ্চয়ই রহস্য বাহির হতে পারে। দেখি মধুস্থদন!

১ম সহচরী। হাঁ সখি, মনে আছে বটে। বেশ, তবে একটা গান শোন।

সহচরিগণ। গীত

সিঁথে মাথার বিয়ের কনে, টোপর মাথায় বর।
ছাঁতলা তলায় চাদর ঢাকায় যতন পরস্পর॥

এয়োগুলো উলু দিয়ে, গুলিয়ে রাখে সবার হিয়ে,
এ ওকে দেখ না লো সই হান্‌ছে নয়ন শর—
চুপি মেরে দেখনহাসি—দেখে লো আপন পর।

বন্ধু। (স্বগত) তাহ'লে রাজকুমারী কোথাও যাবেন! আমাকে ঐ সঙ্গে যেতে হবে! দেখি এ রহস্যের শেষ সীমা কোথায়?

সহচরিগণ। সখি! তাহ'লে এস, পোষাক পরিয়ে দি।

রাজকন্যা। দাও সখি, দাও। কিন্তু বোন, আজ যেন আমার মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। ভিখারীর মুখটা যেন কেবলই আমার মনে আস্‌চে! জানি না সখি! এত চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ কি। (পরিচ্ছদ পরিধান)

বন্ধু। (স্বগত) ওঃ, বিধি নাপ্‌তিনী যে ব'লেছিল, রাজকুমারী রাক্ষসী; তা যথার্থই বটে। তা না হ'লে—অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা কি এই দ্বিপ্রহর রজনীকালে—একাকিনী ভ্রমণে বহির্গত হ'তে পারে? আর এ ভ্রমণেরই বা ওর আবশ্যকতা কি? নিশ্চয়ই —নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই এই ভ্রমণই ওর গূঢ় রহস্য কিছু না কিছু আছেই। দেখি বাবা গোপাল, আমিও ত তোমার নাম ক'রে ঐ পাপিনীর অলক্ষ্যে পাপিনীর সহিত চ'ল্‌লেম, দেখি তাতে তোমার কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় কি না?

রাজকন্যা। হাঁ সখি! হ'য়েচে কি?

১ম সহচরী। হাঁ সখি! হ'য়েচে! যাও—এখন অভিসারে যাও।

রাজকন্যা। কোথায় আর অভিসারে যাব সখি! আমার শ্যামের যে এখনও জন্ম হয় নি।

১ম সহচরী। রাম না হ'তে রামায়ণ ত হ'য়েছিল।

রাজকন্যা। মর্ পোড়ামুখি, কয় কি ?

১ম সহচরী। একটা মার্ সখি—আমি পুরুষ হ'য়ে তোর পায়ে ধরি।

রাজকন্যা। কেন লো—এত বিরহ কেন ?

১ম সহচরী। সত্যি ব'ল্‌চি ভাই রাজকুমারি! তোর রকম সকম দেখ্‌লে আমারও ভাই পুরুষ হ'তে সাধ করে।

রাজকন্যা। আয় একটা চুম খাই।

১ম সহচরী। ম'রে যাই।

রাজকন্যা। ম'লেই ত আমি বাঁচি, রাঁড় হ'য়ে একাদশী করি।

১ম সহচরী। তাই ত!

রাজকন্যা। এখন আসি, ভাল থেক।

[প্রস্থান।

বন্ধু। (স্বগত) আমাকেও অতি সন্তর্পণে যেতে হবে। দেখি বাবা গোপাল!

[প্রস্থান।

১ম সহচরী। চল্ লো চল, আমরাও এবার ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ি গে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় বন।

বৃক্ষতল।

কালীপ্রতিমা।

(নরমুণ্ড প্রভৃতি সাধনার দ্রব্য স্থাপিত।)

কুমারী কন্যা ও কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। জয় মা তারা শিবসুন্দরি! তারা, তারা, মনের বাসনা পূর্ণ কর্ মা!

কতদিন আর ঘুমায়ে থাকিবি ঘোরে!
যোগনিদ্রাবশে কুলকুণ্ডলিনী—বীজরূপা—
বীজময়ী সর্পীসমা মূলাধারকোষে?
কতদিন শঙ্খাবর্ত্তসমা নবীন চপলা-মালাবৎ—
পদ্মের মৃণালমাঝে তন্তুসমা হ'য়ে ব্রহ্মদ্বারমুখে—
আত্মআবরণী রহিবি মা জগন্মোহিনী ঘুমে!

কয় তন্ত্রে—

"কুলকুণ্ডলিনীং দেবীং অমৃতানন্দ বিগ্রহাং
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা পুনর্ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ

কাহ তাই নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপা হ্লাদিনীরূপিণী—
জাগ গো মা জীবনদায়িনি,
জাগ জাগ—ব্রহ্মময়ি! (ধ্যান)
তোর তরে মাগো—সেজেছি রাক্ষস!
ঘোর নৃশংসতা বেদী'পরে করিয়ে আসন,
করিতেছি নরহত্যা কত—
অনূঢ়া কন্যার কত করি সর্ব্বনাশ—
তন্ত্রের নিগূঢ় ক্রিয়া অতি সংগোপনে—
এই বনে করি মা সাধনা।
তবু কি জননি—পাস্‌নে দেখিতে ?
হয় নাকি তবু ভীমা করালিনি—
পাষাণ হৃদয়ে তোর বিন্দুর আঘত ?
থাক্—থাক্, বগলে চামুণ্ডে!
আয় উগ্রা ধূমাবতি!
বসি ধ্যানে তোর—দেখি—চণ্ডালিনি শক্তিময়ি—
শক্তি আমি পাই কি না পাই ?

তারা—তারা - তারা—শিবসুন্দরি! মনের বাসনা পূর্ণ কর্ মা!
বৈস বালা, যেই ভাবে বৈস প্রতিদিন!

(বাম উরুতে কুমারী কন্যাকে বসাইয়া ধ্যান)

রাজকন্যা ও তৎপশ্চাৎ অদূরে বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। (স্বগত) একে রাত্রিকাল, তাতে নিবিড় অরণ্যানী,

কোলের মানুষও দেখা যায় না। উঃ, রাজকুমারীর কি দুঃসাহসিকতা! এ পথে যেতে বীরপুরুষেরও হৃদয় কম্পিত হ'য়ে উঠে। আমি তবুও রাজকন্যাকে উপলক্ষ ক'রে চ'লেছি, তথাপি আমারও হৃদয় শিউরে উঠ্‌চে। কিন্তু রাজকন্যার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই! মত্তা মাতঙ্গিনী যেন বন আলোড়ন ক'রে চ'লেচে! ঐ না রাজকন্যা থম্‌কে দাঁড়াল। তবে আমিও দাঁড়াই। দেখি ব্যাপার খানা কি?

রাজকন্যা। বাবা—বাবা—

কাপালিক। মা—মা—

রাজকন্যা। আমি এসেচি বাবা।

কাপালিক। কেন মা, কি উদ্দেশ্য ক'রে?

রাজকন্যা। যে উদ্দেশ্যে দুই বৎসর যাতায়াত ক'র্‌চি বাবা!

কাপালিক। আবার কি তোমার প্রার্থী রাজপুত্র এসেচে মা!

রাজকন্যা। বিবাহপ্রার্থী বটে, তবে রাজপুত্র নয় বাবা!

কাপালিক। কে মা!

রাজকন্যা। এক দরিদ্র, পরণে বসন পর্য্যন্তও নাই।

কাপালিক। (চিন্তাপূর্ব্বক) তাতে কোন আপত্তি নাই। তবে মা, বার বার এই শেষ বার। মাগো, পণে নিরনব্বইটী নর-হত্যা ক'রেচ—এইবার শেষবার। এই মা সাধনার শেষ! পার্‌বি ত মা! হৃদয় অটল রাখ্‌তে পার্‌বি ত মা? করুণাময়ি! বুককে পাষাণ সমান ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বি ত মা? চ'ক্ষের জল চ'ক্ষে শুকাতে পার্‌বি ত মা! দেখিস্‌ বেটি! দেখিস্‌!

খুব সাবধান, খুব সাবধান না হ'লে মা, সব ব্যর্থ হবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ তপ সব ব্যর্থ হবে। অনন্ত নরক মা, অনন্ত নরক! দেখিস্ বেটি, দেখিস্, ... নরহত্যা ক'র্‌তে পার্‌লেই আমাদের শত নরহত্যা-সাধনার ব্রত পূর্ণ হবে। আর এই ব্রত পূর্ণ হ'লেই তুমি চির অ...রী আর আমি রাজরাজেশ্বর হব'। বেটি, পার্‌বি ত? যে দৃঢ় পণে এতদিন ব্রতাচরণ ক'রে আস্‌চি, আজ সে ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েচে। (চিন্তা)

বন্ধু। (স্বগত) উঃ এ পাষণ্ড বলে কি? এ যে দেখ্‌তে পাচ্চি শক্তি-উপাসক কাপালিক। তবে রাজকুমারী শক্তি-সাধক কাপালিকের শিষ্যা? তাই হবে, আচ্ছা শোনা যাক্।

রাজকন্যা। সবই আপনার আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা করে বাবা! আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে আপনার কন্যা এ জগতে না ক'র্‌তে পারে, তার এমন কার্য্য নাই।

কাপালিক। আশীর্ব্বাদ? বেটি! তোকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব কি? দিবানিশিই ত আমার তারই সাধনা! লোকালয় ত্যাগ ক'রে, এ বনের মাঝে তবে আর কি জন্য র'য়েচি মা! বুকে বাসনার কূপ খুলে তবে কেন এ কঠোর ব্রত অবলম্বন ক'রেচি মা! বুঝিস্ না কি বেটি, তোর চেয়ে আমার কি কঠোর ব্রত!

কুমারী-কন্যা। (স্বগত—সঙ্কেতে দুঃখ প্রকাশ)

রাজকন্যা। তা ত দেখ্‌তে পাচ্চি বাবা! তবে আমার সাধ্যমত আজ্ঞাপালনে আমিও কিছু ত্রুটী করি না পিতঃ!

কাপালিক । না, মা! না, মা! আমিও তাই ঐ খর্পরধারিণী মুণ্ডমালিনী করালিনীর নিকট তোর মুখ চেয়েই ব'সে আছি জানিস্ বেটি! আমি তোরই অধিক ভরসা করি।

গীত

আমি করি মা ভরসা তোরি, পাষাণী বড় শঙ্করী।
তাই মা'র রূপে ভাব তোরে, দেখস্ মাগো সন্তানেরে,
নৈলে বেটি তেমনি করে, ভয় দেখাস্ মা খাঁড়া ধরি॥
তন্ত্রে নারী আদিরূপা, তাই যাচি মা তোদের কৃপা,
ওমা আদিরূপে হও স্বরূপা, অরূপা আশ্রয় করি॥

বন্ধু। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! তবে কি প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় পাপিনী রাক্ষসী নিরনব্বইটী রাজপুত্রের বিনাশ সাধন ক'রেচে! অহো, কি ঘোর নৃশংসতা! হায়, হায়! তাহ'লে বন্ধু আশা-রামের প্রাণ কিরূপে রক্ষা হবে? মধুসূদন! তুমিই এখন অনাথ-বন্ধুর ভরসা!

রাজকন্যা। বাবা, আমিও ত আপনার মুখ চেয়ে ব'সে আছি! আমার যে কি যন্ত্রণা, তা কি আপনি বুঝেন্ না? আমি রাজকুমারী, বিশেষতঃ পিতার একমাত্র কন্যা! পিতা আমার বিবাহ দিয়ে সুখী হবেন, এই তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছা! কিন্তু আমি এমনি পাষাণী, সর্ব্বদাই তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে আসচি। তাতে আমি বয়স্থা, কলঙ্কে তাঁর দেশ পূর্ণ হ'য়ে গেছে। আর এই সকল বৃথা পণে রাজপুত্র-হত্যায় লোকে

আমার চরিত্র সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ ক'রচে। আমিও ত তোমার ভরসায় সংসারে কলঙ্কিনী রাক্ষসী নাম কিনেচি বাবা!

কুমারী-কন্যা। (স্বগত—সঙ্কেতে দুঃখ প্রকাশ)

বন্ধু। (স্বগত) না, তবে রাজকুমারীর চরিত্রে কোন দোষ নাই। কিন্তু তাতে আর কি হ'চ্চে? তাতে আর ত আমার বন্ধুর জীবন-রক্ষার কোন উপায় দেখ্‌চি না?

কাপালিক। মা, সব জানি, তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্যা, তা কি আর আমার অবিদিত আছে? তবে মা, এই শেষ বার, এরই জন্য তোমায় সাবধান ক'র্‌চি!

রাজকন্যা। আমি খুব সাবধানেই আছি বাবা! তবে আমার একটী অনুরোধ, আমি এ কার্য্য সাধন ক'র্‌লে অবশ্যই আপনি রাজ-রাজেশ্বর হবেন, তখন দেখ্‌বেন, আমার বৃদ্ধ পিতাকে যেন মন্ত্রী ক'র্‌তে না ভুলেন।

কাপালিক। নিশ্চয়, নিশ্চয় মা, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক'! আমি রাজরাজেশ্বর হ'লেই নিশ্চয়ই মা আমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে মন্ত্রীপদে নিয়োজিত ক'র্‌ব।

বন্ধু। (স্বগত) কি রহস্য! রাজকন্যা কি অবোধিনী, আপনার রাজ্যে পিতার রাজা থাক্‌বার প্রার্থনা না ক'রে মন্ত্রী হবার প্রার্থনা ক'র্‌চেন! অথবা রাক্ষসী আপনার দুরাশার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে, আপন পিতার রাজত্বও জলাঞ্জলি দিতে অগ্রগামিনী হ'য়েচে! উঃ—রমণি—তুমি কাল-ভুজঙ্গিনী! শোনা যাক্।

রাজকন্যা। তাহ'লে বাবা, কি প্রশ্ন চিন্তা ক'র্‌ব বলে দিন; রাত্রিও অধিক নাই।

কাপালিক। হাঁ মা, আমারও সাধনার বিঘ্ন হ'চ্চে! এবার তোমার প্রশ্নের চিন্তা—ঘেঁটুফুল।

রাজকন্যা। তাই বাবা, তাহ'লে আমি এখন আসি! কাল' আবার এসে শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

কাপালিক। এস মা, আমিও তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রৈলাম। তারা, তারা, শিব-সুন্দরি! বাসনা পূর্ণ কর্‌ মা!

বন্ধু। (স্বগত) ধন্য বাবা গোপাল, তুমিই ধন্য! ধন্য তোমার নাম! দয়াময় বাবা, তোমার নামে আমি কাল আমার বন্ধুর জীবন-রক্ষায় সমর্থ হ'ব। তবে আর কেন, আমিও যাই। বন্ধু আশারামকে নিদ্রিতাবস্থায় রেখে এসেচি। এখন গিয়ে তার নিকট শুয়ে থাকি গে। তাকে এ সকল সংবাদ বলা হবে না, মাত্র প্রশ্নের উত্তরটী গোপাল-দত্ত স্বপ্ন বলে তার নিকট প্রকাশ ক'র্‌ব। এখন ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা।

[প্রস্থান।

কাপালিক। তারা, তারা, বাসনা পূর্ণ কর্‌ মা! বাসনা পূর্ণ কর। জয় শঙ্করি! শিবে শুভঙ্করি! চল কামরূপিণি!

আমাদের নিশিথ-ক্রিয়া সাধনের প্রকৃষ্ট কাল উপস্থিত হ'য়েচে। ল'ও, মাকে নিয়ে চল। জয় শিব শঙ্করী, জয় শিব শঙ্করী!

[কালী-প্রতিমা লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

আশারামের প্রবেশ।

আশারাম। ভাই বন্ধু! ভাই বন্ধু! তাই ত এত ভোরে ভাই বন্ধু আবার কোথায় গেল? চারিদিকে খুঁজে এলাম, কোথাও ত দেখ্‌তে পেলাম না! এখনও কি রাত্রি র'য়েছে? বেটার কাক কোকিলগুলো কি ঘুমিয়ে প'ড়েচে নাকি? তাই ডাক্‌চে না? মর্, যদি রাত্রিই থাক্‌বে, তাহ'লে ভাই বন্ধু কোথায় গেল? কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌চি না। আমারও ত এখন ঘুমের ঘোর কাটেনি দেখ্‌চি। চোখ দু'টো কর্‌কর ক'র্‌চে। তবে

আবার একটু ঘুমোব নাকি? এ শালার রাত বুঝি আর কাটবে না! হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে! তোমাকে আর আমি পাই পাই ক'রেও বুঝি পাই না। যাক্, আর একবার শোয়া যাক্! তাই বন্ধুও ততক্ষণ আসুক! আঃ, রাজকন্যা ছুঁড়িটা কি সুন্দরী! শালি, তোমার এখন হ'য়েছে কি? আগে আশারামের হাতে পড়, তারপর দেখা যাবে। (শয়ন ও নিদ্রা)

দ্রুতপদে সোনাবেশী বলরাম ও রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ ও বীরভদ্রের প্রবেশ।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, দাদা, এই বৃক্ষতলেই ঠাকুরের প্রিয়-শিষ্য আশারাম নিদ্রিত আছে।

সোনাবেশী বলরাম। ভাই রে, চল, চল, আশারামকে আশা দিয়ে তার হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর করি গে।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ দাদা, আমিও তাই এলাম। আশারামের জন্য যত না এসেচি, আমাদের ঠাকুরের আর এক শিষ্য বন্ধুর জন্য আমি আরও ব্যথিত হ'য়ে এসেচি। দেখ্‌চ দাদা, বন্ধু—বন্ধুপ্রাণের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বীরভদ্র। হাঁ বাপ্প, সোনা রূপো! তুহরা কহিছু কাঁই? কে বন্ধু, কে আশারাম বাপ্প।

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। সে তুই বুঝ্‌তে পারবি না।

বীরভদ্র। হাঁ বাপ্প, মু বুঝিতে নারিব, তু যখন কহিছু মু বুঝিতে নারিব, তখন মু কিমত বুঝিতে পারিব? তবে বাপ্প সোনা রূপো! মোরে কিছু কিছু তোহরা বুঝিয়ে দে। মু বাপ্প, তুহরদিগেও এখনটী ন বুঝেচি! তোহরা কখন মানব ন আছন্তি তুহাদের মহিমা সব অদ্ভুত!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) দাদা, আর বুঝি বীরভদ্রকে ফাঁকি দিয়ে থাক্‌তে পারা গেল না। বীরভদ্রের দিব্য-চক্ষু এবার প্রস্ফুটিত হ'চ্চে!

সোনাবেশী বলরাম। (জনান্তিকে) দীনবৎসল! আমারও সঙ্গে তোর ছলনা রে? হাঁ ভাই, কে বীরভদ্রকে এতদিন ফাঁকি দিয়ে রেখেছিল? আবার কে এখন ভাই, তাকে দিব্য-চক্ষু দান ক'রেচে? লোককে পাপ-সাগরে ডুবাতেও তুমি, আবার তাকে সে অকূল জল হ'তে পরিত্রাণেরও কর্ণধার তুমি। সবই ত তোমার লীলা ভাই! লীলাধর! যা তোমার লীলার বাসনা হয়, তাই তুমি কর। আমি যখন তোমারই চক্রে তোমারই মায়ায় ঘুরে বেড়াচ্চি, তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ কেন মাণিক!

বীরভদ্র। তুহরা কি কথা কহিচু বাপ্প! মোর অন্তরটা কেন এমন ক'রে দিলু বাপ্প!

রূপাবেশী শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) দাদা, আর না, আর না, এবার বুঝি ধরা পড়ি, এখন অদৃশ্য হই আসুন; আসুন, দাদা, শীঘ্র আসুন, আর না। (অন্তর্দ্ধান)

সোনাবেশী বলরাম। (জনান্তিকে) ভাল খেলায়ুড়, ভাল খেলাই খেল্‌তে জান! এই বীরভদ্রকে স্বর্গ হ'তে নরকে ফেলে রেখেছিলে, আজ আবার করুণায় অধীর হ'য়ে স্বর্গ ত অতি তুচ্ছ, বৈকুণ্ঠে নেবারও সাধ ক'রেছ! ভাল, দেখি কৃষ্ণ, সকলের ত তুই সকল ক'র্‌চিস্‌, তোর দাদার তুই এখন কি রু'র্‌চিস্‌, সেইটী আমায় কেবল দেখ্‌তে হবে। (অন্তর্দ্ধান)

বীরভদ্র। অঁ্যা, অঁ্যা, মোর সোনা রূপো বাপ্প মোর গড়া কৌঁঠি! হা বাপ্প, সোনা রূপো—হা বাপ্প সোনা রূপো! তুম্ভমানে গড়া কৌঁঠি? ও বাপ্প রে—মু যে তুম্ভমানে ন দেখি কিরি, এই পৃথিবীটা সব অন্ধকারময় দেখ্‌ছন্তি পেরা। হা বাপ্প সোনা রূপো, হা বাপ্প সোনা রূপো, মু যে তুম্ভমানে না দেখি কিরি মোর পরাণ কেমত হ'য়ে যাউছু বাপ্প! ক'রে গাচ্ছ পলা, মোর সোনা রূপো, গড়া কৌঁঠি রে! গড়া কৌঁঠি! হা সোনা রূপো! তু গড়া কৌঁঠি রে! হা বাপ্প, হা বাপ্প!

[রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

খ্যাংরা হস্তে বিধি নাপতিনীর বেগে প্রবেশ।

বিধি। কি মা, কি মা—রেতের বেলা ঘরের আগড় দিয়ে ঘুমিয়ে আছি, আপন দুঃখেই ঘুমিয়ে আছি, আপনার আগুন আপনিই বুকে নিয়ে শুয়ে আছি, মনের মধ্যে কোন সুভাব

কুভাব নেই। মানুষের আক্কেলটা দেখ্‌লে—আমার আগড়ে টোকা মারে! কোন্ মুখপোড়া রে, কোন্ ডিঙরে অল্লেয়ে রে! কেন রে আমি কি বেবুশ্যে যে, আমার আগড়ে তোরা টোকা মারিস্! আবার টোকা মেরে বলে কি মা—সোনা রূপো! মর্ মুখপোড়া, আমি কি তেমনি মেয়ে মানুষ রে যে, সোনা রূপোয় ভুলে যাব? ছিরিনোকের ধর্ম্ম—তোর সোনা রূপোর চেয়ে ঢের বড়। যে ছিরিনোক সোনারূপোয় আপনার ধর্ম্ম বিক্রি ক'র্‌তে পারে, তারা কি গেরস্তের ছিরিনোক, তারা ত বেবুশ্যে। তারা ত বেবুশ্যে! ওরে মুখপোড়া, আমায় তুই সোনা রূপোয় ভুলাতে চাস্! মুখপোড়া গেল কোথা! একবার ধ'র্‌তে পার্‌লে দেখ্‌তুম্! তার মুখ খেংরে ভেঙ্গে দিতুম! আমি বিধ্বি নাপ্তিনী, পাঁচ বছরের বেলায় রাঁড় হ'য়েচি, কেউ বলুক দেখি—কোন কথা বলুক দেখি! মুখপোড়া সোনা রূপোর লোভ দেখিয়েই একেবারে ভোঁ দৌড়! এইদিকেই ছুটে এ'ল, পোড়ারমুখোর গুরুবল যে পালিয়ে এসেচে। কৈ কোথা গেল, কম্‌নে গেল! তাইত—

ব্যস্তভাবে বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। কেউ দেখেছু, মোর সোনা রূপো কৌঠি গড়া? মোর মা বাপ্প, গুণসিন্দু, রসসিন্দু সোনা রূপো! সে চন্দ্র মো কৌড় চড়ি গড়ানি!

গীত

আর ক দেখুঁ রে রসবতি মোর সোনা রূপা কৌঠি গড়া।

বিধি। ও মুখপোড়া, তুই ?

তবে দাঁড়া, দাঁড়া, ডিঙরে ছোঁড়া, অধঃপেতে ঘাটেপড়া,

আর খেংরে মুখ দি ভেঙ্গে, খাড়া করি শিরদাঁড়া।

বীরভদ্র। ও রসবতি, তুহর কি কঠিন প্রাড়, অবধান করিবাহন্ত দুঃখ মোড়,

বিধি। শুনছ কথা, ওমা যাব কোথা, আমি লাজে হই যে জড়সড,

বীরভদ্র। হা হা মোর সোনা রূপা কঁড় কঁড় কৌঠি গডা কৌঠি গড়া,

আহা হা পেয়ে সে লাবণ্যনিধি হারাল এ পাতকী চড়া।

বিধি। ওমা কয় কি কথা হতচ্ছাড়া, ওমা আমি যে সতী নারী,

পা পিছলেও পড়্‌তে পারি, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ,

মিন্‌সে পাজীর পাঝাড়া।

বীরভদ্র। অবধান রসবতি, মোর সোনা রূপা কৌঠি গড়া কৌঠি গড়া।

বিধি। তবে রে মুখপোড়া, আমি তোর সোনা রূপো নিয়েচি ? বেটার যত বড় মুখ তত বড় কথা ! বেটা আমার রূপে ভুলেছিস্ ? আমি কি বেবুশ্যেরে সর্ব্বনেশে যে, আমি পর পুরুষের সোনা রূপো নিয়ে জাত খুয়োব ? দাঁড়া ত অভাগীর পো, তোর সোনা রূপো তোকে খাওয়াচ্চি। রেতের বেলায় মশায় পরের মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার দেখ না ? বাবু গো, তোমরা কে কোথায় আছ, একবার উঠে পড় না। তোমরা কি রকম গা ? বাঘের পঁদে ফেউ লাগিয়ে ব'সে ব'সে বুঝি মজা দেখ্‌চ ? তা দেখ দেখ, তা বাবু গো, তোমরাও যে

ঐ রকম, তা তোমরা আমার বিচের ক’র্‌বে কি ? তা আমি সতী-নারী. আমার বিচের তোমাদিগে ক’র্‌তে হবে না। আমিই অনামুখোর বিচের ভাল ক’রে ক’র্‌চি। আয় ত রে বাঁদির বেটা ! বিধিনাপ্‌তিনীর ঘরে ঢোকা মারার কত সুখ, তোকে দেখাচ্চি আয় ! আয় উনুনমুখো। (আক্রমণ)

বীরভদ্র। ও বাপ্প রে—মাইকানী কি বদমাস্ রে, হা—হা বাপ্প মোর সোনা রূপো, দেখ্‌ বাপ্প—মোরে মারি পকাইড়ানি, বাপ্প মোরে মারি পকাইড়ানি ! হা বাপ্প সোনা রূপা—

[বেগে প্রস্থান পরে বিধিনাপত্তিনীর প্রস্থান।

আশারাম। আঃ, বেটারা একটু ঘুমোতেও দিলে না। কে রে বেটা গোল করিস ? বা, বা এই যে রাত পুয়িয়ে এসেচে ! তাই ত, ভাই বন্ধু আমার কোথায় গেল ? কখন হ’তে উঠে গেচে, এখন ত আস্‌চে না ! এদিকে আমাকেও যে প্রভাতে রাজবাড়ীতে যেতে হবে। রাজকন্যা খুব সকাল সকাল যেতে ব’লেচে ! তারও কি আর রাত্রে ঘুম আছে ? যাক্ এখন বন্ধু ভাই এলে হয় যে। যাবার সময় ভায়াকে একবার ব’লেও ত যেতে হয়। তা না হ’লে ভায়া দুঃখও ক’র্‌তে পারেন। ব’ল্‌তেও ত পারেন, “দেখ ভায়া, আশারাম রাজকন্যা যেই পেলেন, অমনি আমাকে ত্যাগ ক’র্‌লেন ! এই ত ভায়ার বন্ধুত্ব !” না না ভায়া, আশারামের তেমন বন্ধুত্ব নয় ; এ বন্ধুত্ব জীবনে মরণে আমি তোমারই সখা। এই যে মেঘ না

চাইতে জল। (বন্ধুকে দেখিয়া) আরে আরে ভায়া এস, ভায়া এস! বলি ভায়া, এত রেতে উঠে কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?

বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। ভাই আশারাম, আমি কি আর তোমার জন্য সমস্ত রাত্রি ঘুমিয়েচি দাদা!

আশারাম। ঘুমোওনি? তা ভাই ঘুমোবে কোথা হ'তে? কেবল আমার ভাবনাই ত ভেবেচ! ভাব্বারই ত কথা দাদা, তা না হ'লে আশারাম জগতে এত লোক থাক্‌তে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্‌বে কেন? বলি ভায়া, তুমি আর কিছু ভাবনা কর না! ঠাকুরকে চিন্তা কর, তাঁর আশীর্ব্বাদ ফল্‌বেই ফল্‌বে।

বন্ধু। কেবল মাত্র তাঁর ভরসাই আমার হয় ভাই, কেবল তাঁর ভরসাই হয়। তবে সেই সঙ্গে আজ রাত্রে আরও একটী ভরসা পেয়েচি।

আশারাম। কি ভাই বন্ধু! কি ভাই বন্ধু! বল বল, আমার ভাই রাজকন্যার জন্য প্রাণটা আগাড়ুম মাগাড়ুম খাচ্চে। বল, বল, কার ভরসা পেয়েচ ভাই!

বন্ধু। ভাই, তোমাতে আমাতে ত শুলাম, আমার একটু তন্দ্রা এসেচে, ঠিক এইরূপ সময়ে বাবা গোপাল যেন আমার শিওরে এসে ব'ল্‌চেন, "দেখ্ বন্ধু! আশারামের জন্য তুই আর ভাবিস্ না! এক কাজ কর, এই গাছের ঈশানদিকে এক-ক্রোশ দূরে যে একটী ঘেঁটুফুলের গাছ আছে, তারই তুই ফুল তুলে নিয়ে আয়। সেই ফুল তুই আশারামের হাতে দিয়ে

রাজসভায় পাঠিয়ে দিস্, সেই ফুলই রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর।" আমার ত ভাই, স্বপ্ন দেখেই গাটা শিউরে উঠ্‌ল, "বাবা গোপাল গোপাল" ক'রে তোমায় না তুলে আমি সেই স্থানে গেছ্‌লাম, গিয়ে দেখি সবই সত্য, সবই সত্য, সেই ঘেঁটুফুলের গাছ, আর সেই ঘেঁটুফুল। তখন ভাই, আমি গোপালের কাণ্ড দেখে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগলাম। শেষে ফুল তুলে নিয়ে এলাম, এখন ভাই আশারাম, আমার অনুরোধে এই ফুল তুমি নিয়ে যাও, রাজকন্যাকে এই ফুল দেখিয়ে ব'ল্‌বে যে, এই ঘেঁটুফুল তুমি চিন্তা ক'রেচ! এই নাও ভাই! (ফুল প্রদান)

আশারাম। দূর ভাই, এও কি কখন সম্ভব, সে রাজার মেয়ে, সে এত মল্লিকা মালতি সেঁয়তি রঙ্গণ গোলাপ ফুল থাক্‌তে এ বুনোফুলের কথা ভেবে রেখেচে? এ আমার বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু। ভাই, তুমি গোপালকে আমার বিশ্বাস কর না? বাবা গোপাল কখনই আমায় মিথ্যা স্বপ্ন দেন নাই। আর তুমিও ত প্রশ্নের উত্তর কোন স্থির ক'র্‌তে পার না, তখন তোমার পক্ষে সবই সমান। তবে ভাই বিশ্বাস না হয়, আমার অনুরোধ, বন্ধুর অনুরোধে তুমি এ কাজটী কর।

আশারাম। তাতে আর আপত্তি কি?

বন্ধু। না শুধু আপত্তি নয়। স্বীকার কর যে, এ উত্তর ভিন্ন আর কিছু আমি ব'ল্‌ব না।

আশারাম। তাই হবে। হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে।

বন্ধু। আবার কি বাতিক উঠ্‌ল না কি? যাক্, গোপালের নাম

আর ঠাকুরের নাম স্মরণ ক'রে তুমি যাত্রা কর। তবে ভাই বন্ধুর অনুরোধ ভুল না। বল ভুলবে না ?

আশারাম। না ভাই ভুল্‌ব না, আমার আর কি, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ যদি মিথ্যা হয় তা'হলে ঠাকুরের নামে কলঙ্ক প'ড়্‌বে। যা করেন আমার ঠাকুর! হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে! আমি তা'হলে আসি দাদা! তবে দাদা, রাজকন্যা নিশ্চয়ই আমার হবে। আমি চল্লেম, তুমি রান্না-বান্নার যোগাড়ে থেক। কি জানি রাজকন্যার মন হ'লে ত আজ্‌কেই বিয়ে হ'য়ে যেতে পারে। তবে আসি দাদা, হা রাজত্ব আর হা রাজকন্যে!

[প্রস্থান।

বন্ধু। তবে ভাই দরিদ্র বন্ধুর অনুরোধটী যেন ভুল না, ঐ ঘেঁটুফুল! যাই, বন্ধু ত চলে গেল, একবার আমি বাবা গোপালের ধ্যান করিগে। বাবা গোপাল, তুমি আমার বন্ধু আশারামের প্রাণ ভিক্ষা দাও। দয়াময়! তোমার নাম ক'রেই দীন বন্ধু বন্ধুর জন্য আজ অতি দুঃসাহসিকতার অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, তুমিই কূল দিয়েছ, বাবা তাই কূল পেয়েচি! এখন সেই কূলে যাতে থাক্‌তে পারি, তারি তুমি উপায় কর। মন্‌টা বড়ই ব্যস্ত হ'ল, নারায়ণ! নারায়ণ! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সান্দিপণরাজ্য, মন্ত্রী, রাজকন্যা, সহচরীগণ, অন্যান্য রাজগণ ও দর্শকগণের প্রবেশ।

সান্দিপণ। সমবেত দর্শকমণ্ডলি আর রাজ-রাজেশ্বরগণ!
নিবেদন যাহা মম শুনুন সকলে।
এই সান্দিপণকুলে—
জন্মিয়াছে এক ভীষণ রাক্ষসী—
আমার আত্মজা রূপে গুণে ভুবনমোহিনী।
আছে তার পণ,
প্রশ্নোত্তর দানিবে যে জন,
তারে বালা না বিচারি জাতি কুল মান,
করিবেক বরমাল্য দান।
আর সেই জন যদি তার প্রশ্নের উত্তর,
করিবারে নারে, তখনি তাহারে
জল্লাদের করে করি সমর্পণ,
করিবেক সংশয় জীবন।

মন্ত্রী। এ সংবাদ সকলে আছেন জ্ঞাত,
বহু বাদ অনুবাদ হ'য়ে গেছে আগে!

সান্দিপণ। এই পণে বাধা হ'য়ে—কঠিন পাষাণ সমা বালা
বহু রাজপুত্র হত্যা হায় ক'রেছে অবাধে।
দেখে দেখে জড়বৎ হইয়াছি আমি।
কাঁদে প্রাণ দিবস-রজনী, তবু হায়,
কন্যা মায়ায় পণ ভঙ্গ করাইতে নারি।
কহি সবে সকাতরে, "এস না হে বাপু,
রাক্ষসীর রূপ-প্রলোভনে ও নহে আমার কন্যা,
কন্যারূপে জন্মেছে রাক্ষসী,
ভুল না'ক রাক্ষসী-মায়ায়।
তবু হায়, কিবা জানি কেমন সে রূপ-ফাঁদ!
পড়ে তাহে পক্ষী বিনা নিমন্ত্রণে।
গত কল্য আসিয়াছে এক দরিদ্র ভিখারী,
আশ্চর্য্য ও হেরি—
পরণেও তার নাহিক বসন জুটে,
তৈলাভাবে জটা রুক্ষ কেশ।
এসে সে ভিখারী হইল কন্যার প্রার্থী।

মন্ত্রী। বিধিমতে আমি তারে বুঝাইতে ক'রেছি যতন!
অজ্ঞজন কিছুতেই কিছু নাহি বুঝে।

সান্দিপণ। পণ কথা শুনাইনু আমি, দেখাইনু কত ভয়,
পরে করিনু বিনয়, কিছুতেই নয়,

চায় দুরাশায় অনলেতে দিতে ঝাঁপ!
শেষে হইয়ে অনন্যোপায়,
কন্যার সম্মতিক্রমে অদ্য তার
প্রশ্নোত্তর দিন স্থির করি,
রাজ্যমধ্যে করিনু ঘোষণা,
দিনু নিমন্ত্রণ-পত্র রাজগণে।
এবে দেখুন সকলে, ইথে মম আছে কিনা অপরাধ!

কেলে। না রাজন্! ইথে নাহি অপরাধ তব।

ন্ত্রী। যে যার কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে জীব আপন করমে।

আশারামের প্রবেশ।

আশারাম। নিশ্চয়ই কর্ম্ম ভিন্ন মানবের না আছে উপায়,
নিশ্চয়ই সেই কর্ম্ম-ফলাফল লভে জীব—
কাল-সহকারে। মন্ত্রিবর, ইহা নহে নূতন কিছুই।

ন্ত্রী। ইনি সেই—ইনি এই রাজ-তনয়ার প্রার্থী মহাজন।

াশারাম। মহাজন নহি মন্ত্রিবর!
পথের ভিখারী আমি দুরাশার দাস,
ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মাত্র ভরসা আমার।
(স্বগত) ও বাবা কোথা যাব রে!

ন্দিপণ। (স্বগত) ওহো, ধিক্ রে, রাক্ষসী-কন্যা,
তো হ'তে পাপিনি, এই সব ফুটন্ত কমল
অকালেতে যায় হায় কালের দুয়ারে!

(প্রকাশ্যে) বাপু! এখনও পারিলে না—
আপনার চিত্ত করিবারে স্থির ?

আশারাম। চিত্ত স্থির করিয়াছি মহারাজ।
চিত্ত স্থির না হইলে কভু,
কোন্ জন হায় আপন জীবন দিতে আসে ?

সান্দিপণ। (স্বগত) করি আশীর্ব্বাদ তোরে বৎস ?
প্রশ্নোত্তর দানে যেন হও রে সমর্থ!
(প্রকাশ্যে) এইরূপ স্থিরকল্প করিয়াছ তুমি ?
দোষী বাপু, আর নহি আমি!

আশারাম। কিসে দোষী তুমি মহারাজ!
আপন কর্ত্তব্য যাহা ক'রেছ আপনি বিধিমতে।
আমিও আমার ক'রেছি কর্ত্তব্য বিবেচনা,
তাহে দোষী কেন হবেন আপনি ?
যে কাজে এসেছি আমি, নরমণি!
এখন আদেশ দিন কন্যারে আপন,
করুন আমারে প্রশ্ন।
প্রশ্নোত্তরে যা হয়, তা হবে,
ভেবে আর নাহি ফলোদয়।
(স্বগত) বাবা, প্রাণ যায় ত তবু ম'রব ধন্য হ'য়ে।

সান্দিপণ। শোন শোন সবে, আবার আবার বারম্বার কহি
দর্শকমণ্ডলি কিম্বা রাজ-রাজেশ্বরগণ!
ইথে মোর নাহি অপরাধ!

এইবার যেবা যার কর্ম্মফল ভুঞ্জুক্ নিশ্চয়।

(স্বগত) আর কাল-ভুজঙ্গিনী

পোষি আমি দুগ্ধ কলা দিয়ে।

(প্রকাশ্যে) কর মা এবারে প্রশ্ন !

রাজকন্যা। প্রশ্ন চিন্তা করিয়াছি পিতঃ !

বলুন উহারে, মম প্রশ্নোত্তর করিবারে দান।

সান্দিপণ। বাপু, কন্যা মোর প্রশ্ন-চিন্তা করিয়াছে মনে,

কহ তুমি তাহার উত্তর।

আশারাম। রাজকন্যা, ধর্ম্ম সাক্ষী করি কহি—

প্রশ্ন তুমি ভাবিয়াছ মনে

(ঘেঁটুফুল বাহির করিয়া)

এই ঘেঁটুফুল।

রাজকন্যা। (স্বগত) অহো কিবা সর্ব্বনাশ,

প্রশ্নোত্তর করিল যে দান,

অহো গুরু, কি হবে আমার !

(অবনতমস্তকে উপবেশন)

সহচরীগণ। কেন সখি ! কেন সখি ! সহসা তুমি এমন হ'লে ?

সান্দিপণ। (স্বগত) অ্যাঁ অ্যাঁ, তবে কি এতদিনের পর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন ? দয়াময় ভগবন্ ! এমন দিন আমার হবে ? তাহ'লে এই ভিখারী নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ ! যাই হ'ক, এখন আনন্দের নয়, আগে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। (প্রকাশ্যে) হাঁ মা, তোমার প্রশ্নের উত্তর কি হ'লো ?

রাজকন্যা। হাঁ বাবা, আমার এ প্রশ্নের উত্তর হ'য়েচে।

সান্দিপণ। রাক্ষসি! ভাল ক'রে বল? তোর জন্য যে আমার দেশে মুখ দেখান ভার হ'য়েচে।

রাজকন্যা। হাঁ বাবা, আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর উনি ব'লেছেন, কিন্তু এখনও আমার আরও দুইটী প্রশ্ন বাকী।

সান্দিপণ। তা থাক্ মা, কিন্তু তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউ সমর্থ হন্ নি। ঈশ্বর করুন, এই মহাপুরুষই যেন তোমার প্রশ্নোত্তর দানে সক্ষম হন।

আশারাম। এই মত সে প্রশ্নেও উত্তর পাইবে বালা,
কর প্রশ্ন মোরে।

রাজকন্যা। আপনি আবার আগামী কল্য আস্‌বেন, আজ আমার এই পর্য্যন্ত শেষ। আয় সহচরীগণ, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই চল!

[সহচরীগণসহ প্রস্থান।

আশারাম। (স্বগত) বাবা, বিদ্যুৎ যেন ঝল্‌সে গেল রে! হা ঠাকুর! কবে এমন দিন ক'র্‌বে ঐ রামা—ঐ কোমল হাতে ফুলের মালা নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিবে। আর কিছু চাই না বাবা, তাহ'লেই আমার আশা ফরসা। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! এক্ষণে আমায় বিদায় দিবার অনুমতি দান করুন। আবার আগামী কল্য শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌ব।

সান্দিপণ। হাঁ বাবা, আস্‌বে বৈকি। আমি দিবারাত্রি ভগবানকে জানাচ্চি—তুমিই যেন প্রশ্নোত্তর দান ক'রে—আমার কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হও। উঃ রাক্ষসী কন্যা আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচে! আর কেন মন্ত্রি! এখন সভা ভঙ্গ কর। হে দর্শকমণ্ডলি! এক্ষণে আপনারা বিদায় গ্রহণ করুন, কল্য প্রভাতে পুনর্ব্বার আগমন ক'র্‌বেন।

সকলে। মহারাজের জয় হ'ক্, মহারাজের মনোবাসনা পূর্ণ হ'ক্।

[আশারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আশারাম। আমিও একবার ভাই বন্ধুর কাছে গিয়ে এই সুসংবাদটা জানাই গে! আমার প্রাণ ত বাবা—একেবারে কদমফুল হ'য়ে ফুটে গিয়েচে! মরি মরি রাজকন্যের কি ননীর গড়ন! আমরি কি পানপারা মুখ—টানাটানা চোখ—আমায় ব'ল্‌বে—প্রাণনাথ! হাঃ হাঃ কি আনন্দ, কি আনন্দ! বন্ধু, বন্ধু, ভায়া হে—কোথায় তুমি?

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। (স্বগত) তাই ত ভায়া আশারাম এখনও আস্‌চে না কেন? এখনও কি তবে রাজকন্যা রাজসভায় আসেন নি? না অভাগার ভাগ্যদোষে এত পরিশ্রম সকলি ব্যর্থ হ'ল? বাবা গোপাল! বাবা গোপাল! তুমি বাবা রক্ষা কর। ঠাকুর! ঠাকুর! নামে যেন কলঙ্ক পড়ে না দয়াময়! বন্ধুর যেন প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে পারি। যে বন্ধু আমায় আজ তেমন দুর্ব্বিসহ যাতনার শৃঙ্খল হ'তে উন্মুক্ত ক'রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার ক্ষমতা দান ক'রেচে, তার জন্য বন্ধুর জীবন অতি তুচ্ছ বাবা, অতি তুচ্ছ! এই যে ভায়া আশারাম হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌চেন! তাহ'লে সুসংবাদ বটে। ভাই! ভাই! সংবাদ কি! সংবাদ কুশল ত?

আশারামের প্রবেশ।

আশারাম। কুশল, কুশল দাদা, সব কুশল! একেবারে কুশল, যা ব'লবে, যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, সব কুশল—সব কুশল! প্রাণ আমার এখন ঝাকড়্দা মাকড়্দা ক'র্‌চে। ফূর্ত্তিতে পা আর চ'ল্‌চে

না। চালাও ফূর্ত্তি, চালাও ফূর্ত্তি! আনন্দজলে লা ভাসাও, লা ভাসাও ভায়া, লা ভাসাও। বন্ধু বন্ধু, যেই ব'লেচি—আর দেখিয়েচি ঘেঁটুফুল, অমনি শালির হেঁটমুখ! তেমন যে সোনার ঢেউ খেলান হিরে জহরতের কাজ করা ঢলঢলে চাঁদমুখ— একেবারে ভাজা কলমী শাক—ভাজা কলমী শাক! আর সবাই তাক, একেবারে অবাক! কার' মুখে আর চু শব্দটী নেই। আমার ত তখন প্রাণ একেবারে হামাগুড়ি দিয়ে উঠেচে! তখন কিছুতে আর মনকে ঠিক রাখতে পারছিলাম না, মনে হ'চ্ছিল, একবার অহ্লাদে নেচে নি। যাক্, তখন ত নাচ্‌তে পারি না দাদা, এখন একবার নাচি। (নৃত্য) আহা বউ হবে রাজকন্যে! রাজকন্যে! হাঃ হাঃ হাঃ।

বন্ধু। যাক্, ভাই, নৃত্য রাখ, এখনও দুই প্রশ্ন বাকী।

আশারাম। সে ভাই, আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না। এইবার আমায় ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ফ'লেচে! ভায়া হে! ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ কি কখন ভুল হ'তে পারে? যাক্, এখন চল ভায়া, মধ্যাহ্ন ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আহারাদির উদ্যোগ করা যাক গে। আর বন্ধু, তোমায় ভাব্‌তে হবে না, চল।

বন্ধু। হাঁ ভাই, চল! (স্বগত) আজও আমায় তেমনি ভাবে রাজকুমারীর সঙ্গে থাকতে হবে। দেখি বাবা গোপাল, বন্ধুর জীবন রক্ষায় সুযোগ কর কি না?

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

রাজকন্যা ও সহচরীগণের প্রবেশ।

গীত

কেন ভার ভার সোনার মুখটী।
কেন লো চঞ্চল, আঁখি ছল ছল মলিন মলিন ভাবটী।
এলায়ে প'ড়েচে চাঁচর কেশ, আলুথালু সখি হ'য়েছে বেশ,
নাহিক পরাণে সুখের লেশ, যেন মেঘেতে ঘেরেছে চাঁদটী।
কনক দেহটী নিভিয়া আছে, আঁধার ঢেউটী মিশায়ে আছে,
চিতায় শবটী পুড়িয়া গেছে, যেন পড়িয়া র'য়েছে শেষটী।

রাজকন্যা। আর বোন, এ জীবন রাখিতে না হয় সাধ।
হ'য়ে রাজবালা—শেষে হ'ব কি না ভিখারীর দাসী?

১ম সহচরী। কেন রাজবালা,
মিছে জ্বালা দাও প্রাণে?
এখনি কি হ'য়ে গেছে প্রশ্ন শেষ তব?

রাজকন্যা। একেবারে শেষ হবে সখি!
নাহি দেখি—এই অকূলের কোথা কূল?
হায় রে স্বজনি! দাম্ভিকার এই পরিণাম!
কত সাধ ছিল সখি মনে,

সকলি হইল হায়—
শ্মশানের ভস্মে পরিণত !
সে ভিখারী নহেক সামান্য কভু।

১ম সহচরী। ছদ্মবেশী যদি হয় লো ভিখারী,
তবে সহচরি, এ বিবাহে কেন অমত তোমার ?

রাজকন্যা। হায় সখি ! স্বামী চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশা—
ছিল কত মনে,
সকলি আগুনে হ'ল ভস্মরাশি !
এতগুলি নরহত্যা কৈনু অকারণ !
বৃথা পাপে হইনু জড়িত !
হায় সখি ! কি হবে আমার ?

বন্ধুর প্রবেশ

বন্ধু। (স্বগত) শুন্‌চি, রাজকুমারী অতিশয় দুঃখিতা হ'য়ে বিলাপ ক'রচেন ! তা ত ক'র্‌বারই কথা। ও রাক্ষসি ! তুমি এত তুচ্ছ স্বার্থে আপনার মহাপাতকের প্রতিও দৃষ্টিহীনা হ'য়েচ ? দেখি তোমার অহঙ্কার আমার দর্পহারী গোপাল চূর্ণ করেন কি না !

২য় সহচরী। সখি, তুমি অমন ক'র না ব'ল্‌চি ! তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখ্‌লে আমাদের যে আর হাত পা আসে না বোন !

রাজকন্যা। (স্বগত) না আমার এত কাতর হওয়া উচিত নয় তাহ'লে কথা সব প্রকাশ হ'তে পারে। (প্রকাশ্যে) না সখি, তা নয়, সে ভিখারী ব'লে বড় ঘৃণা হ'য়েচে, তাই

আমি দুঃখিতা হ'য়েচি। যাক্, তোমরা এখন আমোদ কর। জান ত সখি, আমায় আবার আজ বেরোতে হবে।

বন্ধু। (স্বগত) আমিও সেই জন্য এসেচি।

সহচরীগণ। গীত

কেন গা এত কিসের চুপি চুপি।
চপ্ দেখে তোর আঁতকায় প্রাণ ও আমার আদরী চপি।
মনে মনে মন গিয়েছে কথায় করিস ভারি রা,
বড় চলান টা তুই চলালি চলান দেখে জ্বলে গা,
বুকের আগুন মুখে ঢাকা এ তোর কেমন পা,
আর লুকাও কেন বিধুমুখি শুকাও মিছে থাকতে প্রাণে রসের ঝাঁপি।

রাজকন্যা। মাইরি নাকি! রস যে ছাপিয়ে প'ড়্‌চে! তাহ'লে আসি প্রাণনাথ গো, মনে রেখ'।

১ম সহচরী। তাহ'লে এস প্রাণেশ্বরি প্রাণপ্রিয়ে! আমি তোমার মুখ চেয়ে ব'সে রৈলাম। একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির এস।

রাজকন্যা। ছিঃ ভাই, তুমি আমায় ভালবাস না।

১ম সহচরী। না প্রিয়ে! ও কথা ব'ল না; তুমি দেখ' দেখি, তুমি ম'লে আমি কিছুতেই বিয়ে ক'র্‌ব না।

রাজকন্যা। ঠিক ব'লেচিস্ সখি, পুরুষ গুলো ঠিক ঐ রকমই বটে।

১ম সহচরী। হাঁ লা, তোর এখন বিয়ে হয় না, তবে তুই পুরুষের চরিত্র বুঝ্‌লি কি ক'রে? সত্যি বল্ রাজকুমারি, কিছু ক'রে

বসিস্ না ত? তা আমাদিগে খুলে ব'ল্‌তে দোষ কি? বল্ না, আমরা কাকেও প্রকাশ ক'র্‌ব না।

রাজকন্যা। তা বুঝি জান না? অনেক দিন সখি, অনেক দিন। আজ এখন আসি, এসে সব কথা খুলে ব'ল্‌ব। রাত্রিও অনেক হ'য়েচে। তোমরাও ঘুমোও গে। (স্বগত) উঃ, প্রাণে যে জ্বালা জ্ব'ল্‌চে, তা কেবল মা জগদম্বাই জানে।

[প্রস্থান।

বন্ধু। (স্বগতঃ) আর কেন, আমিও তবে চ'ল্‌লাম! বাবা গোপাল, মুখ রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

১ম সহচরী। তবে চল সখি, রাজকুমারী ত এখন চ'ল্‌লেন, ওঁর আস্‌তে রাত্রি ভোর! ততক্ষণ আমরা ঘুমোই গে চল্।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় বন!

কালীপ্রতিমা।

কুমারীকন্যা ও কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। (স্বগত) বার বার এই শেষ বার—
এই শেষ নরহত্যা হইলে নিশ্চয়—
সাধন সমরে নিশ্চয় হইব জয়ী,
মায়ের প্রসাদ লাভ করিব নিশ্চয়,
নিশ্চয়ই ধরণীর একচ্ছত্রপতি হইব নিশ্চয়।
তারা—তারা—মহেশ-গৃহিণি—
সেই দিন দিবি কি জননি?
(প্রকাশ্যে) কেন বালা—থাক ম্লান মুখে
হাসি মুখে মম মতে করহ সম্মতি দান,
নতুবা লো এই ভাবে কেটে যাবে দিন।
তোরও হবে না কিছু—
আমার' সাধনা ব্যর্থ হইবে সুন্দরি!
কও কথা বিধুমুখি! সহাস্য বদনে।

কুমারীকন্যা। মা—মা কামাক্ষের কাল পূর্ণ—

কত দিনে করিবি গো কালের কামিনি !
কয় কি মা কথা—এ পিশাচ !

কাপালিক। একি আজ কেন সব বিপরীত,
রে ললনে—এ কি ভাব তোর হইল সহসা,
ভেবেছিস্ মনে পূর্ণ দিনে—
সর্ব্বনাশ ঘটাইবি মোর ?
আশা দিয়ে এত কাল—সাধনার পথে করি অগ্রসর,
আজ তুই তারে নিরাশ করিতে চাস্ ?

কুমারীকন্যা। রে পাপিষ্ঠ কাপালিক !
কোন্ দিন কোন্ আশা দিয়েছি চণ্ডাল !
এত দিন ছিলাম নীরব,
কোন কথা কহি নাই,
দেখিতে ছিলাম শুধু তোর কার্য্য আচরণ।

কাপালিক। কেন রে সুন্দরি—কহ রূঢ় ভাষ,
সাধনার হও না কি সহচরী ?
আরে রে সুন্দরি—প্রতিদিন তোরে যে লো আমি—
পত্নী ভাবে ক'রেছি সাধনা বসাইয়া উরু পরে।

কুমারীকন্যা। আর আমি পুত্র ভাবে তোর ক্রোড়ে ব'সেছি পামর,
হাসিয়াছি মনে মনে—
ছিঃ ছিঃ, হের বিশ্ব পুত্রের করম !

কাপালিক। সব ব্যর্থ সব ব্যর্থ করিলি আমার !
আছি মনে করি, রাজকন্যা—

আজ শত নরহত্যাব্রত করিলে সাধন,
শেষ তোর ধর্ম্ম নাশি শেষ মন-আশা
মোর করিব পূরণ।
অহো সব ব্যর্থ—সব ব্যর্থ আজ!
আবার বিলম্ব ঘটালি তুই।
আচ্ছা—আচ্ছা—অচিরাৎ এর পাবি প্রতিফল!
কালান্তক সহচর আমি, আরে চণ্ডালিনি—
দেখেছিস্ খড়্গ!
এই খড়্গে সব সাধ তোর মিটাব পাপিনি!

কুমারীকন্যা। মৃত্যুতে না ডর মোর আছে নীচাশয়,
হ'লে মৃত্যু তোর হাতে পাই পরিত্রাণ।
সে মৃত্যু সতীর ওরে সদা বাঞ্ছনীয়।

কাপালিক। বটে, বটে তবে রহ ক্ষণকাল,
মনে নাই, যেই দিন দস্যু-কর হ'তে—
তোরে করিয়ে উদ্ধার আনিনু পাপিনী—
এই গহন কাননে,
বসাইনু আশার উদ্যানে কত—
নব নব তরু পরম যতনে,
মনে নাই কথা? কহিনু কতই,
নতুবা ত সেই দিন মোর এক ব্রত শেষ হ'য়ে যেত।
আরে রে ছলনাময়ি! বালিকা বয়সে তুই,
জানিস্ এতই ছলা? কে বলে অবলা অবলা?

এত ছল! সাক্ষাৎ গরল যার রয় হৃদিমাঝে।
আচ্ছা আচ্ছা—তাহে নাহি ক্ষতি—
এক ব্রত—শত নরহত্যা পূর্ণ হোক মোর,
পরে বোঝা যাবে—তুই কত জানিস্ ছলনা ?
(শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া)
থাক্ দুষ্টে! ততক্ষণ এই ভাবে তুই।

কুমারীকন্যা। ধর্ম্ম যদি থাকে—ওরে অধার্ম্মিক,
অবলার সতীধর্ম্ম অবশ্যই থাকিবে অটুট।
কখনই মন্দভাব তোর না হবে পূরণ!
দেখ মাগো সতি! সতীকন্যা তোর—
পায় মা কেমন ক্লেশ! (রোদন)

বন্ধু ও রাজকন্যার প্রবেশ।

রাজকন্যা! বাবা, বাবা, সর্ব্বনাশ ক'রেছে ভিখারী,
প্রশ্নের উত্তর দান ক'রেছে বর্ব্বর।
আর বাবা, পাপ প্রাণে নাহি প্রয়োজন,
সব গো বিফল হ'ল—সব সাধে ঘটিল বিষাদ।

কাপালিক। বেটি বেটি! কি কথা শুনালি তুই ?
স্বপ্নবৎ হেরি যে গো—সব বসুন্ধরা!
করিল সে প্রশ্নের উত্তর ?
তবে নহে ত মা সামান্য সে জন!

বন্ধু। (স্বগত) ভগবান্ যাহার সহায়,সামান্য সে জন কখন কি হয় ?

রাজকন্যা। তাই বাবা, ভাবিয়ে আকূল আমি।

কাপালিক। (চিন্তাপূর্ব্বক) ভাবিস্ না মা সরলে!

এখনও দুই প্রশ্ন বাকী,

এক প্রশ্ন হইলেও যেমন তেমন,

শেষ প্রশ্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও—

বলিবার সাধ্য নাহি হবে।

চিন্তা কিবা মাগো তার, চিন্তা কি গো তোর ?

রাজকন্যা। সর্ব্ব চিন্তা দিয়ে বাবা, তোমার চরণে,

র'য়েছি নিশ্চিন্ত আমি রাজার ঝিয়ারি,

এখন উপায় কর, ভাবনায় ব্যাকুল অন্তর।

কাপালিক। শোন্ মাগো—এক প্রশ্ন চিন্তা প্রথম করিবি তুই—

তোর পিতৃবাম চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি,

তারও উত্তর যদি দেয় সেই অল্পায়ু পামর,

শেষ প্রশ্ন—শেষ প্রশ্ন—ভাবিয়াছি যাহা,

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও—অজ্ঞাত সে কথা।

মোর মাথা—মোর এই মাথা—

শুনিলি বুঝিলি—এই দুই প্রশ্ন তুই—

পর পর ভাবিবি চটুলে! পাপাত্মারে দিস্ নে সময়।

দেখ্ হয় কি না হয়—আপন অভীষ্ট সিদ্ধি ?

সর্ব্বসিদ্ধিময়ী যার সহায় জননি,

তার কি বিপদ থাকে ওরে রে চঞ্চলে।

বন্ধু। (স্বগত) উঃ, কি ভয়ানক কথা! বন্ধু অপারাম যেন আমার

কথায় রাজার বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব'লে উত্তর দান ক'র্‌লে, কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর কিরূপে ব'ল্‌বে? এর মাথা—কাপালিকের মাথা, এ কথা ব'ল্‌লেই বা লোকে বিশ্বাস ক'র্‌বে কেন? হা বাবা গোপাল, আজ আবার কি বিপদে ফেল্‌লেন!

রাজকন্যা। সত্যই বলেছ বাবা, এক প্রশ্ন যেমন তেমন,
শেষ প্রশ্ন অতীব জটীল!
তুমি মোর গুরু—
তুমি আমি বিনা অপরে জানে না কেহ।
কহে যদি তাও জ্যোতিষ বিদ্যায়—
সে কথায় কেহ নাহি করিবে বিশ্বাস,
উপহাস মাত্র পাবে সেই অভাজন।

কাপালিক। কেমন মা, শান্তি পেলি মনে?
জানিস রে বেটি—
এই কাপালিকও নহে গো সামান্য!
যা এবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে—
আশা পূর্ণ করি আসিস্ জননি!

রাজকন্যা। বাবা, আসিবার কালে—
বনপথে পেয়েছিনু ভয়,
তাই বলি কিছু দূর—হ'য়ে অগ্রসর—
চল বাবা, দিয়ে মোরে আসিবে গো তুমি।

কাপালিক। পেয়েছিলি ভয়,

চল্ বেটি, চল্ তবে দিয়ে আসি আমি।
থাক্ চণ্ডালিনি—ঐ ভাবে থাক্ কিছু দিন,
স্বকর্ম্মের প্রতিফল দেখিবি কেমন।

[রাজকন্যা সহ প্রস্থান।

বন্ধু। (স্বগত) তাই ত দুরাত্মা চণ্ডাল কাকে কি ব'লে গেল নয়? তাহ'লে নিশ্চয়ই ওখানে কোনও স্ত্রীলোক আছে। হয় ত পাপাত্মা তার প্রতি কোন পাশবিক অত্যাচার কর্‌তে আরম্ভ ক'রেচে। আর আমারই বা রাজকন্যার সহিত যাবার প্রয়োজন কি? দেখি—(কুটিরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) একি—মাতৃ-প্রতিমা যে? হাঁ মা, তুই থাক্‌তে তোর সন্তান আজ এই সব নৃশংস ব্যাপার সাধন ক'র্‌চে, আর তুই নীরব হ'য়ে আছিস্ জননি! জানি না মা, মাতৃপ্রাণ কিরূপ কঠোর! উঃ, কি বীভৎস চিত্র! চারিপার্শ্বে নরমুণ্ড নর-অস্থিতে চড়াছড়ি! আর তার মধ্যে জগজ্জননী মা আমার উলঙ্গিনী হ'য়ে জগতকে যেন উপহাস করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন! ও কি মা, ও কি মা, জিহ্বা কর্ত্তন কর্‌লি যে? না জিহ্বা কর্ত্তন ক'রেই দাঁড়িয়ে আছিস্? অন্যায় ভাবে দোষারোপ কর্‌চি ব'লে—তাই কি তুই লজ্জায় জিহ্বা কর্ত্তন কর্‌লি? তবে মা, তুই হেথায় কেন? মা হ'য়ে সন্তানের এ কদর্য্য আচরণ দেখ্‌চিস্ কেন? শঙ্করি! শঙ্করি! যে পাপিষ্ঠ তোর সন্তানকে তুচ্ছ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কৌশলে হত্যা কর্‌তে সমর্থ হ'য়েচে, যে পাপিষ্ঠ

এই সকল নরহত্যা ক'রে তাদের অস্থি-মুণ্ডে বিজড়িত হ'য়ে তাণ্ডব নৃত্যে অহর্নিশ নৃত্য ক'র্চে, জননি গো—সেই পাপিষ্ঠই কি তোর প্রিয়? না তার আচরণ-প্রণালী তোর নিকট এত মধুর মা! এখন বল্, কি ক'রে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব—বন্ধু আশারামের জীবন রক্ষা করি? দুরাত্মা যে কৌশল জাল আজ অবলম্বন ক'রেচে, তাতে যে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব, তা ত কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি না। জননি! কি করি, তাই বল্, নতুবা এই খড়্গা—যে খড়্গা কাপালিক তোকে দিয়ে তার মনের সাধ পূর্ণ ক'রেচে, আজ সেই খড়্গো বন্ধুর জীবন অগ্রে নষ্ট হ'ক, তার পর যা হয় তাই হ'ক। (খড়্গা গ্রহণ)

কুমারীকন্যা। (খড়্গা ধারণ পূর্ব্বক) জীবন নষ্ট ক'র না বাবা, তুমি মায়ের সন্তান, মা তোমায় আজ এই গহন বিপিনমধ্যে আনিয়েচেন, অনেক দুঃখে আনিয়েচেন, তুমি তাঁর সন্তান হ'য়ে তাঁর অন্যান্য সন্তানগণকে রক্ষা কর। মায়ের মনের অভিলাষ পূর্ণ কর।

গীত

পূর্ণ কর অভিলাষ, বাছারে জীবন নাশ ক'র না ক'র না।
তোর দুঃখে দুঃখিতা মা যে পায় অতি যাতনা॥
যে খড়্গা ধ'রেছ করে, সেই খড়্গো বাছা ওরে,
কাপালিকে হত্যা করি, পূরারে মার বাসনা॥
মায়ের পূরিলে আশ, ঘুচিবে জীবের ত্রাস,
অনায়াসে পাইবি মা'র, অযাচিত করুণা॥

বন্ধু। কে তুমি? ওঃ—তোমার প্রতিই কি মা, চণ্ডাল কাপালিক ভীষণ ভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে গেল? কেন মা, তোমার এ অবস্থা? তোমার প্রতি পাপাত্মা কি অত্যাচার ক'রেচে মা! কেনই বা দুরাত্মা তোমায় লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন ক'রেচে মা! আয় মা, আগে তোর বন্ধন মোচন ক'রে দি। (বন্ধন মোচন)

কুমারীকন্যা। বাবা, সে অনেক কথা, তত কথা বল্‌বার আর সময় পাব না, দুর্বৃত্ত এখনি এসে প'ড়্‌বে। তবে বাবা, মোটের উপর বুঝে লও, স্ত্রীলোকের সার সম্পত্তি যা, সেই অমূল্য সতীত্বের প্রতি পাপাত্মার দৃষ্টি! বাবা এখন তুমি মায়ের আজ্ঞায় মায়ের সতী-কন্যার সম্মান রক্ষা কর। ঐ খড়্গ ধারণ ক'রেচ, হয় ঐ খড়্গে আমার প্রাণনাশ কর, তা নয় ঐ পাপাত্মার পাপমস্তক ধূলিসাৎ কর। চিন্তা ক'র্‌চ কি বাবা, চিন্তার আর সময় নাই, ঐ পাপাত্মা এলো। মায়ের আজ্ঞায় তুমি এ নরহত্যা কর, তাতে তোমার কিছুতেই পাপ-স্পর্শ ক'র্‌বে না। আমি যদি সতী হই, তাহ'লে সতীবাক্যে কখনই তোমার পাপার্জ্জন হবে না। বাবা রে—ঐ পাপাত্মাকে হত্যা ক'রে, সংসারে নর-হত্যার স্রোত তুমিই নিবারণ কর। মা তোমায় আজ সেইজন্যই এখানে আনিয়েচেন। ঐ কুটির-পার্শ্বে দাঁড়াও, পাপাত্মা এলেই পাপাত্মার মস্তক দ্বিখণ্ড কর।

বন্ধু। একি, আমি কি শুন্‌চি! সত্যই কি এই মায়ের বাণী! মা, মা! সত্যই কি তুই আমায় তাই এখানে আনিয়েচিস্ জগদম্বে! আর এই পাপাত্মার প্রাণনাশ না ক'র্‌তে পার্‌লেও

ত কিছুতেই বন্ধুর প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না। এই একের প্রাণে আজ জগতের উপকার সাধন করা হবে। তবে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌ব? অহো বন্ধু! আজ তোমার প্রতি মায়ের আদেশ কি ভয়ঙ্কর! মা, মা কাপালিক যে ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মহত্যা কি ক'রে করি মা!

কুমারীকন্যা। বাবা, কারে ব্রাহ্মণ ব'ল্‌চ? ওর ব্রহ্মত্ব অনেক দিন পূর্ব্বে লুপ্ত হ'য়েচে। আর সময় নাই বাবা, আজ মায়ের আদেশে জগতের বহুল উপকার সংসাধনের জন্য যে খড়্গ ধারণ ক'রেচ, সেই খড়্গাধারণের সার্থকতা সাধন কর। আর সময় নাই বাবা, আর সময় নাই।

বন্ধু। তাই মা, তাই বন্ধু আজ মায়ের আদেশে নর-শোণিতাপ্লুতা মেদিনীকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আর আমার বন্ধু আশারামের জীবন-রক্ষার জন্য ধর্ম্মকর্ম্ম ন্যায় অন্যায় সব জলাঞ্জলি দিয়ে তাই মা, তাই এই ভীষণ দুঃসাহসিক কার্য্যে বন্ধু অগ্রসর হ'ল। ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী হও, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা তোমারাও সাক্ষী থাক, বন্ধু আজ অনেক কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত লোক-ঘৃণাকর নর-হত্যায় ব্রতী হ'ল। বাবা গোপাল, ঠাকুর, ঠাকুর, আসুন, আসুন, এখনও বন্ধুর কর্ত্তব্য কি এসে ব'লে দিন্। না আর সময় নাই, ঐ যে পাপাত্মা জলন্ত তড়িদ্বেগে আস্‌চে! তবে আমাকেও এবার প্রচ্ছন্নভাবে কুটীরের এক-পার্শ্বে দাঁড়াতে হ'ল।

(দণ্ডায়মান)

বেগে কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক। না, না, কিছুতেই নয়—চণ্ডালিনি! কিছুতেই তোর পরিত্রাণ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এলেও আমার ইচ্ছার গতি কেউ রোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না। দেখি, কে রক্ষা করে! এই মুহূর্ত্তে আমার ব্রত পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই বলযোগে তোর অমূল্য ধন সতীত্ব-রত্ন নষ্ট ক'র্‌ব। (কুটীরে প্রবেশোদ্যত)

বন্ধু। সাবধান বর্ব্বর! কিছুতেই নয়, সতী-মায়ের পুত্র আমি থাক্‌তে কার সাধ্য আমার সতীমায়ের গাত্রে করক্ষেপ করে? পাপিষ্ঠ! এইবার আপন কর্ম্মের ফলভোগ কর্।

(কাপালিকের মস্তকচ্ছেদন ও চতুর্দ্দিক হইতে মৃত-রাজপুত্র-গণের প্রেতাত্মা আসিয়া রক্তপান)

যাও নরক—নরকেই তোমার স্থান, সেই নরক উজ্জ্বল কর গে। একি—একি, আশ্চর্য্য! পঙ্গপালের মত এরা কারা? সহস্র ধারায় উদ্বেলিত উষ্ণ-প্রস্রবণবৎ পাপাত্মার মুণ্ড-বিনিঃসৃত রুধিরস্রাব এরা যে পান ক'র্‌চে? কর—কর, তোমরা বড় পিপাসিত দেখ্‌চি, কর, কর প্রাণভরে পান কর। কি আশ্চর্য্য—এমন অদ্ভুত চিত্র কখনও ত দেখি নাই!

প্রেতাত্মাগণ। হও বন্ধু, দীর্ঘজীবি তুমি,
নরহত্যা হ'তে পাপহীনা করিলে ধরণী।
পিপাসিত জনে—

রক্ত দানি তৃপ্ত করিলে সবায়।
আঃ, আঃ, এতদিনে মোরা
অকাল-মৃত্যুর জ্বালা ভুলিনু সকল।
বন্ধু! কি ভাবিছ আশ্চর্য্য হইয়ে?
ঐ পাপাত্মাই রাজ-তনয়ার গুরু
ওরই কূট জটিল কৌশলে—
আমরা এ রাজপুত্র সবে ম'রেছি অকালে।
হের, হের বন্ধু, মোদের দুর্গতি!
প্রেতমূর্ত্তি মোরা, প্রেতমূর্ত্তি মোরা,
কি আশীষ দিব—তবু কহি,
দীর্ঘজীবি হও বন্ধু, দীনেশ-কৃপায়!

(অন্তর্দ্ধান)

বন্ধু। আহা হা প্রেতমূর্ত্তি এঁরা,
সেই সব রাজপুত্রগণ!
নবনীত সুকোমল যাঁদের শরীর,
স্বর্ণবর্ণ নিন্দা পায় যাদের কান্তিতে,
তাঁদের এ দশা হায় ক'রেছে পামর!
বন্ধু, বন্ধু, ধন্য তুই এ নরহত্যায়—
সার্থক জীবন তোর।
এ নর-জনম ধন্য ব'লে মান্ তুই!
ভোঃ ভোঃ প্রোতাত্মা সকল—
কোথায় যাইলে?

কর, কর, প্রাণভ'রে কর রক্তপান!
বন্ধু আজ তোমাদের রক্ত করি দান,
এ প্রাণ তাহার করুক সার্থক!
একি—একি, কর হ'তে খসে না যে খড়্গ!
একি হ'ল ব্রহ্মহত্যা-পরিণাম!
মা, মা, একি হ'ল শিবে!
সন্তানেরে মাগো, একি এ ছলনা?

কুমারীকন্যা। (খড়্গ লইয়া) ভয় নাই বাছা,
যাও এবে—পাপিষ্ঠের মুণ্ড লয়ে—
বন্ধুর জীবন তরে।
আমি মা থাকিতে ভয় কি রে বাছা!
দে রে খড়্গ,
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হ'তে পা' রে পরিত্রাণ।

(খড়্গ গ্রহণ)

বন্ধু। একি মা? কে তুই তা বল?
প্রস্ফুটিতা লাবণ্য-লতিকা পাংশুমাঝে জ্বলন্ত অনল,
কে তুই মা তড়িত-বরণা, সত্য করি বল্?

কুমারীকন্যা। বন্ধু, মম পরিচয়ে বাসনা তোমার,
রে কুমার, শোন তবে—
সংসারে কুমারীকন্যা আমি।

বন্ধু। না মা, শুধু তুই তা নোস গো,

এখনও গুপ্তভাবে ক'রিস্ ছলনা!

কুমারীকন্যা। তবে বাছা, আমি মহামায়া।

বন্ধু। তবে মাগো, বল্

আমায় নিমিত্ত কেন করিলি জননি!

করিলি মা, ব্রহ্মহত্যা মহাপাপী?

কুমারীকন্যা। বাছা! তোর সব পাপ আমি ক'রেছি হরণ,

তোরে স্পর্শ ক'রেছি যখন।

যাও বাছা—হ'য়ে গেছে রজনী প্রভাত!

আশারাম যায় রাজ-সভামাঝে!

বিলম্ব ক'রো না—বিলম্বে অনিষ্ট হবে—

পাবে শেষে মনস্তাপ। (অন্তর্দ্ধান)

বন্ধু। ধন্য লীলা মহামায়া তোর!

কে জানে জননি—

কি ভাবে মা কর খেলা?

(নেপথ্যে)। বাছা! কাল পূর্ণ নাহি হ'লে,

কেবা করে কারে নাশ!

কালের কামিনী আমি—

আমি হই কালের সঙ্গিনী।

যাও বাছা, বিলম্ব ক'রো না!

বন্ধু। যাই মা! তাই ত রাত্রি যে প্রভাত হ'য়ে গেছে! তাহ'লে চঞ্চল আশারাম, নিশ্চয়ই রাজসভাভিমুখী হ'য়েচে, কখনই সে আর

আশ্রমে নাই। তাই ত শেষে এত ক'রেও যে সব বিফল হয়। না, আমি আর আশ্রমে যাব না, এই মুণ্ডটা বেঁধে একেবারেই রাজসভাভিমুখী হইগে। তাই ত, কি হ'ল! বাবা গোপাল, এ আবার কি ক'র্‌লেন? হায়, হায়, বুঝি এত ক'রেও বন্ধুর প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না!

[মুণ্ড লইয়া বেগে প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সান্দিপণরাজা, মন্ত্রী, দর্শকমণ্ডলী, রাজগণ, সহচরীগণ ও রাজকন্যার প্রবেশ।

সান্দিপণ। মহাশয়! আমার ত স্থির বিশ্বাস যে সেই মহাপুরুষেই আমার কন্যার সমস্ত প্রশ্নোত্তর দানে সমর্থ হবেন।

মন্ত্রী। তা'হলেই ত মহারাজ, আমাদের সকল মনোবাসনাই পূর্ণ হয়।

সান্দিপণ। তা আর ব'ল্‌তে মন্ত্রি! আমি কন্যার অনুরোধে কি না গর্হিত কার্য্য করেছি বল দেখি? হৃদয় পাষাণ ব'লে এখনও

বিদীর্ণ হয় না, নতুবা মানবের দর্শনাতীত—সমস্ত ঘটনাই আমাকে দর্শন ক'র্‌তে হ'য়েচে ! যাক্,আমরা ত সকলেই এলাম, কিন্তু সে মহাপুরুষ এখন আসচেন না কেন ?

অদূরে আশারামের প্রবেশ।

আশারাম। (স্বগত) তাইত—ভাই বন্ধুর সহিত একত্র শয়ন ক'র্‌লাম, সে বন্ধু গেল কোথায় ?

দ্রুতপদে পঁটুলি হস্তে বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। ভাই, ভাই আশারাম ! ভাই দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি যাচ্চি।

আশারাম। ভাই বন্ধুর স্বর নয়—তাই ত.আমি ত তাই বলি,ভাই বন্ধু কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে ? ভাই, ভাই, এস, কুশল কি না ভাই বল ?

বন্ধু। সব কুশল ভাই, সব কুশল। এখন শুনে নাও (কর্ণে কথন ও পুঁটুলি দান) এ বুঝ্‌লে, যাও বন্ধু, বাবা গোপাল আর ঠাকুরের পদ চিন্তা ক'রে চলে যাও, আমি আবার তোমার জন্য বাবা গোপালের পূজা ক'র্‌তে বসি গে।

[প্রস্থান।

আশারাম। যাক্, তবে আর কুচপরওয়া নেই। শালি,তুমি এতদি উড়েচ, এবার আশারামের হাতে বাবা, কত ছোলা খা

খেও। এখন যাওয়া যাক। (সভা মধ্যে গমন) মহাশয়গণ! নমস্কার!

সান্দিপণ। এই সেই মাহাত্মা! বাপু! আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌চি।

আশারাম। আমিও অতি ব্যস্তভাবেই আস্‌চি। এক্ষণে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? আপনার কন্যাকে প্রশ্ন ক'রতে আদেশ দিন, আজ আমার প্রশ্নোত্তর শুন্‌বার জন্য সভাস্থ সমস্ত দর্শক-মণ্ডলীই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন। মহারাজ! আমি এখনই সকলের কৌতূহলবৃত্তি নিবৃত্ত ক'র্‌ব।

সান্দিপণ। বাছা, আবার আমার কর্ত্তব্য তোমায় বাধা প্রদানে উদ্যত হ'য়েচে।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ? আর ত তার উপায় নাই।

সান্দিপণ। ও—তাও ত বটে, কেন মন্ত্রি, জানি না, আমার প্রাণ এত ব্যাকুল হ'ল! যাক্—সংসারে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তার দাস। মা, এবার তুমি তোমার প্রশ্ন ক'র্‌তে পার!

রাজকন্যা। আমার প্রশ্নের আমি চিন্তা ক'রেচি বাবা, আপনি ওঁকে প্রশ্নোত্তর প্রদান ক'র্‌তে বলুন।

আশারাম। রাজকুমারী—তোমার অদ্যকার দিবসের প্রথম প্রশ্ন তোমারই পিতা মহারাজের বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি! হয় কি না—সত্য বল?

রাজকন্যা। (মস্তক অবনত করণ)

সকলে। হ'য়েচে, হ'য়েচে, প্রশ্নের উত্তর হ'য়েচে।

সান্দিপণ। কি মা, তোমার প্রশ্নোত্তর হ'য়েচে ? সত্য বল, আমি তোমার পিতা, আমার নিকট সত্য বল ?

রাজকন্যা। হাঁ পিতা, এ প্রশ্নের উত্তর আমার হ'য়েচে, কিন্তু এখনও এক প্রশ্ন বাকী।

আশারাম। কর প্রশ্ন—এখনই পাবে সদুত্তর।

এখন—করিবে প্রশ্ন ?

নয় পুনঃ আসিতে হইবে ?

রাজকুমারী। না না—মহাশয় !

এই ক্ষণে সেই প্রশ্ন আমি—

চিন্তা করিলাম, সাধ্য থাকে করুন উত্তর।

আশারাম। হে রাজকুমারি !

ক্রুদ্ধ হ'য়ে কিবা ফল !

ক্রোধে মনস্তাপ ! পরিণাম তার হয় অমঙ্গল।

করিয়াছ প্রশ্ন চিন্তা—

তার সে উত্তর, বাক্যে নাহি দিব আমি—

শোন সভাসদ্‌গণ, শোন আর আর দর্শকমণ্ডলি,

রাজকন্যা যেই প্রশ্ন চিন্তা ক'রেচেন মনে,

তার আমি সদুত্তর দিব না কথায়,

দেখ সবে—দেখ সবে—ইহা করি উন্মোচন !

এরি মাঝে রহিয়াছে প্রশ্নের উত্তর।

(পুঁটুলি প্রদান)

ন্দিপণ। (ব্যস্তভাবে) দেখ—দেখ মন্ত্রি !

ত্বরা করি দেখ—সত্য কি না হয় দেখ
কন্যার উত্তর! হা ভগবন্! চাও দেব, আমার উপর।
(মন্ত্রীর পুঁটুলি উন্মোচন)

সকলে। একি—একি—এ যে নরমুণ্ড!

আশারাম। এই নরমুণ্ড, এই নরমুণ্ড—কাপালিকমুণ্ড,
রাজকুমারীর গুরুমুণ্ড ইহা!
এই চিন্তা ক'রেছেন রাজার কুমারী।

রাজকন্যা। (সরোদনে) হা গুরু! হা গুরু!
হায় হায়—আজ তব ঘটিয়াছে হেন দশা!
হায় হায়—সব আশা বিফল আমার। (মূর্চ্ছা)

সহচরীগণ। হায় হায়—মহারাজ কি হ'ল কি হ'ল!
(সহচরীগণের শুশ্রূষা)

সান্দিপণ। অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার!
এ মানব সামান্য নহে ত!
কহ মহাজন কে আপনি?
সত্য সত্য সত্য সত্য প্রশ্নের উত্তর!
রাক্ষসি, রাক্ষসি—
তোর ও মূর্চ্ছায় বিন্দুমাত্র আমি
নহি রে দুঃখিত! বল চণ্ডালিনি,
গুহ্য বিবরণ এর? আর সত্য কি না বল্—
তোর প্রশ্নের উত্তর।

রাজকন্যা। সব সত্য বাবা, অপরাধ ক্ষম মোর!
হা গুরু! হা গুরু! সব সাধ মনেতে রহিল।

সান্দিপণ। বল্ চণ্ডালিনি! শীঘ্র করি বল্—
তোর রে আবার গুরু কোন্ জন?

রাজকন্যা। পিতা, পিতা, বলুন, বলুন মোরে—
ক্ষমিবেন তনয়ার অপরাধ যত।

সান্দিপণ। না, না, অপরাধ তোর ল'ব না রে আমি,
বল্ তুই সত্য বাক্য।

রাজকন্যা। পিতা, অতি বাল্যকালে—
সহচরী সনে গিয়েছিনু কানন ভ্রমণে,
তথায় সাক্ষাৎ এক শক্তি-উপাসক ভৈরবের সনে।
মিষ্টভাষে সেই সে সুমতি—
এমনি করিল বাধ্য মোরে,
তাহে গুরুপদে আমি তাঁরে করিনু বরণ!
তাঁরি উপদেশে বাবা, আমি করি এই পণ।
তাঁরি যুক্তি মতে বাবা,
এই সব রাজপুত্র হ'য়েছে নিহত।

সান্দিপণ। উঃ চণ্ডালিনি!
এর মাঝে এত সংঘটন তোর ঘটেছিল হায়!
ধিক্ ধিক্, নারী-স্বাধীনতা।
কেবা বলে স্ত্রী-স্বাধীনতায় ঘটে সুমঙ্গল—
গণ্ড সেই—আজ হ'তে আমি তারে ঘোর মূর্খ বলি।

যদি আমি তাহে নাহি দিতাম প্রশ্রয়,
তাহ'লে এ সুধা-বৃক্ষে ফলিত না এ কুফল কভু!
হায় চণ্ডালিনি! নীরব রহিলি কেন?
এখনও কথা আছে তোর,
বল প্রকাশিয়া কহিলি যে ক্ষণপূর্ব্বে—
"হায় গুরু! সব সাধ মনেতে রহিল
এ শব্দের বাক্যার্থ কি বল্?
চাস্ রে মঙ্গল যদি তবে মোর কাছে সত্য কথা বল্?

রাজকন্যা। পিতা, সত্য ভিন্ন কহিব না মিথ্যা বাক্য কভু!
গুরু মোরে বলেন এরূপ,
"মাগো! এইরূপে শত নর-হত্যা করিলে সাধন,
মা'র কৃপাবলে তুমি হইবে অমরী,
আর গো জননি, তোমার কল্যাণে আমি—
হ'ব ধরণীর একচ্ছত্রী রাজা,
তখন আমিই পিতা ব'লেছিনু তাঁরে'
"গুরু তুমি হ'লে রাজা রাজ্যেশ্বর—
জনকেরে মোর মন্ত্রী ক'রো তব!"

সকলে। (হাস্য)

সান্দিপণ। থাক্ থাক্, আর শুনিবারে নাহি প্রয়োজন!
অবোধিনী অতি মূর্খা তুই!
রাজা বাপ মন্ত্রী হবে এ প্রার্থনা তোর?
যাক্ যাক্, এখন কি করিবি তা বল্?

গুরু ত হ'য়েছে হত,

যুক্তি যত গিয়াছে মিশিয়া কালে।

রাজকন্যা। পিতা, গুরু হত হইলেও পণে বাধ্য আমি।

দিন অনুমতি, পতিভাবে আমি—

দিই বরমাল্য ওঁরে এই সভামাঝে!

আশারাম। (স্বগত) ওঃ, আশারাম! কি শুন্‌চিস্ রে! আগা-ডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, নাচ্‌ব নাকি? না বাবা, ত হ'লে যদি ফস্‌কে যায়? বলে "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।"

সান্দিপণ। হে সুসভ্যমণ্ডলি! কন্যা অনুমতি চাহে,

এই সুমতিরে করিবারে বরমাল্য দান।

সকলে। অবশ্য অবশ্য!

সান্দিপণ। দেহ মাগে। বরমালা তুমি,

আন সহচরি, সচন্দন পুষ্পমালা।

[জনৈক সহচরীর প্রস্থান।

তবে এস বাছা, এ কন্যাদানের

যৌতুকস্বরূপ পূর্ব্ব হ'তে—

এই রাজ-সিংহাসন দান করি আমি।

আজ হ'তে এই সান্দিপণ-রাজ্যে তুমি রাজা।

(আশারামকে রাজ-সিংহাসন দান)

পুত্র-নির্ব্বিশেষে পাল প্রজাগণে।

মন্ত্রি! আর কেন আমার ত হ'য়েছে সময়,

আছে ত প্রতিজ্ঞা মনে,
কন্যাদান করি বাণপ্রস্থে যাব,
সেইক্ষণ এবে উপস্থিত,
পূর্ব্ব হ'তে হও হে প্রস্তুত।

আশারাম। (স্বগত) হুঁ হুঁ, আমি রাজা! তা-না-না, হুঁ হুঁ আমি রাজা! ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার আশীর্ব্বাদই ফ'ল্‌ল! আশারাম আজ রাজত্ব আর রাজকন্যা দুই পেয়েচে। হুঁ হুঁ, আমি রাজা! কোথায় যাব র‍্যা! ধিন্ ধিন্ ধিন্‌তা ধিন্না, তাধিন ধিনা! বাজে আশারামের আশার বীণা। আয় রে বাবা সোনা রূপো, তোরা দেখে যা, আশারাম কইত যা, দেখ্ ফ'ল্‌ল কিনা তা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পুষ্পমাল্যহস্তে জনৈকা সহচরীর পুনঃপ্রবেশ।

শাণ্ডিপণ। আয় মাগো, সর্ব্বজন সমক্ষেতে আজ
এই এই পুরুষ-রতনে বরমাল্য দান কর তুমি।
জন্ম-আশা পূরাই মা আমি।

(রাজকন্যা কর্ত্তৃক আশারামের গলে বরমাল্য দান)

সহচরীগণ। গীত

এবার প্রাণে প্রাণে বদল দিয়ে চাও দেখি প্রাণ আপন প্রাণে।
মনে হয় কম্‌সে চ'লে যাই রে আমি সে—কেমন কেমন কে জানে।
সে ভরা গাঙ, তার কূল কিনারা নাই,
জোয়ার ভাঁটা তার খেলে না; সদাই ভেসে যাই,

সে কেমন কেমন—কেমন কেমন সত্যি বলিস্ ভাই,
তার নাইক ভাষা নাইক আশা নাইক তার মানে,
সে কেমন কেমন—সেই গা তেমন যেমন সে জাগে প্রাণে ॥

আশারাম। (স্বগত) হো হো, আমি কোথা যাচ্চি রে! আশারাম, আশারাম! আজ তোর আশা সার্থক হ'য়ে গেচে! আহা—হা এই ত স্বর্গ! স্বর্গের পরীরা সব এসে গান গাচ্চে! (প্রকাশ্যে) ব'স ব'স রাজকুমারী, আমার বামে এসে ব'স! ব'স্তে হয়। (রাজকন্যার তথা করণ, স্বগত) হো—হো—হো—বাসনা ক্ষয়, একেবারে ক্ষয়! আমি রাজা, রাজকন্যা আমার স্ত্রী! হো—হো—হো। এই আমি রাজা, এই এই সব আমার প্রজা, এই আমার মন্ত্রী, এই আমার বিশাল রাজত্ব, ধন অর্থ লোক জন। তবে আমি এখন কে? আমি যে আশারাম—সেই আশারাম, আমার ত চারটা হাত পা হয় নি, ও বাবা, এ সবই শ্রবণ সুখ আর নয়ন সুখ! সব দীল্লিকা লাড্ডু—বাবা! সব দীল্লিকা লাড্ডু!

বন্ধুসহ অনন্তমিশ্রের প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। আশারাম, আশারাম! প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

বন্ধু। ভাই আশারাম! ঠাকুর এসেচেন, ঠাকুরের আজ্ঞায় প্রস্তুত হও।

আশারাম। কে, কে ভাই বন্ধু, ভাই, তোমা হ'তে আজ আমি

রাজা হ'য়েচি, আর এই দেখ রাজকন্যে! অ্যাঁ -অ্যাঁ আপনি? গুরু—গুরু! ঠাকুর! ঠাকুর! আসুন, আসুন, প্রণাম করি। পায়ের ধূলি দিন! (প্রণাম) আজ আপনার আশীর্ব্বাদে—আশারামের আশা পূর্ণ, আশারামের জীবন আজ ধন্য! ঠাকুর! ঠাকুর! আশারাম আজ আপনার আশীর্ব্বাদে রাজত্ব আর রাজকন্যা দুইই পেয়েচে।

অনন্তমিশ্র। আশারাম, সকলই আমি তা জানি, আর জানি ব'লেই এসেচি! বাছা বন্ধু হ'তেই তোমার জীবন-রক্ষা হ'য়েচে! বন্ধু, বন্ধু-সমাজের জলন্ত দৃষ্টান্ত। ধন্য বন্ধু! তুমিই ধন্য! যাক্, বলি এখন কি আশারাম আর পূর্ব্বের কথা স্মরণ ক'র্‌তে পার্‌চ না? মনে নাই, বাসনা পূর্ণ হ'লেই বাসনা ক্ষয় ক'র্‌তে হবে।

আশারাম। ঠাকুর! ঠাকুর! আছে আছে, সকলই স্মরণ আছে। তাই আমার মনে হ'চ্ছিল, দুনিয়াটা সব দিল্লীকা লাড্ডু! গুরু, গুরু! কি ক'র্‌তে হবে আদেশ করুন। আশারামের আশা পূর্ণ হ'য়েচে। আশারাম যা সংসারে চেয়েচে, তাই পেয়েচে; কিছুই নাই বাবা, সব শ্রবণ সুখ আর নয়ন-সুখ! এবার যা ক'র্‌তে ব'ল্‌বেন, আশারাম তাতেই প্রস্তুত।

অনন্তমিশ্র। তবে এস—কর্ম্মদ্বার রুদ্ধ ক'রে জ্ঞান-দ্বারে প্রবেশ ক'র্‌বে এস। এস বৎস! আমি তোমার জন্য এতদিন বিষম চিন্তায় চিন্তিত ছিলাম, আজ নারায়ণ আমায় সে চিন্তা-সমুদ্র হ'তে উত্তীর্ণ ক'রেচেন, তখন আর কেন? এখন আমিও যেখানে, তুমিও সেইখানে থাক্‌বে চল।

আশারাম। আর কেন রাজকন্যে! আমার মুখের দিকে চাইলে আর কি হবে! বিবাহ—রাজত্ব সব স্বপ্নের খেলা! সব শ্রবণ-সুখ আর নয়ন-সুখ! শেষে সব ফাঁক। যাও,যে যার কাজ কর গে।

রাজকন্যা। হায় ভগবন্, আজ আমায় কি কথা শুন্‌তে হ'চ্চে?

অনন্তমিশ্র। যাও পাপিনি! আপন দুষ্কৃতির ফল অনুতাপ, তাই ভোগ কর গে। দুর্ব্বিনীতে, জান নাই যে, জগতে ধর্ম্ম ব'লে এক পরম পদার্থ আছে! সেই ধর্ম্মকে তুমি অতল জলে ডুবিয়েচ। কেবল পিতৃপুণ্যে এমন দেব-দুর্ল্লভ স্বামী লাভ ক'র্‌লে মাত্র, কিন্তু এটী স্থির নিশ্চয় যেন, এ স্বামী-উপভোগের সুখ তোমার আর ইহ-জীবনে নাই। তবে এই স্বামী-পদ ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি ইহজীবন শেষ ক'র্‌তে পার,তাহ'লেই পর-জন্মে এর কিছু ফল-ভোগ ক'র্‌তে পার্‌বে। উঃ, লোকে একটী নরহত্যা ক'রে মহাপাপ-পঙ্কে লিপ্ত হয়, আর তুমি নিরনব্বইটী নরহত্যা ক'রে এখনও পার্থিব সুখসাধের আশা ক'রে আছ? পাপিনি! ধিক্ ধিক্ তোকে! তোর মুখাবলোকন ক'র্‌লেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হয়। না আশারাম, আর না, চল, পাপিনীর পাপের ছায়াও অতি ভয়ঙ্কর! চল চল, শীঘ্র পালাই চল! আর বাবা বন্ধু, তুমি আপন জন্মভূমি যাযপুরে গমন কর। দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষানল জ্বলে উঠেচে! তোমার পত্নী-পুত্র অন্নাভাবে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্চে। বাবা গোপালের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হ'য়েচে। এখন তারা অনন্যোপায়। যাও বাবা, সংসারে গিয়ে বাসনা ক্ষয় কর গে।

বন্ধু। ঠাকুর! ঠাকুর! যদি এই সকল দুর্ঘটনাই সংঘটিত হয়, তাহ'লে আবার আমাকে কেন সেই পাপময় সংসারে পুনর্যাত্রা ক'র্‌তে আদেশ দিচ্চেন?

অনন্তমিশ্র। তোমার যে বাপু এখনও সংসার-বাসনা তিরোহিত হয় নাই।

বন্ধু। তা হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রভু, এই দুর্ভিক্ষ-সময়ে, আমি স্ত্রী-পুত্রকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্‌ব?

অনন্তমিশ্র। অবোধ, সংসারে কে কাকে রক্ষা করে! এক রক্ষাকর্ত্তা সেই নীলাচলনাথ দীনবন্ধু। বন্ধু, দীনবন্ধু স্মরণ ক'রে শীঘ্র তুমি যাযপুরে যাত্রা কর। সেখানে তোমার পত্নী-পুত্র তিন দিন উপবাসী। আর আমি থাক্‌তে পারচি না, বন্ধু রে, আর আমি থাক্‌তে পার্‌চি না, যাও বন্ধু, তুমি শীঘ্র যাযপুরে যাও। আশারাম, শীঘ্র চ'লে এস।

[বন্ধু ও আশারামসহ প্রস্থান।

সকলে। সাক্ষাৎ জ্বলন্ত পাবক! সাক্ষাৎ জ্বলন্ত পাবক!

সান্দিপণ। ব্রাহ্মণের তেজোদ্দীপ্ত মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডবৎ ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন ক'রে, আমার এমন শক্তি হ'ল না যে, আমি একটী বাক্য জিজ্ঞাসা করি। মন্ত্রি! মন্ত্রি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি, সব যেন ভোজবাজী হ'য়ে গেল! কোন ঐন্দ্রজালিক যেন ইন্দ্রজাল দেখিয়ে চ'লে গেল! যা হবার সব ত হ'ল, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব নষ্ট হ'ল! সকল আশায় বিষম বজ্রাঘাত হ'ল! হ'ল

কি, হ'ল কি, কি হ'তে যেন কি হ'য়ে গেল! রাক্ষসি, রাক্ষসি, দেখ্‌চিস্ কি, যা, যা শীঘ্র যা, ব্রাহ্মণের পাদপদ্মের আশ্রয় প্রার্থনা ক'র্‌গে যা! হায় হায়, মন্ত্রি! চল চল, হে সভাসদ্‌গণ! হে রাজরাজেন্দ্রগণ! দর্শকমণ্ডলি! দেখ্‌চেন কি, আজ হ'তে সান্দিপণ রাজকুল ধ্বংস হ'ল! আশার উচ্চ গিরিশৃঙ্গ একেবারে ধূলিসাৎ হ'ল! চলুন, চলুন, ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে পড়ি গে' চলুন! যদি হতভাগিনী রাক্ষসী কন্যার কোন উপায় ক'র্‌তে পারি।

সকলে। হায় হায় হায়, কি ভয়ঙ্কর চিত্র দর্শন ক'র্‌লাম!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। (স্বগত) চ'লেচি, অবিরাম গতিতে চ'লেচি! সারারাত গেছে আর সারাদিন গেল। এ পথ যেন আর ফুরায় না। আহা হা, কতক্ষণে যাষপুরে গিয়ে পৌছাব? কতক্ষণে অভাগিনী অহল্যার বিষাদমলিন মুখখানির মধ্যে তার সচ্চরিত্রতার অনলদীপ্ত তেজরশ্মি সন্দর্শন ক'র্‌ব? কতক্ষণে আমার সোনা রূপো বীণার অফুরন্ত ভক্তি-ভালবাসার মহাসমুদ্রের মধ্যে গিয়ে অবগাহন ক'র্‌ব? তবে ত এতদিনের দিবারাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের উপসংহার হবে! তবে ত বন্ধুর সমস্ত বাসনার ক্ষয় হবে। বাবা গোপাল! আমার কি

তুমি সে দিনের দিন রেখেচ? না এইভাবেই দীন-দরিদ্র বন্ধুর জীবন-নাটকের শেষ-অঙ্কের পর্য্যবসান ক'র্‌বে! নারায়ণ! এক আশার হিল্লোলে ভেসে ভেসে যাচ্চি, এক আনন্দের মহাচিত্র ভাব্‌তে ভাব্‌তে অবিশ্রান্ত গতিতে চ'লেচি, কিন্তু আবার যখন ঠাকুরের মুখশ্রুত উড়িষ্যা-রাজ্যের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা, আমার পত্নী পুত্র-কন্যার তিন দিন অনশনের কথা স্মরণ হয়, তখন হরি, এত যে আশার অট্টালিকা, এত যে আনন্দের প্রতিমা, সব যেন কোথায় কি ভেঙ্গে চুরে কোন্ অণুতে পরমাণুতে মিশিয়ে যায়। দয়াময়! সব তোমার ইচ্ছা! তুমি সবই ক'র্‌তে পার! তাই ত—তিন দিন তারা উপবাসী! আজও ত একদিন। তাহ'লে চারি দিন তারা উপবাসী। চারিদিন উপবাসে আবার মানুষে বাঁচে? বিশেষতঃ সোনা রূপো—অতি শিশু বীণা, তারা চারিদিন উপবাসে? অহো সে কথা ভাব্‌তে গেলেও যে শরীর শিউরে উঠে! তাই কি? সেই কি লোমহর্ষণময় ঘটনা সংঘটিত হ'য়েচে? বাবা গোপাল, বাবা গোপাল! তাহ'লে আমি কোথায় যাচ্চি? আমায় কোথায় ল'য়ে যাচ্চ? অহো, তাই যদি হয়, তাহ'লে স্নেহ-প্রবীণা করুণ-হৃদয়া বাৎসল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অহল্যা আমার কি ক'র্‌চে? এ সময়, এ সময়—তার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! আর আমি তার—না, না, না, আর ভাব্‌তে পারি না! না, তা কেন হবে? অহল্যা কি আর নিশ্চিন্ত আছে? তার হৃদয়-উদ্যানে তিনটীমাত্র কুসুম-

কোরক—সেই তার অবলম্বন, সেই তার ভরসা, সেই তার আশা, সে কি আর তাদের জন্য কোন চিন্তা ক'র্‌চে না, না কোন উপায় করে নাই? নিশ্চয়ই পুত্র-কন্যার হাত ধ'রে সে যেমন ভিখারিণী, তেমনি ভিখারিণীর বেশে ভিক্ষায় বহির্গত হ'য়েচে! অবশ্যই কোন হৃদয়বান্ মহাপুরুষ অভাগিনীর পুত্র-কন্যাগণের দুরবস্থা দেখে কিছু না কিছু সাহায্য ক'রেচেন। অবশ্যই আমার কুন্দকলিগুলি এতক্ষণ খেয়ে দেয়ে অহল্যার আনন্দময় ক্রোড় উজ্জ্বল ক'রচে! আর আমি যে ফলগুলি আর চাউলগুলি সংগ্রহ ক'রেচি, সেই-গুলিতে আরও একদিন বাঁচাতে পার্‌ব। যাক্, অবশ্যই আমি গেলে আমাকে তারা অনেক দিনের পর দেখে বাহু প্রসারণ ক'রে, আমার কোলে আস্‌বার জন্য ব্যগ্র হবে। অভাগিনী নয় একবার ছলছলনেত্রে চেয়ে আমার সহিত অভিমানে দু'চার দণ্ড না'ও কথা কইতে পারে, কিন্তু না, তা বোধ হয় ক'র্‌বে না। কেননা অহল্যা আমার গুণবতী সাধ্বী ভার্য্যা। সে ত শুনেচে যে, আমি বন্ধু আশারামের জন্য জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ ক'রেছিলাম। যাক্, এখন কোথায় আসা গেল? এ স্থানটী ত চেনা চেনা বোধ হ'চ্চে। না, তাহ'লে আর যাযপুর অধিক দূর নাই। ওকি, কার কাতর কণ্ঠস্বর শোনা যায় নয়?

(নেপথ্যে)—একটু জল দাও, একটু জল দাও।

বন্ধু। কে তোমরা জল চাচ্চ?

জনৈক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাহার মুমূর্ষু শিশু পুত্রকে লইয়া প্রবেশ।

বৃদ্ধ। কে বাবা তুমি? আমরা খাদ্যাভাবে আজ পাঁচদিন উপবাসী। ছেলেটা ত গেলই, আমরাও যাই যাই হ'য়েচি। (উপবেশন)

বৃদ্ধা। বাবা, এই একটীমাত্র আমাদের অন্ধের যষ্টি পুত্র! সেটী আজ দেখ বাবা, "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, ক্ষুধায় প্রাণ যায়" ব'লে লুটিয়ে প'ড়েচে। উঃ বাবা, আমরাও দাঁড়াতে পারি না। ওঃ—যাই গো! (পতন)

বন্ধু। (স্বগত) কি দুর্ব্বিষহ লোমহর্ষণময় চিত্র! এই কি দুর্ভিক্ষের ছবি নাকি? (প্রকাশ্যে) হাঁ মা, কিছু ফল খাবেন?

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। (উচ্চৈস্বরে) দাও বাবা, দাও বাবা, কৈ—কৈ—কৈ, দাও, দাও, (বন্ধুকর্ত্তৃক ফলদান)

বৃদ্ধা। মর্ মিন্‌সে, তুই সব খাবি নাকি,? না, না, বাবা আমাকে দুটো দাও, বড় খিদে বাবা! (স্ত্রী ও পুরুষে কাড়াকাড়ি)

বৃদ্ধ। মর্ মাগি, আমি যে পাঁচ দিন খাই না। না বাবা, ওকে একটা দাও। (কাড়াকাড়ি)

বন্ধু। (স্বগত) তাই ত ক্ষুধায় সকলই দিক্‌হারা কাণ্ডাকাণ্ডহীন হ'য়েচে! স্বামী পত্নীর কেউ কারো প্রতি আর স্নেহ-মমতাটী পর্য্যন্ত নাই। এদিকে একমাত্র পুত্র মুমূর্ষাপন্ন। (প্রকাশ্যে) হাঁ বাছা, ঐ বালকটিকে আগে একটু খাওয়াও না গা।

বৃদ্ধ। আরে, ও খাবে এখন, আমরা আগে খেয়ে প্রাণ বাঁচাই বাবা!

বৃদ্ধা। ওগো, বাছার মুখে একটু দাও না, আমি যে আর ডাক্‌তে পারি না; বাছা বড় ঘুমিয়েছে।

বন্ধু। আচ্ছা মা, তোমরা খাও, আমিই বালকটীকে খাওয়াচ্চি। একি—বালকটীর যে আর শ্বাস নাই! সর্ব্বদেহ আড়ষ্ট হ'য়ে গেচে—সর্ব্বনাশ, বালকটী কি তবে ক্ষুধার অসহ্য তাড়নায় জন্মের মত এ পাপ-পৃথিবী ত্যাগ ক'রেচে। তাই ত বটে! ওমা—ওমা আর কারে খাওয়াব মা। তোদের অন্ধের যষ্টি যে, তোদের এ বৃদ্ধ বয়সে তোদিকে সত্য সত্যই অন্ধ ক'রে চ'লে গেচে।

বৃদ্ধা। অঁ্যা অঁ্যা—বাছা আর নাই? (পতন ও মূর্চ্ছা)

বৃদ্ধ। বাবা রে—কি ক'র্‌লি কি ক'র্‌লি? আমার বাছা আর নাই? (পতন ও মূর্চ্ছা)

বন্ধু। তাই ত স্নেহময় পিতৃমাতৃ-প্রাণও বুঝি স্নেহের মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাবা গোপাল—একি ছবি দেখাচ্চ বাবা!

কতিপয় দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নর-নারীর প্রবেশ।

১ম নর। অঁ্যা, এরা সব কারা কথা কয়? ওরে-ওরে—এদেরও এখন কথা কইবার শক্তি আছে।

সকলে। ওরে ওরে—এদের হাতে ফল র'য়েচে দেখ্। ওরে ওরে আমি খাব, আমি খাব। (কাড়াকাড়ি করিয়া গ্রহণ।)

২য় নর। ওরে—ওরে—এর হাতে আরও ফল আছে যে, এর হাতে আরও ফল আছে।

সকলে। দে বাবা, দে বাবা, আমাদিগে বাঁচা বাবা, আমাদিগে বাঁচা বাবা। দে বাবা। (কাড়াকাড়ি করিয়া গ্রহণ ও ভক্ষণ)

বন্ধু। (স্বগত) তাই ত—কি বীভৎস চিত্র। ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণায় কারও আর জাতি বিচার নাই। এ ওর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কোন বিকার জ্ঞান না ক'রে অম্লানভাবে খাচ্চে!

সকলে। ওরে—ওরে—দেখ্ দেখ্ ওর কাছে আরও কি আছে দেখ্? (কাড়াকাড়ি)।

বন্ধু। সব দিচ্চি, সব দিচ্চি, আমি কিছুই রাখ্‌ব না, আমি আমার স্ত্রী পুত্র-কন্যার জন্য এইগুলি সংগ্রহ ক'রেছিলাম, কিন্তু এখন আর তা প্রয়োজন নাই। আপনারা এইগুলি ভক্ষণ ক'রে কিয়ৎক্ষণ প্রাণ রক্ষা করুন। তবে এই বৃদ্ধ আর এই বৃদ্ধার জন্য যৎসামান্য আমায় রক্ষা ক'রতে দিন।

সকলে। দে দে—তাই চারটী রেখে আমাদিগে দে! প্রাণ বাঁচা বাবা, প্রাণ বাঁচা। (গ্রহণ ও ভক্ষণ)

সকলে। চ, চ, এখন জল খাই গে চল, তবু আজকার রাতটা বাঁচ্‌তে পার্‌ব। বাবা, তোর একগুণ দানে লক্ষগুণ হ'ক। তুই অমর হ'।

[প্রস্থান।

বন্ধু। অহো স্মৃতি! তুই আবার এ সময় কেন? পথিমধ্যে যে

সকল হৃদয়ভেদী দুর্ঘটনা দর্শন ক'র্‌লি, হয় ত—আর হয় ত কেন, নিশ্চয়ই যাবপুরে—সেই ঠাকুর অনন্তমিশ্রের পর্ণকুটিরে ইহা অপেক্ষাও বক্ষভেদী দুর্ঘটনা সকল দেখ্‌তে হবে! যাক্,এখন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে তাদের গৃহে না দিয়ে এসেই বা কেমন ক'রে যাই? বাছাদের জন্য যে সকল ফলগুলি আর চাউলগুলি সংগ্রহ ক'রেছিলাম, তাতে ত কৃষ্ণের ইচ্ছায় কয়েকটী কৃষ্ণ-ভক্তের প্রাণ রক্ষা হ'ল, কিন্তু হায় তাদের কি উপায় হবে? সব বাবা গোপালের ইচ্ছা! আমি ত আর তাদের রক্ষাকর্ত্তা নই। যাক, মা, উঠুন, আর কাঁদ্‌লে কি হবে? এখন উড়িষ্যা-রাজ্যে যে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্জলিত হ'য়েচে, তাতে মা তোমার ন্যায় কত শত অভাগিনী তাদের কত শত হৃদয়ের মণিকে—এই ভাবে বিসর্জ্জন দিচ্চে! তখন জননি! আত্ম-শোক সম্বরণ ক'রে স্বগৃহাভিমুখিনী হবেন চলুন।

বৃদ্ধ। বাবা, বাবা, প্রাণ যায়, বড় ক্ষুধা—অ্যাঁ, কে আমার হাতের ফল নিলে? কথা কইতে পারচি না বাবা।

বন্ধু। এই নিন—এই চাউলগুলি খান, মা—ধরুন, এই সময় খেয়ে ফেলুন, তা না হ'লে আবার হয়ত কারা এসে এ গুলিও কেড়ে নিয়ে যাবে। (উভয়কে প্রদান ও ভক্ষণ) চলুন, কোন দিকে আপনাদের গৃহ, সেই দিকে চলুন। আমি আপনাদিগে রেখে আসি।

বৃদ্ধ। বাবা, আমাদিকে দিয়ে আস্‌বে, কিন্তু বাবা এ হতভাগা সন্তানের ত কোন একটা উপায় ক'র্‌তে হবে! আমরা কত

পিতা মাতা নয় বাবা, ঐ হতভাগাই আমাদের পিতা ছিল, ওর সংকার ত ক'রতে হবে, কিন্তু আমরা এত শক্তিহীন হ'য়েচি যে—তাই ত বাবা, কি হবে?

বৃদ্ধা। বাবা রে—কেন বাঁচালি বাবা, এখন যা হয় তা কর্। তুই আমাদের পূর্ব্বজন্মে কে ছিলি বাবা!

বন্ধু। মা, আপনারা চলুন, আমি আপনাদের আঁধার মাণিকের শবদেহ স্কন্ধে ক'রে ল'য়ে যাচ্চি, (স্কন্ধে গ্রহণ) আমিই এর সংকার ক'রব, আপনাদের কোন চিন্তা ক'রতে হবে না।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। উঃ, বাবা রে, আজ কি ক'রে গেলি রে বাবা।

(গমনোদ্যত)

বন্ধু। কাঁদিস্ নে মা, তোদের কান্নায় আমার যে আর পা চলে না! অহো কি ভীষণ দৃশ্য! বাবা গোপাল! তোমার কি খেলা বাবা! বৃদ্ধ বৃদ্ধা পিতামাতা থাকতে আজ তার নয়নের মণি প্রাণাধিক পুত্র তাদিগে চোখের জলে ভাসিয়ে চলে গেল! চলে গেল বাবা, যাবার সময় একটা সান্ত্বনার বাক্যও দিয়ে গেল না! হায়, হায়, তবু লোকে বলে "আমার আমার!" যে আমার, তার সঙ্গে ত আমার এই সম্বন্ধ? তবু সে আমার আমার—যাকে আমি আমার ভেবে একদিন মুখের গ্রাস তার মুখে তুলে দিয়েচি, সে আজ যাবার সময় একবার ফিরে চেয়েও দেখ্‌লে না, তবু সে আমার আমার। কি মহামায়া। পোড়া মন। তবু তুমি আত্মহারা থাকবে? চল্ মা, চল্। ঐ আমার আমার—আমারও আছে

তারাও আমার হয় ত এই তোদের আমার মত। উঃ মাগো, আর ভাব্‌ব না, ভাব্‌তে গেলেও হাত পা সব অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। চল্‌ মা চল্‌, একটু দ্রুতপদে চল্‌। হায়, হায়! তাদের আমার কি হ'চ্চে? কে তাদিগে এখন আর সান্ত্বনা দিচ্চে? চল্‌ মা চল্‌! বন্ধু আজ তাদের শেষের ছবি দেখ্‌বার জন্য বড়ই ব্যগ্র হ'য়েচে মা।

[সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। চল বন্ধু. তুমি কত কাঁদ্‌তে পার, আমি তাই দেখ্‌ব। তবু কি তুমি আমার কাছে আস্‌বে না? তুই যে আমার প্রাণ দিয়ে প্রাণ কেড়ে নিয়েচিস্‌? তাই ত আমি তোর জন্য এত ব্যাকুল হ'য়েচি। আর বন্ধু। নিশার স্বপ্নে মত্ত হ'য়ো না। চল দাদা, বন্ধুর সংসার-চিত্র একবার দেখ্‌বে চল।

বলরাম। চল ভাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট উড়িয়া বালকগণের প্রবেশ।

গীত

উড়িয়াবালকগণ। দে গুটা পখাল ভাত, দে গুটা পখাল ভাত,

ও সোনা রূপোর মা, আম্ভে মানঙ্কর খাইব বিনা প্রাণ যাউচি।

মা বাপ মড় মড়, দেখচু সড়িথা কুড়,

বুঝি পড়া যমপুর আম্ভে সবু কাহুঁ বউচি ॥

মরি যাবু ন খাই কিরি,

ভক হ'লা উদর নাড়ী, বুক পলা হউ যাবু কৌয়াড়,

চরণ ন চল্যাচ ॥

তু কৌয়াড়, সোনা রূপার মা, খাইবা বিনা আম্ভেমানঙ্কর প্রাণ গড়া। কিচ্ছু দে সোনা রূপার মা!

অহল্যা, সোনা, রূপা ও বীণার প্রবেশ।

সোনা। দেখ্ মা, আমাদের মত ওরাও সব পেটের জ্বালায় ম'রচে।

অহল্যা। হাঁ বাবা, দেশের যে আজকাল এই অবস্থা। বাছারা,

আমাদের ঘরেতে কি পান্তা ভাত আছে? আমরাও যে তোমাদের মত চারদিন উপবাসী।

উড়িয়াবালকগণ। মাইরি কহিচু?

অহল্যা। সত্যি বাবা, ঘরে যদি কিছু থাকত, তাহ'লে আমরা যে না খেয়েও তোমাদিগে খেতে দিতাম চাঁদেরা! আমরা যে বাবা গোপালের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় ক'রে তোমাদিগে এতদিন খাইয়েচি। এখন যে আর কিছুই নাই বাছারা! তবে এখন যদি দুঃখিনী অহল্যাকে কেউ ক্রয় করে বা আমার পুত্রকন্যা-গণকে দাস দাসী রেখে তোমাদের কেউ আহার দেয়, তা ক'র্‌তেও আমরা রাজী আছি। বাবা রে, আমাদের গোপা-লের আজ চারিদিন হ'ল ভোগ হয় না। (রোদন)

১ম উড়িয়াবালক। তুন হয় মা, তুন হয়। আম্ভে চলি যাউচি। তু আউর রোদন ন ক'রিস। চল্ ছড়ারা, আম্ভে চলি যা উ চল্।

অন্যান্য উড়িয়াবালকগণ। চল্ চল্ ভাই, গ্রাঁড় গড়া, গ্রাঁড় গড়া।

[উড়িয়াবালকগণের প্রস্থান।

রূপা। আর যে মা, থাক্‌তে পারি না, চারদিন খাই না গা, তুই কি ব'লিস্?

অহল্যা। কি করি বাবা, কোথাও যে কিছু পাই না, দেশের কারও বাড়ীতে আর যে অন্ন নাই। বড় বড় সম্রান্ত বাড়ীতে

কচু শাক ভিন্ন আর কিছু জুটচে না, তখন আমাদের কথা কি ব'ল্‌চিস্ বাবা!

ইঁপা। আমি মা, ভোল গোপাল ঠাকুরের বনে যাই মা, ভোল গোপালের কাছে থাক্‌লে আমার আর খিদে পায় না।

মহলা। তাই মা যাও, যেখানে গেলে তোমাদের ক্ষুধার যাতনা না থাকে, সেইখানে থাক মা। হায় তিনিও ত এতাবৎকাল এলেন না? তিনি যদিও থাক্‌তেন, তাহ'লেও বা এই দুঃসময়ে কিছু কিনারা হ'ত। মধুসূদন তাতেও যে বাদী হ'লেন।

সানা। ওমা, আর যে বাঁচি না গা। পেটটা যেন হু হু ক'রে জলে যাচ্ছে। কি খাই মা।

পা। দাদা, তোরা অত কেন খাই খাই বলিস্ বল দেখি, চ দেখি তোরা আমার গোপালের কাছে যাবি, তোদের আর কিছু খিদে থাক্‌বে না।

পা। দেখ্ পোড়ারমুখি! মার খাবি ব'ল্‌চি। এমন সময়ে তুই আর জ্বালাস্ নি।

া। না গো না, আমি আমি আর তোমাদিগে কোন কথা ব'ল্‌বে না, আমি আমার গোপালের কাছে যাই। গোপাল আমাকে কত খাবার দেবে এখন।

[প্রস্থান।

হলা। পাগলী, গোপাল গোপাল ক'রেই কেপল। যাই হ'ক্‌ও এক রোকেই থাকে, কিন্তু বাবা, তোদের উপায়

যে কি হবে, কি ক'রে যে তোদিগে বাঁচাব, সেই ভাবনায় আমার দেহ যেন শুকিয়ে যাচ্চে। চাঁদেরা, এমনি অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেচিস্ যে, তোরা আমার আজন্ম কখন সুখী হ'তে পেলি না। দু'বেলা দু'মুটো যে ভাত খাওয়াব, তাও বাবা গোপাল দেশ অজন্মা ক'রে সে পথও রোধ ক'র্‌লেন! ভাব্‌লেম তাঁর দাসত্ব মোচন হ'ল, এবার আমাদের সুখ হবে! হা পোড়াকপাল—সুখ হওয়া দূরে থাক, তাঁর শ্রীচরণও আর দেখ্‌তে পাচ্চি না। তাতে দুঃখ করি নাই, তিনি ভাল আছেন, তাঁর সে দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচিত হ'য়েছে। নাই তাঁর দেখা পাই, নাই তিনি আসুন, তিনি ত সুখী। তাঁর দুঃখ ত গিয়েচ, তাতেই আমাদের সুখ, তাতেই আমাদের আনন্দ।

রূপা। মা তুই কি দুষ্টু গা, কেবল আপনার মনেই কথা কইবি, আমাদের কিছু খেতে দে না, বস্‌তে পার্‌ছি না! চোখে—যেন আগুনের ঝল্‌কা লাগ্‌চে, কানে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে। মাগো বড়—ক্ষিদে মা! ওমা - মা, তোর রূপো বুঝি আর বাঁচ্‌বে না! রূপোর মুখ তুই ভুলে যা মা!

অহল্যা। বাবা রে, কি করি বল্! বাবা গোপাল কি করি বাবা, তাও ত আজ বাজারে গেছলাম, দাসখৎ কারেও লিখে দিয়ে আমার বাছাদের বাচাই, তা দেশের যে অবস্থা, কে এখন ঘরে দাসী কিন্‌বে! সকলেই যে বাবা পেটের দায়ে অস্থির!

মানা। মাগো যাই মা!

অহল্যা। হা ভগবন্, কি দেখাচ্ছে আর কি দেখ্‌চি? হতভাগিনীর এখনও মৃত্যু লিখ্‌লে না? মৃত্যু! এস মৃত্যু! কোথায় গেলে তোমার সাক্ষাৎ পাই, তাই ব'লে দাও?

রূপা। মাগো—যাই গো—ও পোড়ারমুখি খেতে দে না?

অহল্যা। ওগো মরণও যে হয় না গা! বাবা রে, আমার যে পোড়া-মুখ এখনও পুড়ে না! হা বাবা গোপাল, কি ক'র্‌লে বাবা!

রূপা। যাই মা! (মূর্চ্ছা)

অহল্যা। হায় হায়, বাছার যে দাঁত লেগে গেল! কি করি, কোথায় যাই! বাবা সোনা, একটু জল নিয়ে আয় বাবা! ওরে আমার রূপো কেমন হ'য়ে পড়্‌লো দেখ্ রে! হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে! বাবা গোপাল, বাবা গোপাল!

সোনা। ওমা, আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না মা! আমিও যাই মা, ভাই রূপো, একলা যাস না ভাই, আমাকেও তুই সঙ্গে নে। দুই ভেয়ে এক জায়গায় থাক্‌ব। দুই ভেয়ে এক সঙ্গে খেলা ক'র্‌ব। মাগো যাই গো—(মূর্চ্ছা)

অহল্যা। হায় বাবা গোপাল! হায় বাবা গোপাল! সংসারে আমার সোনা রূপো তুই নিলে? হায় হায় হায়, কি করি গা?

বেগে বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। রোদন-স্বর, রোদন-স্বর! চারি দিকে হাহাকার! "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, ক্ষুধায় প্রাণ যায়", এই ভীষণ আর্ত্তনাদে যেন

সমস্ত আকাশ পাতাল ছেয়ে ফেল্‌চে! পাষাণও ফেটে যায়! কে কোথায়! আমার তারা কোথায়? অহল্যা, অহল্যা, কোথায় তুমি কেমন আছ? ভাল ত'? আমার সোনা রূপো বীণা তারা কোথায়? নীরব কেন? কুটীর নীরব কেন? প্রতিমার নিরঞ্জনে কি সকলে শান্তিজল ল'য়ে চলে গেচে? আমি কি তবে শূন্যবেদী দর্শন ক'র্‌তে এলাম? কৈ কৈ অহল্যা! একি অভাগিনী জীর্ণা শীর্ণা অস্থি-কঙ্কালাবশিষ্টা— একি মূর্ত্তি? এই কি আমার সেই রূপসরোবরে প্রস্ফুটিতা পদ্মিনী? অঁ্যা—অঁ্যা চোখে এত জল কেন?

অহল্যা এসেচ, এসেচ? স্থির হও, আমায় একবার কাঁদ্‌তে দাও, অত ব্যস্ত হ'ও না। ব্যস্ত হ'লে যে হৃদয়ের দুঃখ ভাল ক'রে দেখাতে পার্‌ব না। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! এসেচ? কেন, কি জন্য এলে? কিসের জন্য এলে? দুঃখের শ্মশান দেখ্‌তে? দেখ—দেখ—নাথ! সে শ্মশানে কেমন প্রেতিনী সেজে ব'সে আছি দেখ? কি দেখ্‌তে এলে? যাবার সময় আমার কাছে যে অমূল্য রত্ন গচ্ছিত রেখে গেছ্‌লে, তা দেখ্‌তে এসেচ? রাক্ষসী—রাক্ষসী আমি, তা আমি গ্রাস ক'রে ফেলেচি! ঐ দেখ—তাদের প্রাণপাখী বুঝি আর নাই! চারিটী অন্নের অভাবে—তারা আমার সকল স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে আপন মনে যেতে ব'সেচে।

বন্ধু। যা ভেবেচি, তাই হ'য়েচে। পাগলিনি! কি ব'ল্‌চ? বাবা গোপাল আমার এমন ক'র্‌লেন? কেন অহল্যা, আমি ত

তাঁর কাছে এমন কোন জ্ঞানকৃত অপরাধ করি নাই! বাছাদের জন্য যে চারিটী খাদ্য আন্‌ছিলাম, তাও ত তাঁর সৃষ্ট জীবের আহারের জন্য পথিমধ্যে দান ক'রে এলাম। আমি আপন পর ভেদ করি না অহল্যা! স্বার্থপরতা মহা-বিষকে ত আমি অনেক দিন হৃদয়গৃহ হ'তে বিদায় দান ক'রেচি। তবে কেন অহল্যা, আমার এমন হবে? কেন তারা আমায় ছেড়ে যাবে? আমি ত কার' কোন অনিষ্ট করি না। দেখ—দেখ অভাগিনি! কখন তারা আমাদিগকে ছেড়ে যায় নাই! হয় ত ক্ষুধার বেগে মূর্চ্ছা গিয়েচে!

অহল্যা। (শ্বাস প্রদর্শন পূর্ব্বক) ও গো—ও গো শ্বাস যে নাই! সমস্ত শরীর অসাড়! ও গো—আমি—সংসারে আমার সোনা রূপো দুই-ই হারিয়েচি। বাবা গোপাল, তুমি আমার কি ক'র্‌লে!

বন্ধু। কি ব'ল্লে, কি ব'ল্লে অহল্যা! তুমি সংসারে সোনা রূপো—দুই হারিয়েচ? তবে—আমিও ত আমার সংসারে সোনা রূপো দুই হারিয়েচি। অহল্যা! তা বেশ হ'য়েচে। তাহ'লে এখন আমার বীণা, কোথায়?

অহল্যা। ও গো, সে অভাগিনী বুঝি গোপাল-মন্দিরে গোপাল ল'য়ে খেলা কর্‌চে। গোপাল-ঘরে গেলে তার যে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না গো—অভাগিনীর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না।

তবে অহল্যা, আর ভাবচ কি? চল, সোনা রূপা ছেড়ে

গেচে, তুমিও সোনা রূপার মায়া ভোল। এখন প্রাণের বীণায় সঙ্গে নিয়ে—সেই নিরাশ্রয়—দীনের নাথ দীনবন্ধু—জগবন্ধুর আশ্রম নীলাচলে যাই চল। কেন প্রিয়ে! ঠাকুরের কথা কি স্মরণ নাই। ব'লেছিলেন ত যে, বিপন্ন অবস্থায় বন্ধু—তুমি—তোমার দীনবন্ধু জগবন্ধুর শরণাপন্ন হ'ও। তাঁর নিকট গেলে সে বন্ধু তোমায় কখনই অনাদর ক'র্বেন না। আরও প্রিয়ে, আমিও শুনেচি যে সোনা রূপার মায়া না ভুল্লে কেউ আর সে বন্ধুর দর্শন পায় না। আবার এও শুনেচি—তাঁর নিকট সোনা রূপা চাইলেও তিনি দিয়ে থাকেন। তখন ভালই হ'য়েচে! বাবা গোপাল যা ক'রেচেন, আমাদের ভালই ক'রেচেন। এখন চিরজীবন বন্ধুর শরণাপন্ন হ'য়ে—আমরা পরমানন্দে শেষজীবন যাপন করিগে চল। আরও শুনেচি প্রিয়ে! আমার সে জগবন্ধুর দ্বারে কারও পেটের চিন্তা ক'র্তে হয় না। তখন এ দুর্ভিক্ষের সময়—এখানে না থেকে আমার বন্ধুর আশ্রমে যাই চল। আর না, আর না, আর তিলার্দ্ধও নয়। অহল্যা, আর তিলার্দ্ধও নয়, ডাক—ডাক বীণাকে ডাক। প্রাণের বীণায় ল'য়ে চল, অহল্যা! আর শত্রু সোনা রূপার দিকে ফিরেও চেও না। ওরা সব ক'র্তে পারে। যারা জগতে পিতা মাতাকে চক্ষের জলে ভাসাতে পারে, তারা জগতে সব ক'র্তে পারে। অহল্যা, চিন্তা ক'র্চ কি? আর চিন্তা? ঠাকুরের কথা বিশ্বাস হয় না? অহল্যা, সংসারে এই সোনা

রূপার চিন্তা করচ, কিন্তু পরক্ষণেই ত আহারের চিন্তা করতে হবে। তখন? তখন উপায় কি হবে? কেউ ত আর অন্ন দিবে না। কেউ ত আর এখন ডেকেও জিজ্ঞাসা ক'রবে না? যে যার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছে। কে কার মুখ চাইবে প্রিয়ে! কে কারে দেখবে প্রিয়ে! বিশেষতঃ আমরা চির-দরিদ্র। এ সংসারে দরিদ্রের বন্ধু এক জগবন্ধু। অপরে কেউ আর তার বন্ধু হ'তে চায় না। এ সংসারে—স্বার্থের সম্বন্ধ। সংসারে স্বার্থের বন্ধুত্ব! তখন প্রিয়ে! এই সময়—প্রস্তুত হও। সোনা রূপার প্রয়োজন হয়, তা আমার বন্ধুর নিকট চাইলে হবে, তখন আর কিসের অপেক্ষা অহল্যা!

অহল্যা। ঠাকুরের মুখে আমিও শুনেচি নাথ—যে তোমার প্রকৃত বন্ধুই তিনি। কিন্তু আপনার সে বন্ধুর বাস এখান হ'তে কতদূর?

বন্ধু। অধিক দূর নয় প্রিয়ে—দুই দিনের পথ। এই দেখতে দেখতে চ'লে যাব আর কি।

অহল্যা। হা প্রাণেশ্বর! যদি তোমার এমন বন্ধু আছেন জানতে ত, তাহ'লে এতদিন কেন আমাদিগে তোমার সে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলে না? তাহ'লে ত আর আমাদের এত যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে হ'ত না। চল নাথ, এইক্ষণেই চল, আর বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। এ শত্রু সোনা রূপো গেলই বা, আমি ত তাঁর কাছে আমার এই সোনা রূপোই পাব। আহা বাবা গোপাল! তুমি আমাদের এমন বন্ধু রেখেচ,

আর আমরা পেটের চিন্তা করছি। জয় দীনবন্ধু! জয় দীনবন্ধু! বাবা, সোনা রূপো, তোমাদিকে বাবা এখানে রেখে যাচ্ছি, আবার বন্ধুর কাছে তোমাদিকে পাব। ঘুমাও বাবা, তোমরা এইরূপে ঘুমাও।

বন্ধু। বল প্রিয়ে, আবার বল, জয় দীনবন্ধু! জয় দীনবন্ধু! চল এখন বীণাকে বাবা গোপাল-মন্দির হ'তে ল'য়ে যাই চল।

অহল্যা। নাথ—আমরা যাব, বাবা গোপালের কি হবে?

বন্ধু। আমরাও যেখানে যাব প্রিয়ে, বাবাকেও সেইখানে ল'য়ে যাব। আমাদেরও যে গতি, তাঁরও সেই গতি হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুতপদে খাবার হস্তে কৃষ্ণ ও বীণার প্রবেশ।

গীত

কৃষ্ণ। চারিদিন খাই না বীণা—তুই খেয়ে আমায় খাইয়ে দে না।
কত খাবার দেখ এনেছি মোয়া নাড়ু, তুই যা নেবার তা নিয়ে নেনা।

বীণা। তুই অদ্ধেক গুলো খা গোপাল, আমাল অদ্ধেক থাব আমলা মা—ভেয়ে সবাই মিলে খাবো, আল্ পালাল খেলে দিগেও দোষ।

কৃষ্ণ। ও বীণা তুই দয়ার দেবী, তুই কি বীণা আমার ছবি,
আমি ক'র্‌বো তোরে বুকের ছবি, থাকব আমি তোরই কেনা,
এখন আর বোন্ খাই দুজনে, দেখি ভাই-ব'নের খাওয়া মিষ্টি কি না

বীণা। গোপাল, তুই বল্লে ত আমি আল তোল কথা না লেখে থাকৃতে পালি না। তাই, আয় গোপাল, তোল সঙ্গে থাই আয়। (উভয়ের ভক্ষণ)

গীত

কৃষ্ণ। এমন খাওয়া কোন কালে কভু ত খাই নাই,
ভেয়ের মুখে বোন তুলে দেয়, বোনের মুখে তুলে ভাই,
আহা কি সুধা খাই, আহা কি সুধা খাই,
আমার সাধের গড়া নূতন বীণা আমা বিনা কিছুই জানে না।

বীণা। এবাল তুই যা গোপাল, আমাল খিদে গিয়েচে, ঐ দেখ্‌ছিস, দাদালা, সব খিদেয় ঘুমিয়ে পলেছে! দাদাদিগে এই থব খাওয়াই গে।

কৃষ্ণ। না বীণা, আমি আর থাকৃব না, ঐ বীরভদ্র আস্‌চে! তোমার মাকে ও একদিন ধ'র্‌তে এসেছিল, তুমি শীঘ্র ঐ পথে তোমার মায়ের কাছে পালাও।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। ও সোনার রূপোর গর্ভধারিণি, কৌঙাড়্, তোহর সোনা রূপো মোরে কহি দে। ধাঁই কিরি কিরি কহি দে!

বীণা। মা, মা, জুযতু বীলভদ্দল কাকা আবাল তোকে ধল্‌তে এসেচে! মা—মা, দালাহ জুয্‌তু দালাহ জুয্‌তু! মা মা—

[বেগে প্রস্থান।

বীরভদ্র। অহো মু কি মহাপাতকী নারকীরে! গুটা পঞ্চম বৎষরের পেলা মু দেখি কিরি মোরে দুষতু কহিকিরি পকাইড়ানি। বৃথা মোর জনম রে, বৃথা মোর জনম! মহাপ্রভুকু মু কুপুত আছন্তি রে কুপুত আছন্তি! ধিক মোরে! হাঃ হাঃ, মোর সোনা রূপো কোঁয়াড়ু রে, মোর সোনা রূপো কোঁয়াড়ু! এই ত মু সোনা রূপোর খাত্রায় আসিমু বটে। মোর সোনা রূপো কোঁয়াড়ু? ও বাবা—সোনা—রূপো রে মোর সোনা রূপো! হাঃ হাঃ মু হস্তের নিধি হারালু রে, হস্তের নিধি হারালু। আহা বাপ্পদের কি হাসি রে, কি হাসি। কি মোহন কথারে কি মোহন কথা। বাপ্প সোনা রূপারে, সোনা রূপো। গড়া কোঁঠি? কেন বাপ্প তুম্ভে মোর সহিত—পাটি করুছু! ন ন পাটী ন করুছু। এই যে বাপ্পরা—মোর গুই কিরি কিরি নিদ্রা যাউছু। বাপ্প সোনা রূপো রে, মোরে বিদেশে কি বাপ্প এমতি করি কিরি তেয়াগ করি কিরি আসিতে হয় বাপ্প। মু ত মরি গিইথিলা, তুহর বিচ্ছেদ আগুনে মু ত মরি গিইথিলা। ও মোর বাপ্প, চল! উঠ মোর সহিত তেমতি হাসি কিরি গুটা কথা কহ, বাপ্প ধন, মু নহিলে মরি জীব! এ'করে—মোর সোনা রূপো কাঁই এমতি হলো? সারা শব্দ ত কিছুটি নই বাপ্প! তোহর গর্ভধারিণী কাঁই? সে ত বড় পাষাণ রে! (শ্বাস পরীক্ষা) এ কিরে শ্বাস ত ন আছন্তি? (রোদন) তবে কি মোর সোনা রূপো সংসার ধাম ছাড়ি কিরি মহাপ্রভু চরণে মিশি গেছে? ও বাপ্প রে ও বাপ্প রে! মু কি মত্তে

তুহদের ছাড়ি সংসারে জীব বাপ্পধন' ন, ন, সবু গড়ানি সবু গড়ানি! কড়িতে সবু গড়ানি! হে মধুসূদন! এমতি মোর সর্ব্বনাশ করুনু কাঁই? ন মু ন জীব! মু ন জীব! সোনা রূপর বিরহে মু ন জীব। বাপ্পদের সহিত মু জীব! মোর কিরে বাপ্পধন! মোর ন অচে ভার্য্যা, ন আছে পেলা প্রাণী কুটুম্ব! তোহরই মোর সর্ব্বস্ব! বাপ্পধন, তোহদিগে মু সঙ্গে করি কিরি দেশে দেশে ফিরিবু! মোর সোনা রূপোরে মু ন কারে দিবু! বাপ্প রে, তোহরা মোর মাথা একবারে খাইচু রে! আর বাপ্পধন। (দুই ক্রোড়ে গ্রহণ) বাপ্প রে, মোরে এমতি কাঁদুতে চয় বাপ্পধন!

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মঠ।

কৃষ্ণ ও অনন্তমিশ্রের প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। পাগল ক'র্‌লে যে প্রভু! পাগল ক'র্‌লে?

কৃষ্ণ। কেন ঠাকুর।

অনন্তমিশ্র। এখন আবার কোন্ রূপ ধ'রেচ মধুসূদন?

কৃষ্ণ। কেন বৃন্দাবনের রূপ।

অনন্তমিশ্র। সে ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য শৃঙ্গার এই মুখ্য পঞ্চ রসের পঞ্চরূপ নারায়ণ! তার মধ্যে এ আবার আজ কোন রূপ ধ'রেচ প্রভু!

কৃষ্ণ। কেন ঠাকুর, লীলার মাধুরী ব্রজে, রূপের মাধুরী মথুরায়, রসের মাধুরী দ্বারকায় এ ত জান? তখন ব্রজের নন্দ-নন্দনের যে লীলাময় রূপ, সেইরূপ রূপ ধরা কি আজ আমার হয় না সাধু!

অনন্তমিশ্র। অনন্ত-রূপ, বৃন্দাবনের রূপ আমি কেমন ক'রে বুঝ্‌ব? যখন তুমি— ভাণ্ডীরবটে নিত্য সখাগণ সঙ্গে বিভোর হ'য়ে নিত্য খেলা খেলেচ, তখন তোমার সেই মনোমোহন সর্ব্বরুচিকর শিশুকোমল বিনোদরূপ, বলি, সেই রূপ কি এই? যদি তাই হয়, তাহ'লে তোমার সেই নিত্যসঙ্গী সখাগণ কোথায়? সে সখা না হ'লে ত সে রূপের মাধুরী কিছু থাক্‌ল না গোপাল! কিশোরে কিশোর মূর্ত্তিতে শৃঙ্গার বটের তলে শ্রীমতী কিশোরী রাধিকাকে ল'য়ে যে নিজ হস্তে তাঁর বেশ বিন্যাস ক'রে দিতে, বলি সে রূপই বা কোথায়? বংশীবটে বংশীধ্বনি ক'রে গোপীগণের যে চিত্ত আকর্ষণ ক'রেছিলে বলি বংশীধর! সেই অধরে বংশী ধরা কৈ? অক্ষয় বটের তলে যে রসরাস-বিহারী রাসেশ্বর রাধায় বামে ল'য়ে রাসাদির লীলা ক'র্‌লে—বলি রসময়! এ রূপে সে রসের সমুচ্চয় কোথায় ক'রেচ? সঙ্কেত বটের তলে প্রথমে রাধা-মিলনে গোপীগণ যে তোমায় সঙ্কেত ক'রে মাধবী-লতায় মাধবের সংযোগ ক'র্‌লে, বলি মদনমোহন! তোমার সেই

যুবতী-মনোমোহন মূর্ত্তি কৈ? নন্দের সাধের রোপিত নন্দ-বটের স্নিগ্ধ ছায়ায় বন্ধুগণ সঙ্গে যে গো-চারণ-কালে মিষ্ট অন্ন-জল পানে তৃপ্তি লাভ ক'রেছিলে, বলি হাঁ পুরাতন! সে নূতনত্ব তোমার কোথায়? প্রেমময়! যখন প্রেমোন্মাদিনী রাধার জন্য যাবটে ধীরে ধীরে অতি সংগোপনে পদক্ষেপ ক'র্‌তে, তেমন সঙ্কুচিত চঞ্চল চিত্ত মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্র-করোজ্জ্বল নির্ম্মল মুখখানি তোমার এখন কৈ? ঠাকুর! বহুরূপই ত ধ'র্‌তে পার, আর বহু রূপও ধ'রেচ! কিন্তু এ রূপের ভাব যে অন্য-রূপ! এতে যে সরলতাকে—চির-বর্জ্জন ক'রে কপটতাকে আদর সোহাগের সঙ্গী ক'রেচ! বুকের মধ্যে শান্তির নির্ম্মলা প্রবাহিনীকে দূর ক'রে অনলের ভীষণ স্তূপ ধারণ ক'রে রেখেচ? নারায়ণ! বুঝ্‌তে পারি না কি? আজ ভক্ত বন্ধুকে কঠোর অগ্নিময় পরীক্ষা ক'র্‌তে বিশেষ বদ্ধপরিকর হ'য়েচ। কেন ঠাকুর! এত পরীক্ষা কেন? এ দীন-দরিদ্রের প্রিয়-শিষ্য ব'লে কি তাই এত পরীক্ষা? তা না হ'লে হরি, একবার মাত্র শ্রদ্ধায় বা হেলায়, তোমার পবিত্র হরিনাম ক'র্‌লে যার বৈকুণ্ঠে গতি হয়, হে অগতির গতি, সে বন্ধু আজীবন তোমার পবিত্র নাম ক'রে তার এত দুর্গতি কেন? আবার সে আজ তোমার দ্বারে আস্‌চে, তুমি কি না তাকে কঠোর পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েচ?

কৃষ্ণ। কেন ঠাকুর! তাতে তোমার এত অভিমান কেন? স্বর্ণ-ক্রেতা কি স্বর্ণকে পরীক্ষা না ক'রেই ক্রয় ক'র্‌বে?

অনন্তমিশ্র। ওহে স্বর্ণক্রেতা! তার আজীবন যে তুমি পরীক্ষা ক'রে আস্‌চ। পরীক্ষা কতবার ক'র্‌তে হয় জনার্দ্দন! না জনার্দ্দন নামের মহিমা বর্দ্ধনের জন্যই তোমার এ পরীক্ষার ভাণ, সেইটীই কেন বলুন না?

কৃষ্ণ। তাহ'লে ঠাকুর! বন্ধুকে পরীক্ষা ক'র্‌তে তুমি নিবারণ ক'র্‌চ?

অনন্তমিশ্র। না, না নিবারণ ক'র্‌ব কেন হরি! তোমার মনের মত তাকে পরীক্ষা ক'রে লও! তবে হরি দর্পহারি! আমার দর্প নয়, আপনার ভালবাসার আদরে ব'ল্‌চি, অনন্তমিশ্র যে স্বর্ণ প্রস্তুত ক'রেচে, সে স্বর্ণ কখনও কৃত্রিম হবে না।

কৃষ্ণ। তাই আমি জগতকে দেখাতে চাই ঠাকুর, যে গুরু-পরিচালিত ছাত্র জগতে অশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে। তাই আমি দেখাতে চাই ভক্ত! গুরুই ব্রহ্ম! গুরুবাক্যে অচলা ভক্তি থাক্‌লে স্বয়ং ভগবান তাঁর নিকট পরাস্ত হন। ভক্ত তোমার মহিমা বর্দ্ধনের জন্যই আমার এই রূপ ধারণ। এখন বুঝলে অনন্তমিশ্র! চল—আজ বন্ধুর ভীষণ পরীক্ষা। তুমি সে পরীক্ষার স্থলে না থাক্‌লে আমার তত আনন্দ হবে না, তাই তোমায় নিতে তোমার মঠে এসেচি।

অনন্তমিশ্র। চল চক্রধর, কি চক্র আজ বিস্তার ক'রেচ, তাই দেখি গে চল। যদি বন্ধু তাতে উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লেই বুঝ্‌ব নারায়ণ! তোমার ভক্তিই ধন্য আর তোমার ভক্ত হওয়াও ধন্য।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

রাহাদারীবেশে বন্ধু, অহল্যা ও বীণার প্রবেশ।

অহল্যা। আর কত দূর নাথ!

বন্ধু। আর এক বেলার পথ।

অহল্যা। তাহলে আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনার বন্ধু আশ্রমে যেতে পারব, কেমন?

বন্ধু। সন্ধার পূর্ব্বে না হ'ক, সন্ধার সময় নিশ্চয়ই পৌঁছাবে।

অহল্যা! সে বন্ধুর আশ্রম আপনি জানেন ত? গিয়ে আবার খুঁজ্‌তে হবে না ত?

বন্ধু। প্রিয়ে! তাঁর আশ্রম কাকেও আর খুঁজে নিতে হয় না! বন্ধুর আমার প্রকাণ্ড দেউল, প্রকাণ্ড সরোবর, প্রকাণ্ড বাগান, কত লোক জন। সর্ব্বদাই তাঁর দেউল লোকে লোকারণ্য। আমার মত কত শত বন্ধু তাঁকে দেখ্‌বার জন্য দিবা রাত্রি তাঁর আশ্রমে যাতায়াত ক'র্‌চে। তখন প্রিয়ে! আমার সে বন্ধুর আশ্রম খুঁজ্‌তে আমাদিগে আর কোন আয়াস ক'র্‌তে হবে না।

অহল্যা। তাঁকে আমার সোনা রূপোকে চাইলেই পাব ত?

বন্ধু। অহল্যা, তুমি এখনও আমার বন্ধুকে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না,

তিনি মানুষের মনের বাসনা বুঝেই পূর্ণ করে থাকেন। তবে তাঁকে ধরা চাই, ধর্‌তে পারলে কি আর রক্ষা আছে, যা চাইবে তখনি তাই পাবে।

বীণা। বাবা, তোমার বন্ধু আমাল কে হবে গা ?

বন্ধু। তাঁকে যা ব'লে ডাকৃতে তুমি ইচ্ছা ক'র্‌বে মা, তাই ব'লে ডাকৃবে! তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক! তিনি বলেন—আমি সবারই বন্ধু! সবারই পিতা মাতা ভ্রাতা। যে আমায় যে ভাবে ডাকুক না, আমি তার সব। এখন মা, তোমার ইচ্ছা।

বীণা। আমাল দাদাদিগে—সে কেমন ক'লে দিবে বাবা! দাদাল বাড়ীতে নৈল, সে কেমন ক'রে দিবে বাবা!

বন্ধু। সে মা—কেমন ক'রে দেবে, তা ব'ল্‌তে পারি না। তবে শুনেচি—তিনি মনে ক'র্‌লে স্বর্গকে পাতাল ক'র্‌তে পারেন, আবার পাতালকে স্বর্গ ক'র্‌তে পারেন। মানুষকে বানর ক'র্‌তে পারেন, আবার বানরকে মানুষ ক'র্‌তে পারেন। জলকে স্থল ক'র্‌তে পারেন, আবার স্থলকে জল ক'র্‌তে পারেন। তিনি সব পারেন মা, তাঁর ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করে। তাঁর সেই ইচ্ছাটী করিয়ে দিতে পার্‌লেই আমাদের দুটো সোনা রূপার মত অমন মত কোটি সোনারূপো পলকে পলকে ক'রে দিতে পার্‌বেন মা? তার জন্য কোন ভাবনা ক'র্‌তে হবে না। চল অহল্যা, ক্রমেই বেলা অতিরিক্ত হ'য়ে আস্‌চে।

অহল্যা। নাথ—এবেলা এইখানে থাকৃলে হ'ত না, পরিশ্রমে শরীর বড়ই ক্লান্ত হ'য়েচে।

বন্ধু। না প্রিয়ে! আরও কিয়ৎদূর আগিয়ে থাকি গে চল। তুমি বরং বীণাকে আমার কোলে দাও। আয় মা বীণা, আমার কোলে আয়। তুমি এই মোটগুলি লও।

(বীণাকে কোলে গ্রহণ)

বীণা। আমাল একতু একতু খিদে পাচ্চে বাবা!

বন্ধু। (স্বগত) ক্ষুধার আর অপরাধ কি? আজ ছয় দিন ভাতের মুখ যে কেমন বাছা তা জানে না। (প্রকাশ্যে) কেন মা, তুমি ত গোপালের কাছে থাক্‌লে খেতে চাও না।

বীণা। তবে তুমি আমাল গোপাল দাও। তুমি যে আমাল গোপালকে নিয়েচ, তাই ত আমাল একতু একতু খিদে পাচ্চে।

বন্ধু। (স্বগত) আহা বাবা গোপাল, কি মহিমা তোমার! তোমার মহিমার কথা একটু স্মরণ ক'র্‌তে গেলে আমি যে আর আমাতে থাকি না বাবা! আমরা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হ'চ্চি, আর এ বালিকাকে এমনি প্রেমে মত্ত ক'রেচ যে, বালিকা তোমার সঙ্গ-সুখে—আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলেচে। ধন্য দয়াময়। যে তোমায় আত্মপ্রাণ সমর্পণ ক'র্‌তে পেরেচে, তার আর তুমি কোন যন্ত্রণাই বিধান কর নাই।

বীণা। কৈ, দিলে না বাবা, আমাল গোপাল না দিলে বড় খিদে পায় বাবা।

বন্ধু। লও মা, তোমার গোপাল তুমি লও! তোমার গোপালে আমার যে কোন অধিকার নাই। তাই যদি থাকৃত, তাহ'লে কি বন্ধু আজ এই সব দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার সমুদ্রে প'ড়ে এমন ক'রে

হাবুডুবু খায় মা। নে মা বীণা, তোর গোপাল তুই নে। (গোপাল প্রদান) কিন্তু বাবা গোপাল,হতভাগ্য বন্ধুর তোমার প্রতি অধিকার থাক্ বা নাই থাক, তবু তার হৃদয়ের অধিকার আছে। তুমি যতই কষ্ট দাও না কেন, যতই বন্ধুকে—পরীক্ষার ভীষণ শিলায় পেষণ কর না কেন, তবু বন্ধু তোমার নাম ব'ল্‌তে ভুল্‌বে না। বিপদে তুমি আমার বাবা গোপাল, আর সম্পদেও তুমি আমার বাবা গোপাল।

অহল্যা। আর যে চ'ল্‌তে পার্‌চি না নাথ! মাথার মোটগুলো বড় ভারি বোধ হ'চ্চে! তাই ত কতক্ষণে তোমার বন্ধু-আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হব'?

বন্ধু। এই ভাবে—কিছুক্ষণ যেতে, পার্‌লে, বন্ধু-আশ্রমে আমরা ঠিক সন্ধ্যায় উপস্থিত হ'তে পারব? নয় মোটগুলো আমায় দাও?

অহল্যা। না, আপনি আর কত পারবেন, আমিই ল'য়ে যাচ্চি।

বন্ধু। তাই ত বীণা, তুই একটু হাঁট্‌তে পার্‌বি মা? তোর গর্ভ-ধারিণীর বড় কষ্ট হ'চ্চে।

বীণা। হাঁ বাবা, এবাল আনি খুব পাল্‌ব, আমাল গোপাল হাতে থাক্‌লে—আমি খুব খুতে খুতে দেতে পাল্‌ব। তুমি আমায় নামিয়ে দাও, দেখ দেখি—আমি কেমন খুৎতে পালি।

(ক্রোড় হইতে অবতরণ)

বন্ধু। দাও, অহল্যা, তুমি স্ত্রীলোক, এত কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে কেন?

অহল্যা। কেন আপনার বন্ধু এত দূরে আশ্রম ক'রেচেন? আপনার বন্ধু যদি কিছু নিকটে তাঁর আশ্রম ক'র্‌তেন, তাহ'লে ত আর আমাদিগে এত ক্লেশ স্বীকার ক'রে বন্ধু দর্শন ক'র্‌তে যেতে হ'ত না।

বন্ধু। পাগলিনি! বন্ধু আমার ত তাঁর আশ্রমে কারেও যেতে বলেন না, তিনি যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, তার বাড়ীতে তিনি স্বয়ং গিয়েই দর্শন দেন। তবে ব'ল্‌তে পার, তাহ'লে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে দর্শন দেন না কেন? তারও কারণ আছে প্রিয়ে! বন্ধু আমার বড় আত্মভোলা! তাঁর অনেক বন্ধু কিনা, হয় ত এমন কোন বিশেষ বন্ধু পেয়েচেন যে, তাকে ল'য়েই তিনি বিভোর হ'য়ে আছেন। আর আমাদের কথাও তাঁর এখন স্মরণ নাই। সেটা তাঁর দোষ নয়, তিনি বলেন, বন্ধু যে হবে, সে ত আর বন্ধুর দোষ দেখ্‌তে পাবে না?

বীণা। দেখ বাবা, আমি কত থুতে থুতে দাই দেখ?

(ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন)

অহল্যা। আহা, এরি মধ্যে যে বাছার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেসে যাচ্চে!

বন্ধু। তবু বালিকার কোন কষ্ট নাই, দেখেচ অহল্যা?

অহল্যা। নাথ, মায়ের প্রাণ বড়ই স্নেহ-মমতাময়! বীণার অবস্থা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

বন্ধু। কি ক'র্‌বে অহল্যা, উপায় থাক্‌তে ত আর বাছাকে তুমি কষ্ট দিচ্চ না। সব গোপালের খেলা।

(অলক্ষ্যে কৃষ্ণ আসিয়া বীণাকে ব্যজন)

বীণা। গোপাল আমাল গায়ে বাসাত ক'ল্‌চে মা ? আমাল কোন কষ্ট নাই।

অহল্যা। পাগলী বেটীর কথা শুন্‌লে গা ? ও গোপাল গোপাল ক'রে ক্ষেপে যাবে দেখ্‌চি।

বন্ধু। অহল্যা, তেমন ক্ষেপা ক্ষেপ্‌তে পার্‌লে ত বীণার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হ'য়ে যায়।

(নেপথ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ।) ওহে বাপু—কে যাও হে ! একটু দাঁড়াও। আমি এ মাঠে এক্‌লা প'ড়েচি বাবা ! সর্ব্বদাই "ত্রাহি মধুসূদন – ত্রাহি মধুসূদন" ক'র্‌ছিলাম,তবু একজন সঙ্গী পেলেম, একটু দাঁড়াও বাবা !

অহল্যা। কে আমাদিগে দাঁড়াতে ব'ল্‌চে নাথ !

বন্ধু। আমাদেরই মত একজন রাহাদারী ! সঙ্গী খুঁজচে। কে আপনি ?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। এই আমি বাবা, পথিমধ্যে এক্‌লা প'ড়েছিলাম। শুনেচি এ দেশে নাকি বড় ডাকাতের ভয়। একলা আধ্‌লা পেলে পথিকের নাকি যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে কুড়ে নেয়। তাই বাবা, ভয়ে আমার বুকটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। তাই তোমাদিগে দেখ্‌তে পেয়ে চেঁচাচ্ছিলাম।

বন্ধু। ভয় কি ঠাকুর ! আমাদের আর সঙ্গে কি আছে যে, ডাকাতেরা আমাদের সব কেড়ে কুড়ে নিবে ? আমাদের

যথাসর্ব্বস্ব ত আপনি। বলি ঠাকুর মশায়! আপনি কোথায় যাবেন?

ব্রাহ্মণ। কোথায় যাব বাবা! তা—পাপমুখে আর কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? বাবা মনের আশা কি পূর্ণ হবে যে, ব'ল্‌ব। তোমরা কোথায় যাবে বাবা!

বন্ধু। আমরা নীলাচলে দীনবন্ধুর উদ্দেশে যাচ্চি ঠাকুর! আপনার ত সেইখানেই যাওয়া হবে?

ব্রাহ্মণ। হাঁ বাবা, হাঁ সেই জগবন্ধুর জন্যই বাবা বেরিয়েচি! ছ মাসের পথ হ'তে হেঁটে আস্‌চি বাবা! ভাগ্যে এখন কি আছে, জগবন্ধু এখন কি লিখেচেন, কে জানে বাবা! মনে ত ক'র্‌চি, একবার বাবাকে গিয়ে দর্শন ক'র্‌ব, কিন্তু অদৃষ্টে যে কি আছে, তা কে ব'ল্‌তে পারে?

বন্ধু। ঠাকুর, তা সত্য। তবে আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের অদৃষ্টে তাঁর দর্শন আছে বৈ কি? আপনাদের কর্ম্মফল অসামান্য।

ব্রাহ্মণ। তা বাবা, বলা যায় কি বল? পথিমধ্যে যে বিপদে প'ড়েছিলাম, তাতে গেছ্‌লাম আর কি! কেবল বাবা জগবন্ধুর দয়ায় এ যাত্রা বেঁচে এসেচি।

অহল্যা। কি বিপদে প'ড়েছিলেন ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। মা, সে বিপদ ব'লে বিপদ গা! গেল কাল সন্ধ্যার সময় আর কি—আস্‌চি, পথ দিয়ে—হন হন ক'রে আস্‌চি আর কি! কেবল মা, মনে মনে জগবন্ধুর চিন্তা ক'রে আস্‌চি, এমন

সময়—একটী বিষম কালনাগিনী সাপিনী তার ভীষণ ফণা বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে এল। তখন মা, কি করি, আমার বাল্যকালে সর্পবশীকরণ মন্ত্র জানা ছিল, অমনি আমি জগবন্ধুর নাম ক'রে সেই সর্পবশীকরণ মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ ক'র্‌লুম! অমনি তখনি কালনাগিনী সাপিনী একবারে কেঁচো! জুজুর মত ভয়ে মাথাটী হেঁট ক'র্‌লে! অমনি মা বিষহরির নাম ক'রে খলস্বভাবা সাপিনীর ফণাকে মুষ্টিমধ্যে ধারণ ক'রে আমার এই উত্তরীয় বস্ত্রে বন্ধন ক'র্‌লেম। এখনও মন্দস্বভাবা আমার এই উত্তরীয় বস্ত্র মধ্যেই আছে। এখনও তাকে ত্যাগ করি না।

বন্ধু। তাহ'লে ঠাকুর, আপনি ত একজন মহাশয় ব্যক্তি দেখ্‌চি!

ব্রাহ্মণ। আর মহাশয়! তবে বাবা, তুমি যদি সেই সাপিনী দেখ, তাহ'লে একেবারে অবাক হবে।

বন্ধু। দেখি মহাশয়! সে সাপিনী কিরূপ ভয়ঙ্কর?

বীণা। বাবা, আমি থাপ দেখ্‌ব, আমি দেখ্‌ব।

ব্রাহ্মণ। দেখ্‌বে দেখ—দেখ, আমি পাঁচজনকে দেখাব ব'লেই এখনও পাপিনীর প্রাণ হত্যা করি নি। (বাহির করণ।)

বীণা। ও বাবা—কি থাপ গো! ও মাগো—

(সাপিনী ছুটিয়া বীণাকে দংশন)

বীণা। ও মা ও মা—যাই মা, আমায় থাপে খেলে!

অহল্যা। হায় হায় কি হ'ল? ও বীণা, ও বীণা, কি ক'র্‌লি মা, সর্ব্বনাশি—কি ক'র্‌লি! হায়—হায়—হায়—কি হ'লো গো।

ব্রাহ্মণ। হায়—হায় কি হ'ল! হায় পাপিনি! কি ক'রলি!

(সর্প ধারণ)

বীণা। যাই মা, বড় জ্বালা! বড় জ্বালা ক'র্‌চে! উঃ মাগো—যাই গো। (পতন)

বন্ধু। তাই ত, তাই ত, তাই ত ঠাকুর! কি হ'ল? কেন আপনাকে আমি সর্প দেখ্‌তে চাইলাম? সত্যই কি বীণা সংসার-লীলা শেষ ক'র্‌বে?

অহল্যা। ও গো, কি বল গো! আমার বীণা কি আমায় ছেড়ে যাবে?

ব্রাহ্মণ। তা মা, এ সর্প বড় ভয়ঙ্কর! হায়—আমি কেবল নিমিত্ত হ'লাম।

বীণা। উঃ মাগো—যাই মা, জ্বলে যাচ্চে, আমাল থকল গা—পুলে দাচ্চে মা! উঃ—উঃ দাই—দাই—গোপাল—গোপাল।

(মৃত্যু)

অহল্যা। একি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাছা যে আমার নীলবর্ণ হ'য়ে গেল! উঃ, নাগিনীর কি কাল বিষ গো! বীণা—বীণা—মা বীণা—অ্যাঃ একি—আমার বীণা যে আর কথা কয় না। একি বাছার সর্ব্বাঙ্গ যে অসাড় হ'য়ে গেল। ও গো আমার কি হ'ল! হা—মা বীণা—ও মা—কি ক'রে তোর মাকে ছেড়ে গেলি মা? হায় হায়—কে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি রে। (মূর্চ্ছা)

গীত

কে এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে গো আমার।
আমার সাধের বীণা কেন এমন হ'ল কেন কথা কয় না আর—
কেন কথা কয় না আর।
এই যে বাছা মা মা ব'লে, আস্‌তেছিল আমার কোলে,
তার হায় কোন্ বিধাতা নিদয় হ'লে, তাই এমন বাদ সাধিলে,
কানা কড়িও কেড়ে নিলে, ভিখারিণী অহল্যার॥
ওঠ মা বীণা ক' মা কথা, ঘুচা গো মা বুকের ব্যথা,
তো বিনে মা যাব কোথা, তুই যে আমার আশার লতা,
তো বিনা মা জীবন বৃথা, এ সংসার অন্ধকার, এ সংসার অন্ধকার।

ব্রাহ্মণ। না মশায়, আমি আর এ শোচনীয় দৃশ্য দেখ্‌তে পারব না! যা হয়, আপনি করুন। আমি এগিয়ে পড়ি, হায় হায় আমিই এই মৃত্যুর কারণ হ'লাম। কিছু মনে ক'র্‌বেন না মশায়! এ কেবল আপনার কন্যার নিয়তি।

[প্রস্থান।

বন্ধু। বা, অভিনয় অতি সুন্দর! আমার জীবন-নাটকখানি—বিশ্ববাসী পাঠক, একবার পাঠ ক'র্‌বেন কি? কেমন পর পর অঙ্ক গর্ভাঙ্কগুলি সজ্জিত র'য়েচে! একবার পাঠ ক'র্‌তে ব'স্‌লে কৌতূহল আপনা হ'তেই বেড়ে যাবে। আদ্যোপান্ত পাঠ না ক'রে কাহারও আর আহার নিদ্রা হবে না। নাটকের আমিই ত প্রধান অভিনেতা, সুতরাং আমি অভিনেতা হ'য়ে

সকলকেই অনুরোধ ক'র্‌চি, আমার জীবন-নাটকখানি আপনারা আদ্যোপান্ত পাঠ বা দর্শন করুন! বুঝ্‌বেন—নাটকখানি কিরূপ মনোহর চিত্তরঞ্জক! নাটকখানি কিরূপ করুণা-ব্যঞ্জক রহস্যপরিপূর্ণ! তাই ত কি হ'ল? এর নাম কি? কি ভাষায় এর ঘটনাগুলি বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়, তাই আমি ভাব্‌চি। দুটী পুত্র সোনা রূপো—তারা না খেতে পেয়ে সংসার-সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিলে,মাত্র স্নেহের বস্তু কন্যা—তাও কৃষ্ণানুরক্তা সুশীলা গুণবতী কন্যা, তাও গেল! তাও গেল আবার কোথায়? পথে নিরাশ্রয়ে—অনশনে-ছ-ছ দিন—তার পর—দীনবন্ধু তার পর আর কত আছে? পত্নীটী! তাও কি—কিছু না ক'রে বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্‌বে? তা ব'লে ত বোধ হ'চ্চে না। বেশ, প্রস্তুত আছি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধু কোন দিন কোন কার্য্য করে নাই, আজও ক'র্‌বে না। এখন অহল্যাকে কি বলে সান্ত্বনা দি! অভাগিনী একে শোকে মর-মর জর জর, তার উপর এই জ্বলন্ত কন্যা-শোক! আমার আর কি ভাষা আছে যে, সেই ভাষায় আমি এখন অহল্যাকে সান্ত্বনা দোব? বন্ধু! অস্থির হ'স নে, ঠাকুর ব'লেচেন, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাই মহত্ত্ব! ঠাকুর! ঠাকুর! সে মহত্ত্ব বুঝি বন্ধু আর রাখ্‌তে পার্‌লে না! মোহিনী-মায়া এসে বন্ধুর হৃদয়কে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে! দুটীর বিরহে তবু দাঁড়িয়ে ছিলাম, এখন একেবারে মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে দিচ্চে! বুঝ্‌চি ঠাকুর! কেউ কারো নয়, জান্‌চি

ঠাকুর! কেবল মোহের সম্বন্ধে আমার আমার! তথাপি কেমন কি জানি—অলক্ষ্যে সেই দুর্ব্বিনীতা দুশ্চারিণী মায়া, বেশ মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে—আমার তত্ত্ববুদ্ধিকে একেবারে নিরয়গামিনী ক'র্‌তে সমুদ্যত হ'য়েচে। ঠাকুর! ঠাকুর! দণ্ডায়মান হ'ন, হৃদয়ে বল দিন, বন্ধু তাহ'লে সব পার্‌বে। যে বুকে আজীবন দাসত্বের প্রস্তর বহন ক'রেচি. যে বুকে দারিদ্র্যহস্তির ভীষণ পদপ্রহার সহ্য ক'রেচি, যে চক্ষে সতী-সাধ্বী অহল্যার—সকল নির্ম্মম যন্ত্রণা দেখ্‌তে পেরেচি, যে বুকে সোনা রূপোর বিয়োগ-বেদনা অবহেলে চিরদিনের জন্য রাখ্‌তে পেরেচি, সে বুকে—সেই প্রাণে আজও আমি বীণার শোক ধ'র্‌তে পার্‌ব। কিন্তু হতভাগিনী অহল্যার কথাই হ'চ্চে অতি ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর হ'তেও ভয়ঙ্কর। ঠাকুর! সে হতভাগিনীর একটা উপায় ক'রে দিন্। উপায় আর কি, এখন আর উপায় কি? এখন দীনবন্ধুই এ দুর্দ্দিনের উপায়, তার তিনিই উপায় ক'র্‌বেন। অহল্যা, অহল্যা, সাধ্বি! ওঠ, এমন ক'রে মোহে মুগ্ধ থাক্‌লে চল্‌বে কেন? বীণা ম'রেচে, বেশ ভালই হ'য়েচে! যে বন্ধুর কাছে গিয়ে তোমার সোনা রূপোর জন্য আবদার ক'র্‌বে, তাঁর কাছে বীণারও আবদার ক'র্‌তে পার্‌বে, তার জন্য আর চিন্তা কি আছে অহল্যা!

অহল্যা। অ্যাঁ অ্যাঁ সে বন্ধু তোমার—তারও উপায় ক'র্‌বেন? তবে মর্ পোড়ারমুখী অহল্যা, তবে কার শোক ক'র্‌চিস্! চল নাথ, কোথায় সেই বন্ধু আছেন, চল—ছুটে ছুটে যাই চল।

হাঁ গা, এমন বন্ধুকে এখনও আমরা পাচ্চি না? নাথ! আর কিছু চাই না, ধন অর্থ পুত্র কন্যা সব কামনা গিয়েচে, আশা, ভালবাসা, পিপাসা সব আমার দূর হ'য়েচে ; চল, চল, কোথায় সে শেষ বন্ধু আছেন, শীঘ্র ক'রে তথায় আমায় নিয়ে যাবে চল। বন্ধু হে, বন্ধু হে, কোথায় তুমি! চল নাথ, চল, চল, যাবার কিছুই বাধা নাই, এখন চল, কতক্ষণে সেই পরম বন্ধুর দর্শন পাই,তাই দেখি গে চল! বীণা! থাক্ মা,বন্ধুর কৃপায় আবার তোকে আমি তেমনি ক'রে কোলে নোব মা!

বন্ধু। জয় জগবন্ধু।

[অহল্যা সহ প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত

সাধের বীণাধূলায় কেন আয় রে বীণা আমার কোলে।
ডাক রে বীণা সোহাগ ভরে তেমনি আধ স্বরে গোপাল ব'লে।
আয় দিদি আয়, আয় বুকে আয়,
আদরের বোন্‌টী আমার— দাদা ব'লে ডাক্ গো আমায়,
ভেয়ের কোল থাক্‌তে এমন, এ যে গো তোর কেমন কেমন,
ধুলায় কেন শুয়ে থাকা পথের মাঝে রাগের ছলে।
এমন জ্বালা কি পেয়েছ, পাপের জ্বালা তাই সইছ,
এখন পুড়ে হ'লে খাঁটীসোনা, আমার বোনটী খাঁটি সোনা,
এখন যাতনা ছেড়ে আয় না রে বোন্, দাদার কথায় সকল ভুলে॥

[বীণাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মঠ।

অনন্তমিশ্র, কলাবতী ও আশারামের প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। (স্বগত) উঃ, কি বিপদ, গুরু হওয়া কি বিপদ! কেন হরি! আমার সহিত এ ছলনা কেন? আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে তোমার ধ্যান করা হয় না। এক পলের জন্যও কি তোমার সাধনা ক'র্‌তে পাব না? এত কি অপরাধ ক'রেচি নারায়ণ! এত কি অপরাধ ক'রেচি?

কলাবতী। প্রভু! একেবারে নীরব হ'য়ে আছেন কেন?

আশারাম। ঠাকুর! আমরা ত কোন অপরাধ করিনি?

অনন্তমিশ্র। হাঁ, অবশ্য অপরাধ ক'রেচ বৈকি! তোমরা আমার অধঃপতনের জন্য সকলেই যুক্তি ক'রেচ!

আশারাম। না, না, এমন কথা ব'ল্‌বেন না প্রভু! তাহ'লে আমরা যে একেবারে নরকে যাব।

কলাবতী। কেন প্রভু! অন্যায় দোষারোপ ক'র্‌চেন?

অনন্তমিশ্র। কলাবতি! অন্যায় দোষারোপ ক'র্‌ব কেন! ভেবে দেখ দেখি, তোমরাই আমার অধঃপতনের কি কারণ নও? যদি তোমরা আমার কেউ শিষ্যপদে অভিষিক্ত না হ'তে, আর আমায় তোমরা কেউ যদি গুরুপদে অভিষিক্ত না

ক'র্‌তে,তাহ'লে ত আর আমায় এই সব বিষম দুশ্চিন্তা ক'র্‌তে হ'ত না। ভাব দেখি আশারাম—আমার কি অসহ্য যাতনা! তোমাদের জন্য যে আমি আর এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত নই। দেখ "গুরু রক্ষা কর, গুরু রক্ষা কর" ব'লে কত শিষ্য ভক্তি-রোদনে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিচ্চে, এখন আমি তাদের গুরু হ'য়ে কেমন ক'রে তাদের ভাবনা না ভেবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকি? অথচ আমি কেউ নই, যাঁর কাজ তিনিই ক'র্‌চেন, আমরা অবোধ, স্থির হ'য়েও ত আর থাক্‌তে পারি না!

আশারাম। (স্বগত) ঠাকুরের কোন শিষ্য বোধ হয় আজ কোন বিপদে প'ড়ে ঠাকুরকে আহ্বান ক'র্‌চে, তাই ঠাকুর আজ এত অস্থির হ'য়েচেন। (প্রকাশ্যে) তা কে ঠাকুর, আজ আপনাকে এত পীড়ন ক'র্‌চে?

অনন্তমিশ্র। ক'র্‌বে আর কে, পাগল বীরভদ্র। বন্ধুর কথা ছেড়ে দাও, তার ভাবনা আর আমার নাই। এখন সে অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণ হ'য়ে পড়েচে; কিন্তু এখন এ যে পাগলের জ্বালায় অস্থির হ'লাম।

কলাবতী। কেন প্রভু! সে আপনার আবার কবে হ'তে শিষ্য হ'ল?

অনন্তমিশ্র। সে অনেক কথা কলাবতি, সে অনেক কথা। যখন নারায়ণ বীরভদ্রের অত্যাচার হ'তে আমাদের অহল্যাকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য সোনা রূপোর বেশ ধারণ করেন,আর বীর-

ভদ্রকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলেন, তখন বীরভদ্র এসে আমার শরাণাপন্ন হয়। আমি নারায়ণের ছদ্মবেশ ও বীরভদ্রের প্রতি তাঁর প্রকোপভাব দেখে এই মাত্র ব'লে দিই যে, "বীরভদ্র, তুমি এই সোনা রূপোর বশতাপন্ন হও, সোনা রূপোর কথা মত কাজ কর। তাহ'লেই সোনা রূপো তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন।" বীরভদ্র জান্‌ত না যে, স্বয়ং কৃষ্ণ বলরাম সোনা রূপোর বেশ ধারণ ক'রেচেন! তার জ্ঞান যে বন্ধুর পুত্র সোনা রূপোই তাকে শাসন ক'র্‌চে! সে আমার উপদেশে বিশ্বাস ক'রে তাই ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে! তখন নারায়ণ আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না, পাছে বীরভদ্রের কাছে ধরা পড়েন, সেই জন্য তার নিকট হ'তে অন্তর্ধান হ'লেন। তখন বীরভদ্র সোনা রূপোর জন্য পাগল হ'ল! মুখে "হা সোনা রূপো আর হা সোনা রূপো।" সে কোথায় আর সোনা রূপো পাবে! মুখেই "হা সোনা রূপো" ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাযপুরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, এদিকে তখন বন্ধুর প্রতি নারায়ণের ভীষণ পরীক্ষা। দেশে দুর্ভিক্ষ! ক্ষুধার অসহ্য তাড়নায়—সোনা রূপো তখন ইহজীবন ত্যাগ ক'রেচে। বীরভদ্র সেই অবস্থায় তথায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গিয়ে দেখে সোনা রূপোর সেই অবস্থা! বীরভদ্র তখন সোনা রূপোর জন্য পাগল, কাজেই সে মৃত সোনা রূপোর শবদেহ স্কন্ধে ক'রে "হা আমার সোনা রূপো কথা কয় না কেন, আমার সোনা রূপো কথা কয় না কেন" ব'লে চারিদিকে ভ্রমণ ক'র্‌তে লাগল

আজ আবার আমার নিকট আস্‌চে – তার এখন জিজ্ঞাস্য এই, ঠাকুর! তুমি যে ব’ল্লে—সোনা রূপোর শরণাপন্ন হ’লে সে সোনা রূপো আমার প্রতি প্রসন্ন হবে, কৈ, তা হ’ল কৈ? ঠাকুর! তোমার কথায় আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক’রেচি, এখন দেখ—আমার আজ কি বিষম বিপদ উপস্থিত।

।বতী। আমি যে আশ্চর্য্য হ’য়ে যাচ্চি প্রভু!

গারাম। মাগো, ঠাকুরের কাছে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। তুই দেখিস্ মা, ঠাকুরের প্রতি যখন বীরভদ্রের অটুট বিশ্বাস জন্মেচে, তখন সেই মৃত সোনা রূপোও নিশ্চয়ই বীরভদ্রের সহিত কথা কইবে।

।বতী। সবই আশ্চর্য্য বাবা! প্রভু! কোন পুণ্যে আপনার পদসেবা ক’র্‌তে পার্‌চি, তা জানি না দয়াময়!

শারাম। ঐ যে সত্যই ত বীরভদ্র মৃত সোনা রূপোর শবদেহ ল’য়ে গুরুর নিকটেই আস্‌চে।

সোনা রূপো স্কন্ধে বীরভদ্রের প্রবেশ।

রভদ্র। ঠাকুর! ঠাকুর! মোর সোনা রূপোর দশা তু দেখ্ ঠাকুর! তু ত কইলু ঠাকুর! দেখ ভদ্রা, তু সোনা রূপোর শরণ্‌‌নে, তুহর ভাল হইব। মু তোহর কথামতে এমতি করিলু! সোনা রূপোর সঙ্গ মু কখন ন ছাড়িনু। সোনা রূপো অন্ত মোড় প্রাঁড় করিনু! মোর তেমতি সকড় হইল। মোড় সোনা রূপো মোড় হইল! এখন এমতি হইল কাঁই

রে ? মোর সোনা রূপো ন কথ্থ কহিছু কাঁই ? তু ক ঠাকুর তু উপায় করি কিরি দে ঠাকুর ! মু সোনা রূপো বিরহ ন জীব ।

আশারাম । ছিঃ ছিঃ মড়া নিয়েচিস্ যে পাগলা, ফেলে দে প'চে যে গন্ধ উঠ্‌চে ।

বীরভদ্র । কি তু কহিচু রে মহাপাতক ! মোর সোনা রূপো গাত্রে গন্ধ ? এত সুবাস রে ! চন্দন গন্ধ ! কুঙ্কুম গন্ধ ! পুষ্প গন্ধ ! এমতি গন্ধ আউ কৌঁটি দেখছন্তি পেরা ? নড়াধম ! কি কইচু ! মোমতে সাবধানে কথা কহিব, মোর সোনা রূপোর গাত্রে কি দুর্গন্ধ ? এমতি গন্ধ রে—মকরন্দলোলুপ ভ্রমর ! এমতি গন্ধ রে—নড়াধম পাতকী পাপিষ্ঠ !

অনন্তমিশ্র । না বীরভদ্র ! তুমি কার প্রতি ক্রোধ ক'র্‌চ ? যাও জগবন্ধুর মন্দিরদ্বারে গিয়ে ত্রিরাত্র কর গে, তাহ'লেই তোমার সোনা রূপো তোমার সঙ্গে তেমনি ক'রে হেসে কথা কইবে ।

বীরভদ্র । কি কহিলুঁ ঠাকুর । জগবন্ধুর মন্দিরে মু ত্রিরাত্রি করিব ! তাহ উত্তম ! উত্তম । মু সব করিব । মু সোনা রূপোকু মতে সব করিব । হা সোনা রূপো রে—কথা ক বাপ্পধন ! হা বাপ্প জগবন্ধু ! মোর সোনা রূপোকু রক্ষা করিবাহন্তু । মু—সব করিব । মু সব করিব । এ বেটা পাতকী নড়াধম ।

[প্রস্থান ।

মাশারাম। এ প্রকৃত উন্মাদ হ'য়েচে ঠাকুর!

মনন্তমিশ্র। বৎস! এর নাম তন্ময় ভাব। ঐ তন্ময়তাই প্রেম। ঐ প্রেমেই ভগবদ্ভক্তি। ঐ প্রেমেই পরামুক্তি; বাবা, এখন চল, বাবা জগবন্ধুর আরতির সময় হ'য়েচে, আমরা বাবাকে দর্শন ক'রে আসিগে চল।

মাশারাম। যে আজ্ঞে। ঐ তন্ময়তা কবে পাব আমি।

কবে আমি শ্যাম সনে করিব গো এ হেন সম্বন্ধ!
দীনবন্ধু—জগবন্ধু। দেখ দেব!
দীন হীন অভাগায়! গুরু মাত্র ভরসা আমার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

জগন্নাথ-মন্দির।

রত্ন-বেদী'পরে জগন্নাথ, বলভদ্র, ও সুভদ্রার মূর্ত্তি স্থাপিত।

দ্বারে পাণ্ডাগণ, ছড়িদার ও যাত্রিগণ দণ্ডায়মান।

যাত্রিগণ। জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু!

গীত

জয় জগবন্ধু জগন্নাথ জগদীশ! দাও হে দরশন।
জনম জ্বালা দমন কর ওহে মদনমোহন মধুসূদন।।
লীলা প্রকাশিতে হরি এলে নীলাচলে,
শবরে কৈলা ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন মহীপালে.
ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু বিতর হে কিঞ্চিত ধন।
কে বোঝে তোমার লীলা, তুমি টান যারে কোলে,
সে ছুটে তোমার দ্বারে পেটের ছেলে ফেলে,
একবার দাঁড়াও এসে মোহন বেশে সার্থক করি জীবন।।

জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু! বাবা দেখা দাও, বাবা দেখা দাও, জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু!

ম যাত্রী। তুমি কে হে বাঁদির পেলা, স'রে দাঁড়াতে পার না?

য় যাত্রী। এই রে বাঙ্গাল এবারে ম'রেচে!

ম যাত্রী। কি কও, তুমি বুঝি বিলাতবাসী ইংরাজ?

য় যাত্রী। আরে বাঙ্গাল, চুপ কর্ না। জগন্নাথ দেখ্তে এসেও তোর ঝগড়া?

ম যাত্রী। তুমি কি কইলা? বন্দর লোক হইছস্? হুনেন মশায়, হুনেন, বন্দর লোকের বাচা হুনেন। মু আর কি কইমু! মশায় হুনেন।

র্থ যাত্রী। আমি আর কি শুন্‌ব মশায়! একটু চুপ করুন।

ম যাত্রী। কি কন্, মু চুপ করমু ক্যান! হালার পো হালার কথা হুনেন? মু অমন কত হালার পো হালার কথা হুন্‌চি! অমন কত হালার পো হালারে ত্থাথ্‌চি? ও গর্ভস্রাবে ভয় করে কেটা?

যাত্রী। আরে মশায়—আপনি একটু স্থির হ'ন্ না। ঝগড়া করেন, মন্দিরের বাইরে গিয়ে ক'র্‌বেন। আপনার জন্য কি আমাদেরও কিছু হবে না?

যাত্রী। আরে মশায় হুনুন না, মু বাল কইলাম যে, মশায় একটু স'রে দারান না, বর ব্যথা পাইচি, অমনি বন্দর লোক মুখখানা ঘুরায়ে ঘুরায়ে আমারে কি কইলা, হুন্‌লেন না?

যাত্রী। কি বিপদেই প'ড়্‌লাম গা? এ যে মেছো হাটা ক'রে তুল্‌লে গো! আরে ও বাঙ্গালকে ওখান হ'তে সরিয়ে দাও না?

১ম যাত্রী। কি—মোরে সর্ব্বজন মিলিয়া ব্যথা দিতে লাগ্‌লা ? কি মু মুদ্রা দিয়া ক্ষেত্রধাম আইছি না ? হালারা মোরে উড়ে পাইছ যে, যা কইব, মু তাই হুনব ? না, মু আর জগন্নাথ দেবতা দেখ্‌মু না, বাবা মোরে বাম হইলা। চল্‌লাম, বাবা মোরে বাম হইলা! (ক্রোধে বেগে প্রস্থানোদ্যত)

২য় যাত্রী। আরে মশায়, রাগ ক'রে যান কোথা ?

১ম যাত্রী। আরে রও মশায়! এখানকার সব হালাই দুষমণ! মু আর কিছুতেই এখানে থাক্‌মু না। বাবা মোরে বাম হইলা।

[প্রস্থান।

৩য় যাত্রী। বেটা বাঙ্গাল ত বাঙ্গাল!

৪র্থ যাত্রী। চুপ কর হে, পাণ্ডাঠাকুরের আরতি শেষ হ'ল।

সকলে। জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু! (প্রণাম)

১ম ছড়িদার। ও মাইকানি! মহাপ্রভুকু গুটা পয়সা দি দে না ?

২য় ছড়িদার। মণিমা, তুম্ভে লক্ষপতি কোড়িবন্ত মহাজন আছন্তি, সময় থাকিতে—চক্ষু কর্ণ থাকিতে—যা তুলি দিব, তাই থাকিব। মহাপ্রভুকু টঙ্কা কোড়ি সব দি দে।

১ম পাণ্ডা। দেখ্‌চু পেলা, ঐ রত্নবেদী'পর মহাপ্রভুকুর অবতার। যখন মহাপ্রলয় হইথিলা, তখন এই মহাপ্রভু ধর্ম্ম—অবতার হই কিরি এই বিশাল বসুন্ধরা পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করিথিলা! লীলা-ধর এতাদ্রুশ দশ—অবতার হই কিরি ধরাভার হরণ করিলা। পেলা, তু ক যে, মু মহাপ্রভুঙ্কর সাক্ষাতে মিথ্যা কথাটী ন কবু ?

যাত্রী। মু মহাপ্রভুঙ্কর সাক্ষাতে মিথ্যা কথা ন কবু।

পাণ্ডা। ক, যে মু টঙ্কা কৌড়ি বাসভূমি হইতে যা কিচ্ছু আণ্ণুছি, সে সবই মহাপ্রভুঙ্কর পাদপদ্মে সঁপি দিব।

যাত্রী। ও ঠাকুর! বল কি, আমি সব তোমার প্রভুর পাদপদ্মে দিয়ে—বাড়ী যাবার রাহা খরচ পাব কোথা? .

পাণ্ডা। কর্জ্জ নিব। তু ক পেলা, তোহরে হাজার টঙ্কা বিশ্বাস করি দি দে।

[ভক্ত]গণ। জয় জগবন্ধু!

যাত্রী। না ঠাকুর, তা আপনাকে আর দিতে হবে না, আমি কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে ও রকম শপথ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

পাণ্ডা। তবে ক যে, বাস যাইবার লাগি যা খরচা হইব, তা রাখি আউ সব মহাপ্রভুঙ্কর শ্রীচরণ-পাদপদ্মে—সঁপি দিব।

[ভক্ত]গণ। জয় জগবন্ধু!

[যা]ত্রী। না ঠাকুর! অত আপনার দরকার কি, এই একটা [ট]ঙ্কা দিচ্চি, তুমি নিয়ে যা ইচ্ছা হয় কর।

[প]াণ্ডা। (হাসিয়া) আরে পেলা এক টঙ্কা?

[যা]ত্রী। নাও না ঠাকুর! আপনার ত আরও অনেক পাওনা [থ]াওনা আছে।

[প]াণ্ডা। আরে পেলা, তু ত গুটা কৌড়িবন্ত ধনী মহাজন [অছ]র! তু কেন যক্ষের মত কথা কউচু? আচ্ছা, থক, থক। নে [ন]ে ভাল করি কিরি মহাপ্রভুকু দেখে নে।

যাত্রিগণ। জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু! বাবা—পরিত্রাণ ক
পরিত্রাণ কর।

প্রধান পাণ্ডা। বিশেষ করিয়া প্রণাম কর।

যাত্রিগণ। জয় জগবন্ধু। (সকলের প্রণাম)

বন্ধু ও অহল্যার প্রবেশ।

বন্ধু। জয় জগবন্ধু!—দীনবন্ধু! এই প্রিয়ে! আমার বন্ধুর আ
দেউল। বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং এসে আমার বন্ধুর এই দেউল নির্ম্মা
ক'রে দিয়ে গেছেন।

অহল্যা। আহা, কি বিচিত্র দেউল নাথ! দেউল দেখ্‌লেই
আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। না জানি আপনার বন্ধু
দেখ্‌লে আমি যেন কি হ'য়ে যাব। চল নাথ, কোথা
আপনার বন্ধু আছেন, তথায় শীঘ্র চলুন। আগে আমার সো
রূপো বীণাকে তুলি দিন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে ক
কইব। এমন বন্ধু থাক্‌তে আমরা এতদিন কেন তাঁর আশ্র
পাই না? আপনার বন্ধুর আশ্রম দেখে ত বোধ হ'চ্ছে
তিনি একজন রাজা।

বন্ধু। শুধু রাজা কি অহল্যা, আমার বন্ধু যিনি, তিনি রাজা
রাজা মহারাজা। আমার বন্ধু যিনি—তিনি রাধা-বল্লভ
লক্ষ্মী-বল্লভ জানকী-বল্লভ।

অহল্যা। হাঁ কি বল্লেন নাথ, জানকী-বল্লভ আপনার বন্ধু?

বন্ধু। হাঁ প্রিয়ে! তা না হ'লে আমাকে ত পৃথিবীর লোকে

আশ্রয় দিলে না, কিন্তু এই জানকী-বল্লভ ত আমায় অশ্রদ্ধা ক'রে ঠেল্‌তে পার্‌লেন না, তিনিই ত আমায় আশ্রয় দিলেন।

অহল্যা। ওকথা আর ও কথা ব'ল্‌বেন না নাথ, সেই জানকী-বল্লভ বলুন দেখি যে,"বন্ধু! তোমায় আমি চিরদিনের জন্ত আশ্রয় দিলাম।" তাহ'লে ব'ল্‌ব যে, আপনার বন্ধু সেই জানকী-বল্লভই বটে, আপনার বন্ধু সেই লক্ষ্মী-বল্লভই বটে, আপনার বন্ধু সেই রাধা-বল্লভই বটে।

বন্ধু। তা অবশ্যই ব'ল্‌বেন বৈ কি প্রিয়ে। আগে আমি সেই বন্ধু জানকী-বল্লভের সহিত কথা কই, তার পর তুমি দেখ্‌বে—তিনি আমায় সেই কথা ব'লেই আশ্বাস দেন কি না? অহল্যা, আমি দরিদ্র ব'লে ত তাঁর ঘৃণা নাই বরং শ্রদ্ধা আছে! তিনি নরোত্তম পুরুষ-প্রধান। তা না হ'লে আমি দুঃসময়ে তাঁকে বন্ধু ব'লে তাঁর দ্বারে আস্‌ব কেন? দেখ্‌বে অহল্যা, তুমি শুধু সোনা রূপো নোণার কথা কি ব'ল্‌চ, আমি তাঁকে যা ব'ল্‌ব, তিনি আমায় অকুণ্ঠিতচিত্তে তাই দান ক'র্‌বেন।

অহল্যা। তবে চলুন নাথ, আপনার বন্ধুর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করি গে।

বন্ধু। চল প্রিয়ে! (গমনোদ্যত)

যাত্রিগণ। জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু।

অহল্যা। নাথ! ওঁরা কারা আপনার বন্ধুর মন্দিরে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন?

বন্ধু। প্রিয়ে। ওঁরাও আমার মত আমার বন্ধুর বন্ধু।

অহল্যা। ওঁরা ওখানে কেন?

বন্ধু। আমার মত ওঁরাও আমার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'
যাচ্ছেন! চল প্রিয়ে! (গমনোদ্যত)

পাণ্ডাগণ। সব বাহির যা, সব বাহির যা, মহাপ্রভুঙ্কর শী
ভোগ হইব। মহাপ্রভু এ ভোগ খাইকিরি, ি
যাইব। সব মিচ্ছারে গোল করিচু কাহিঁ, বাহির
বাহির যা।

সকলে। জয় জগবন্ধু! জয় জগবন্ধু। (মন্দিরের বাহির হওঃ

অহল্যা। এ কি নাথ! এ যে আপনার বন্ধুর বন্ধু অসংখ্য! ়
যে ভিড়! যাই যে! নাথ, তবে কেমন ক'রে আপনার বন্ধুে
দর্শন ক'র্‌ব?

বন্ধু। দুর্ভাগ্য প্রিয়ে! আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য! বন্ধুর আরি
হ'য়ে গেল, আজ দেখা হ'ল না! এইবার বন্ধুর দ্বার রুদ্ধ হ'ব

অহল্যা। তাহ'লে উপায়, ভয়ঙ্কর ক্ষুধাও ত পেয়েচে নাথ! মে
ক'রেছিলাম, সাতদিন উপবাসী আছি—আজ বন্ধুর বাটীে
গিয়ে উত্তমরূপ আহার ক'র্‌ব! হা বাবা গোপাল, দুর্ভাগ্য
কি সঙ্গে সঙ্গে যায়?

বন্ধু। তাই প্রিয়ে! নতুবা এত দ্রুতপদে এসেও আজ আর
বন্ধুকে দর্শন ক'র্‌তে পার্‌লাম না? এখন চল ঐ বন্ধুর রন্ধন-
গৃহের নর্দ্দমাটার ধারে আমানি ব'য়ে যাচ্চে, তাই খেয়ে আজ
কার রাত্রি কাটাই গে। প্রভাতে উঠেই নির্জ্জনে বন্ধুর
সহিত সাক্ষাৎ ক'রব।

অহল্যা। অগত্যা তাই নাথ! দেখি বাবা গোপাল, আমাদের অদৃষ্টে আরও কত কষ্ট লিখেছেন!

[প্রস্থান।

যাত্রিগণ। জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ, জয় বাবা জগবন্ধু!

[প্রস্থান।

(জনৈক পাণ্ডার ভোগ লইয়া প্রবেশ ও রক্ষা)

পাণ্ডাগণ। কপাট বন্ধ করি ফিরি চল্। জয় বাবা জগবন্ধু! জয় বাবা জগবন্ধু!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মন্দিরপার্শ্ব।

বন্ধু ও আমানীপূর্ণ ঘটি হস্তে অহল্যার প্রবেশ।

বন্ধু। প্রাণ পূরে খাও অহল্যা, প্রাণ পূরে খাও! না জা ঐ আমানিতে কত অমৃত ঢালা র'য়েচে! খেয়ে যেন অ আশা মিটে না।

অহল্যা। তাই নাথ! যত খাই, ততই যেন সুধার মত বোধ হয় আহা, তোমার বন্ধুর গৃহের আমানিটী পর্য্যন্ত এত সুমিষ্ট!

বন্ধু। অহল্যা! বন্ধুর আমার সকলই মিষ্ট। বন্ধুর মূর্ত্তি মিষ্ট বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব যে জিনিষটী, সেটী আবার আরও মিষ্ট তাতে এত মিষ্টতা আছে ব'লেই জগতের লক্ষ লক্ষ জীব তাঁ সহিত এতদূরে বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রতে আসে।

অহল্যা। তাই বটে, যার ভাল হয়, তার সকলই ভাল হায় নাথ! ক্রমেই আমার হৃদয় অতিশয় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌চে। মনে হ'চ্চে যেন ছুটে গিয়ে আপনার বন্ধুর সহিত একবার দেখা ক'রে আসি। হাঁ নাথ, আপনার বন্ধু ত আমায় ঘৃণা ক'রবেন না?

বন্ধু। প্রিয়ে! আমার বন্ধুর কি কারো প্রতি ঘৃণা আছে? গুহকচণ্ডালের সঙ্গে যিনি সখ্যতা ক'রে আপনাকে ধন্য জ্ঞান

ক'রলেন, চণ্ডালিনীকে যিনি কৃপা-ছায়া দানে উদ্ধার ক'রলেন, সে বন্ধু কি আমার তোমায় ঘৃণা ক'র্তে পারেন? তাঁর যে কোন জীবের প্রতি ঘৃণা নাই অহল্যা।

অহল্যা। তাই ত আপনার সে বন্ধুকে আমি কতক্ষণে দেখ্‌ব। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হবে নাথ!

বন্ধু। এই ত সন্ধ্যা প্রিয়ে। এখন এস আমরা শুয়ে পড়ি! সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীর বড়ই অবসন্ন হ'য়েচে। কল্য প্রভাতে উঠেই বন্ধুর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।

অহল্যা। তাই হবে নাথ। হায়! বন্ধুকে কতক্ষণে আমি দেখব নাথ। (উভয়ের শয়ন)

বন্ধু। বন্ধু! দুর্ভাগ্যচক্রে আমি এখনও ঘুরচি, তোমার দ্বারে এসেও তোমার দর্শন পেলাম না। নারায়ণ, নারায়ণ।

(নিদ্রা)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

ঘুমন্ত বীণাকে ক্রোড়ে লইয়া কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ঘুমাও বীণা, ঘুমাও! ঘুমাও দিদি, ঘুমাও! এ কি, এ কার জন্য ভোগ? এ ভোগ উপভোগ ক'রবে কে? আমি? আমার জন্য আবার এ সব কেন? দুষ্ট পাণ্ডা সকল, আমাকে কি উপহাস ক'র্‌বার জন্য এই সকল ভোগ রেখে গিয়েচে? আরে পাপিষ্ঠ! কার সহিত উপহাস। আমার সাতদিন উপবাসী বন্ধু আজ আমার দ্বারে এসে মাত্র কাঞ্জী ভক্ষণ ক'রে অনশনে পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বে ধূলিশয্যায় প'ড়ে র'য়েচে, আর আমি সঘৃতখাদ্য সকল ভক্ষণ ক'র্‌ব? আরে দুরাচারগণ। আমায় তোরা এ আবর্জ্জনা সকল দিলি কেন? তোদের ব্যবহার চণ্ডালব্যবহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাদের গৃহেও সেবাপরাধ হয় না, তারাও আপন বন্ধু-বান্ধব অতিথির মর্য্যাদা বুঝে ও তাদের সৎকার জানে, কিন্তু তোরা ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে আমার পূজক হ'য়ে এরূপ নীতি-হীন অচার-ভ্রষ্ট হ'য়েচিস্ যে, বন্ধু আমার অতিথি, তাকে তোরা ডেকেও একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লি না? সে আমার কি অবস্থায় রৈল, আহার ক'র্‌লে কি না ক'র্‌লে, তাও একবার চোখের দেখা দেখ্‌লি না? হায় হায়—আমি এমনি কপটদের হাতে প'ড়েচি যে, আমার অকলঙ্ক নামে দুরপনেয় কলঙ্কের কালি

প'ড়ল? হায় হায়, কে আমার এ অকলঙ্ক দীনবন্ধু নাম আর ক'র্‌বে? হায় হায়, সব গেল! সব গেল! বন্ধু আজ বন্ধুর গৃহে এসে উপবাসী! ধূলি-শয্যায় শয়ন ক'রে আছে! এর চেয়ে আর পরিতাপ কি! এর চেয়ে আর দুঃখ কি? না ভাই, না ভাই বন্ধু, আমি তোমায় ভুলি নাই, আমি তোমায় তেমনি ভাবেই চিরকাল দেখে আস্‌চি। এই দেখ ভাই, আমিও আজ তোমার জন্য উপবাসে রৈলাম। তোমায় না খাইয়ে আমি আজ আর জলস্পর্শও ক'র্‌ব না। এখন কি করি? কি ক'রে উপবাসী বন্ধুকে কিছু আহার করাই? আহা হা, বন্ধুর পত্নীও সাতদিন উপবাসিনী! তার মনে আশা ছিল, আমার গৃহে এসে সে উত্তম রূপে আহার ক'র্‌বে। আহা অভাগিনি! তোমায় আমি দিব্যরূপেই আহার করালাম! যাক, এখন বন্ধুকে না খাইয়ে ত আমি কিছুতেই থাকতে পারি না। যাই, এখন এই সব খাদ্য আমার বন্ধুকে দিয়ে আসি। কিন্তু এ বেশেই বা যাই কি ক'রে? তাহ'লেই ত বন্ধু আমায় ধ'রে ফেল্‌বে! না অন্য উপায় ক'র্‌তে হ'ল। এ বেশে যাব না, তবে কোন্ বেশ ধারণ করি? (চিন্তা) ব্রাহ্মণ! তোমায় আমি অতি ভালবাসি! তাই তোমায় আমায় অভিন্ন দেহ। এস শক্তিময় ব্রাহ্মণ! জগবন্ধুর দেহ হ'তে তুমি আবির্ভূত হও। তাহ'লেই আমি ধন্য হই, আর আমিও গোপাল বেশে বীণার কাছে যাই।

[প্রস্থান।

(সহসা তেজঃপুঞ্জময় ব্রাহ্মণের আবির্ভাব)

ব্রাহ্মণ। এখন দেখ ব্রাহ্মণ! তোমার মূর্ত্তি ধারণও আমার গৌরব! তাই আমি ব্রাহ্মণ-গৌরব বড় ভালবাসি! তুমি ব্রাহ্মণ। আপন ব্রহ্মত্ব রক্ষা কর, তাহ'লেই জগতের গৌরব বৃদ্ধি হবে। যাক্, এখন আমি আমার বন্ধুর নিকট চ'ল্লেম। আহা বন্ধু আমার সাত দিন উপবাসী!

[খাদ্য লইয়া প্রস্থান।

গোপালবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। দিদি! এখন কি ঘুম ভাঙে না ?

বীণা। কেন গোপাল।

কৃষ্ণ। ভাই বোনে দু চা'রটা কথা কইতাম।

বীণা। তুই আমাল থঙ্গে কথা কইবি. তবে আমি আল ঘুমোব না! তুই কি একটুও ঘুমোস নি গোপাল!

কৃষ্ণ। কেন দিদি ঘুমোব না ? সকলের খাওয়া দাওয়া না হ'লে আর আমি কি ক'রে ঘুমোই বোন!

বীণা। তোল আবাল থকল কে গোপাল!

কৃষ্ণ। সে অনেক দিদি, সে অনেক।

বীণা। আমায় বল্‌বি না ?

কৃষ্ণ। তুমি আগে খাও।

বীণা। তবে তুমি থেই গানতা গাও?

কৃষ্ণ। কোন গান্‌টা বোন!

বীণা। থেই যে রে হাত ঘুলোলে—

কৃষ্ণ। তাই গাই।

গীত

হাত ঘুরোলে নাড়ু দোব নৈলে নাড়ু কোথায় পাব।
ডাকলে আমায় হাত ঘুরিয়ে একটার জায়গায় পাঁচটা দোব।
চারটে নাড়ু আমার হাতে, রসে তারা যাচ্চে মেতে,
পাই না কারেও দিই যে খেতে, কেউ চায় না যে তায় দিয়ে যাব—
হাতের নাড়ু রৈল হাতে এখন হ'তে আপনি খাব।

বীণা। না, না গোপাল, আমি থাব, আমি থাব।

কৃষ্ণ। তবে হাত ঘুরিয়ে ডাক্।

বীণা। এই ডাক্‌চি, (হাত নাড়িয়া) আয় গোপাল আয়, আ গোপাল আয়।

কৃষ্ণ। বীণা! আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না বো- আর কিছু চাই না। ঐ তোর হাত ঘুরিয়ে ডাকাই আমা অমৃত!

বীণা। ব'স গোপাল, আমাল বল ঘুম পাত্তে, আমি এক ঘুমোই। (কৃষ্ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

কৃষ্ণ। থাবি না বোন্!

বীণা। ঘুম থেকে উথে খাব গোপাল!

কৃষ্ণ। তাই ঘুমোও বোন্! তোমায় শান্তিতে রাখ্‌তে পার্‌লেই আমি ধন্য হই।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-পার্শ্ব।

(বন্ধু ও অহল্যা নিদ্রিত।)

রত্নথালিপূর্ণ খাদ্যহস্তে ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) ঐ ত অদূরেই বন্ধু আমার ক্ষুধার অসহ্য তাড়-নায় অস্থির হ'য়ে শেষে সংজ্ঞাহীন ভাবে ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হ'য়েচে। না, এ দৃশ্য আর দেখ্‌তে পারা যায় না! হায় রে! কে আমায় করুণাময় দীনবন্ধু হরি ব'লে বলে? যে না জানে, সেই ব'ল্‌তে পারে, কিন্তু যে একবার জেনেচে, সে ত কখন আর আমায় দয়াময় ব'লে ব'ল্‌বে না! অহো, এই কি দয়াময় নামের পরিচয়? আমার ভক্তের এই পরিণাম? যাক্, শেষে যা হয় তাই হবে। এখন কিন্তু বন্ধুর এ কষ্ট আর দেখা

যায় না। বন্ধুকে ডাকি, ডেকে তাকে কিছু খাবার খাওয়াই। (প্রকাশ্যে) বন্ধু! ভাই বন্ধু! অহো, ঘুম আর যে ভাঙ্‌তে চায় না। অপরাধ কি? সাত দিন ত উপবাসী! সাত দিন উপবাসে কি মানুষ বাঁচে? বলি ভাই বন্ধু—ভাই, আমি এসেছি, ওঠ।

বন্ধু। অহল্যা, অহল্যা—

অহল্যা। উঃ।

বন্ধু। অহল্যা, উঠ দেখি। আমাকে এত রাত্রিতে এখানে ডাকে কে শোন দেখি?

অহল্যা। (নীরব)

ব্রাহ্মণ। বলি ভাই বন্ধু!

বন্ধু। তাই ত—বন্ধু ব'লে আমায় ডাকে কে? এখানে ত কেউ আমার পরিচিত ব্যক্তি নাই যে, বন্ধুকে এ ভাবে আহ্বান ক'র্‌বে?

ব্রাহ্মণ। বন্ধু—ভাই, আমি ডাক্‌চি।

বন্ধু। তাই ত, ও ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ চিনে। আর আমার বন্ধু ভাবেই সম্ভাষণ ক'র্‌চে। ব্যাপারখানা কি দেখ্‌তে হ'ল! তবে কি দীনবন্ধুর আমায়—এতক্ষণে দরিদ্র বন্ধুকে মনে প'ড়েচে? কে হে, এত রাত্রে বন্ধুকে আহ্বান করে?

ব্রাহ্মণ। কে আর ডাক্‌বে ভাই বন্ধু! আমি ডাক্‌চি, আমি তোমার বন্ধু, তাই আমি তোমায় ডাক্‌চি। অনেক ঘাটে ঘু'রেছিলাম দাদা, তুমি এসেচ—তোমার কাছে এসে যে দেখা

ক'র্‌ব, তার সময়ও পেয়ে ছিলাম না। এখন একটু সময় পেলেম, তাই মনে ক'র্‌লেম, যাই একবার বন্ধুর সহিত দেখা ক'রে আসি।

বন্ধু। কে—বন্ধু! আমার দীনবন্ধু? ভাই! ভাই! ভাই! এসেচ দাদা, এসেচ ভাই! তবে দে ভাই, আমায় একবার আলিঙ্গন দে। দেখ্ ভাই দেখ্, বন্ধুর অবস্থা কি? বন্ধু হে! পথে কেবল বন্ধু ব'লে—ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে চ'লে আস্‌চি, এসে যখন দেখ্‌লাম, আজ আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হবে না, তখন বন্ধু—মনে যে কি হ'ল তা আর ব'ল্‌তে পারি না দাদা! তা বন্ধু! এত রাত্রিতে কষ্ট ক'রে কেন দাদা! রাত্রি প্রভাতে এলেই ত হ'ত।

ব্রাহ্মণ। তা কি ক'রে হয় ভাই, তোমাদের যে আহার হয়নি, তাকি আর বুঝ্‌তে পারিনি! তবে দাদা. কি ক'র্‌ব, একটু বিলম্ব হ'য়ে গেচে! তাতে মনে কিছু দুঃখ ক'র না ভাই! মনে ক'র না যে, বন্ধুর বাটীতে গেলাম, বন্ধু আমায় অনাদর ক'র্‌লে।

বন্ধু। না বন্ধু, তা কেন মনে ক'র্‌ব ভাই, তাই যদি মনে ক'র্‌ব, তাহ'লে কোথায় যাযপুর—আর কোথায় তোমার আশ্রম! এত পথ আস্‌ব কেন দাদা! তবে বন্ধু বড়ই কষ্টে প'ড়েচি, রাত্রি প্রভাতে—তা তোমায় আমি সব কথা খুলে ব'ল্‌ব।

ব্রাহ্মণ। তা ব'ল্‌বে বৈকি ভাই, আর আমি—শুন্‌ব বৈকি? তা তুমি যে ভুল ক'রেছিলে, তুমি ত জান্‌তে যে—আমি একজন

তোমার বন্ধু—এই সমুদ্রের তীরে প'ড়ে র'য়েছি,—মনে ক'রে ত আসতে হয় ভাই!

বন্ধু। তা মনে ছিল ভাই, তবে দাদা, গুরু-আজ্ঞা ছিল না। ঠাকুর ব'লেছিলেন, "বন্ধু, অতি বিপন্ন অবস্থায় যখন পতিত হবে, তখন দীনবন্ধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ ক'র।" তাই দাদা, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে আর আস্‌তে পারি না।

ব্রাহ্মণ। তা কি ক'রে আর আস্‌বে ভাই? গুরুই ব্রহ্ম! গুরু-বাক্য অবহেলা ক'র্‌লে ব্রহ্মবাক্য অবহেলা করা হয়। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌লে অনন্ত নরকে প'ড়্‌তে হয় যে দাদা।

বন্ধু। তা বন্ধু, তুমিই বা কোন্ দয়া ক'রে দীন দরিদ্র বন্ধু ব'লে বন্ধুর দ্বারে উপস্থিত হ'য়েছিলে? তা হ'লেও ত হ'ত ভাই!

ব্রাহ্মণ। এ কথা তুমি সহস্রবার ব'ল্‌তে পার বন্ধু, কিন্তু ভাই, তোমার এই বন্ধুকে যে সংসারে অনেক কাজ ক'র্‌তে হয়!

বন্ধু। তা কি ক'রে জান্‌ব দাদা! তবে আমার মনে হয়, যে বন্ধু আমার রাজার রাজা, যে বন্ধুর আমার এত সরল হৃদয়, যিনি আমার মত দীন দরিদ্রকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন ক'র্‌চেন, সে বন্ধুর ইচ্ছা থাক্‌লে অবশ্যই তিনি আমার কোন না কোন একটা উপায় ক'রে দিতে পার্‌তেন! বন্ধু হে—আমার জীবনে যে কষ্ট গিয়েচে, তা আর তোমায় ব'লে জানাব কি? দিবা রাত্রিই চোখের জলে বুক ভেসে গেছে দাদা! (রোদন)

ব্রাহ্মণ। বন্ধু! চুপ কর ভাই, স্থির হও, যখন কাছে এসেচ, তখন আর ভয় কি? যা হবার তা হ'য়ে গেচে, এখন

আর কোন চিন্তা নাই। নাও দাদা, এই খাবারগুলি নিয়ে এখন স্ত্রী-পুরুষে খাও গে। কাল প্রভাতে উঠেই তোমার কোন না কোন একটা ব্যবস্থা ক'র্‌ব। রাত্রিও অধিক হ'য়েচে, নিদ্রাও আস্‌চে, বল ত ভাই, আমি যাই, গিয়ে একটু বিশ্রাম করি গে। (খাদ্য প্রদান)

বন্ধু। তাই ত ভাই, এ যে প্রচুর খাদ্য! জীবনে কখন যা দেখিনি কখন যা ভাবিনি, এ যে সেই সব অপূর্ব্ব দ্রব্য ভাই! বন্ধু বন্ধু! এই সব খাদ্য দেখে আমার আবার যে পূর্ব্ব স্মৃতি স জলন্ত আগুনের মত ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠ্‌চে দাদা! হায় বন্ধু গতকল্য যে বন্ধুর সামান্য অন্নাভাবে দুধের ছেলেরা অকালে করাল-কাল গ্রাসে জন্মের মত চ'লে গিয়েচে, আজ সেই বন্ধু হস্তে সঘৃত খাদ্য দ্রব্য! হায় বন্ধু! কি তোমার বিচিত্র লীলা হায় বন্ধু! কি তোমার সংসাররহস্য! না বন্ধু! ও থাক্‌ আজ আর আমরা কিছু খাব না, আমরা কাঞ্জী ভক্ষ ক'রেচি। আহা, অহল্যা এই সব খাদ্য দ্রব্য দেখ্‌লে— অভাগি এইক্ষণেই হাহাকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে মূর্চ্ছাপন্না হবে; হয় ত এই কঙ্কালাবশিষ্টা ক্ষীণপ্রাণা রমণী প্রাণের ভীষণ শোকম আবেগে জন্মের মত ধরণীধাম পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে হা বন্ধু! এই সুধাই তখন আমার গরল রূপে পরিণত হবে এত আনন্দ, সব নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যাবে। থাক্‌ বন্ধু। আগে সে হতভাগিনী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুক তার বল্‌বার কি বলুক, হতভাগিনীকে তোমার সাক্ষ

দেবার কি তাই দাও, তারপর যা হয় তাই কর', নতুবা এখনও যা হয় একটা কর। বন্ধু! ভাই! আমি কিন্তু এ সুন্দর খাদ্য ল'য়ে অভাগিনীকে—নারায়ণ—(রোদন)

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) ধন্য মায়া! হায় পুত্র! তোমরাই আবার এই সব স্নেহময় পিতামাতাকে প্রাণের সহিত ভক্তি ক'র্‌তে চাও না! যারা তোমার জন্য এ সংসারে জীবনকে পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান ক'র্‌তে পারে, তারা কি তোমাদের কাছে মাত্র একটু ভক্তি ভিক্ষা ক'র্‌তে পারেন না? যাক্—(প্রকাশ্যে) ভাই বন্ধু! কি ক'র্‌বে—সংসারের খেলাই এই! তবে কি জান্‌লে, পুত্রের জন্য আপনার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ত উচিত নয় ভাই! বিশেষতঃ অহল্যা আমার এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে আশা ক'রে এসেছিল যে, বন্ধুর আশ্রমে উত্তম সুখাদ্য সামগ্রী খাব। সেই জন্যই আমি এই সব এনেচি। তবে এখন আবার শোকাভিভূত হ'চ্চ কেন দাদা! রোদন ক'র না ভাই, যখন আমার কাছে এসেচ, তখন সকল বিষয়েরই কোন না কোন একটা ব্যবস্থা ক'র্‌ব, এখন যাও—অহল্যাকে তুলে তাকে কিছু আহার করাও গে। সে রোদন-তৎপরা হ'লে তাকে বরং ব'ল যে, বন্ধু তোমার উপায় অবশ্যই ক'র্‌বে। এখন চ'ল্‌লেম, আমার বড় নিদ্রা আস্‌চে দাদা, কাল প্রভাতে এসে তোমার সহিত আবার সাক্ষাৎ ক'র্‌ব, এখন আসি ভাই!

[প্রস্থান।

বন্ধু। এস বন্ধু! কাল প্রভাতে যেন দেখা হয় ভাই। এখন কি করি, বন্ধু বারম্বার ত আহার করবার জন্য অনুরোধ ক'র্‌লেন, সুতরাং তাঁর অনুরোধ পালন না ক'রলেও ত তিনি অতিশয় দুঃখিত হ'তে পারেন। বিশেষতঃ আবার তাঁর আশ্রমে এসে তাঁরই আশ্রম পীড়ন করা হয়। অতিথি ধর্ম্মও রক্ষা হয় না। কি ক'র্‌ব, আজ না খাই, কালও ত আবার খেতে হবে। পোড়া পেট ত আর সে কথা শুন্‌বে না। জীবনও ত আর সহজে যাবে না যে, এ জন্মের মত একবারে খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকে যাবে—এখন অহল্যাকে একবার তোলা যাক্। অভাগিনীকে কিছু খাওয়াই। আহা অহল্যা আমার সাত দিন উপবাসিনী। (প্রকাশ্যে) অহল্যা, অহল্যা, ওঠ। দেখ, দেখ, বন্ধু আমার এত রাত্রে এসে কত খাদ্য দিয়ে গেলেন দেখ। অহল্যা—অহল্যা—অভাগিনী অহল্যা—এতদিনে আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হ'য়েচে।

অহল্যা। কেন গা কি হ'য়েচে? (গাত্রোত্থান)

বন্ধু। অহল্যা, বন্ধুর দয়া কেমন দেখ প্রিয়ে! আমাদের ভাল খাওয়া হয়নি ব'লে তিনি স্বয়ং কষ্ট ক'রে আমাদিগকে কত সুখাদ্য দিয়ে গেলেন দেখ। প্রিয়ে! তাই ব'লেছিলাম যে বন্ধু-আশ্রমে গেলে আমাদের আর কোন কষ্টই থাকবে না।

অহল্যা। তাই ত এ যে অপূর্ব্ব খাদ্য নাথ! এ জীবনে ত এমন খাদ্য কখন দেখিনি! হায় নাথ—আমার এখন সোনা রূপো কোথায়! (রোদন।)

বন্ধু। প্রিয়ে, রোদন ক'র না। আমিও তোমার মত বন্ধুর কাছে রোদন ক'রেছিলাম, তিনি তাই দেখে ব'ল্‌লেন, যখন তোমরা আমার কাছে এসেচ, তখন সকল উপায়ই হবে। আমি খাস্ত দেখে তোমারও কথা বলি, তাতে বন্ধু ব'ল্‌লেন, অহল্যাকেও কাঁদ্‌তে বারণ ক'র!

অহল্যা। ব'লেচেন, বন্ধু এ কথা ব'লেচেন? অহো নাথ! আপনার বন্ধুর পদে জীবন অর্পণ ক'রে দিলেও যে তাঁর ঋণ শোধ করা যায় না নাথ! হায় নাথ! আমি যে আর আহ্লাদে স্থির থাকৃতে পারচি না, মনে হ'চ্চে, এই সময় একবার ছুটে গিয়ে তাঁর কিরূপ অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি, তাই দেখে আসি! তিনি এসেছিলেন, হায় কেন আপনি আমায় ডাক্‌লেন না? তবু একবার তাঁকে দেখ্‌তাম! তবু তাঁর পাদপদ্মে একবার হা হুতাশ ক'র্‌তাম! তবু একবার তাঁর কাছে বুকের জ্বালা সব জানাতাম! তা হ'লেও বোধ হয়, বুকে যে আগুন দিবারাত্রি জ্ব'ল্‌চে—তাঁর মধুর কথায় সে আগুনের উপশম হ'ত! অভাগিনী কিছু শান্তি লাভ ক'র্‌তে পারত।

বন্ধু। প্রিয়ে! আমি তোমায় সে সময় ডেকেছিলাম, কিন্তু তুমি তখন এত নিদ্রিত যে, আমার বহু আহ্বানেও কিছুতেই উত্তর দিলে না। যাক্ তাতে আর হ'য়েচে কি, কাল তিনি ত স্বয়ং আবার এসে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন, তখন সব হবে। এখন এস প্রিয়ে, তাঁর অনুরোধে আমরা কিছু ভক্ষ ক'রে

নিদ্রা যাই! রাত্রিও আর অধিক নাই, ভোর হ'য়ে এসেচে।

অহল্যা। নাথ, নাথ, আবার মনে যে আমার নিরাশার আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল! আমি অভাগিনী–পাপিনী কিছুতেই যে বন্ধুর আশ্বাসে আশ্বস্ত হ'তে পার্‌চি না নাথ! বুকে যে তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্ব'ল্‌চে! আহা নাথ! বাছা সোনা রূপো আমার এই আহারের অভাবে এ জগৎ হ'তে চিরদিনের জন্য বিদায় ল'য়েচে, "মাগো ক্ষিদের জ্বালায় যাই গো" ব'লে বাছারা আমার ছট ফট ক'র্‌তে ক'র্‌তে চিরদিনের মত ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেচে! প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, এ বিষে আর কাজ নাই। এ বিষ কি ক'রে মুখে তুল্‌ব নাথ? আহা—বাবা সোনা রূপো আমার,—(রোদন)

গীত

হায় রে হায় কোথায় রে চাঁদ, একবার দেখা দে দেখা দে অন্ধের নয়ন।
আমি কেমনে এ বিষ তুলি মুখে, যে বিষ অভাবে গেছে তোদের জীবন।
"মা খেতে দে মা খেতে দে" ব'লে, ধুলায় যে বাপ্ প'ড়্‌লি ঢ'লে,
আর চাইলি না রে বাপ চক্ষু মিলে,
অমনি সকল ভুলে যে বাপ্ হ'লি অচেতন।
আমি তাই তোদের আশায় এলাম বন্ধুর দ্বারে,
হায় রে হায় সে সব কথা বন্ধু তুলে না রে,
বুঝি ছেলের হাতে মোয়া দিয়ে— ভুলায় বন্ধু তোদের বদন।

বন্ধু। অহল্যা, বন্ধুর কথায় বিশ্বাস কর, প্রিয়ে—চন্দ্র-সূর্য্যের গতি

রোধ হ'তে পারে, তথাপি আমার বন্ধু বাক্য কখনই ব্যর্থ হবে না। আরও প্রিয়ে! আমরা আহার না ক'র্‌লে তিনি বিশেষ দুঃখিত হবেন। বিশেষতঃ তাঁর গৃহে আমরা অতিথি।

অহল্যা। না নাথ, তবে আর আমি কিছু ব'ল্‌ব না, আপনি অগ্রে আহার করুন, পরে আমি প্রসাদ পাব।

বন্ধু। তাই ভাল। নারায়ণ। তুমি সব ক'র্‌তে পার, কাল যে সাধনায় শাকান্নও সংগ্রহ ক'র্‌তে পারে না, আজ সে অনায়াস-লব্ধ রাজভোগে পরিতৃপ্ত! (ভক্ষণ) ধন্য দয়াময়! খাও অহল্যা, আমি ততক্ষণ শয়ন করি। (শয়ন)

অহল্যা। বাবা গোপাল! বাবা গোপাল! পোড়ার মুখে এও আবার আজ খেতে হ'ল? আমার সোনা রূপো ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে, আর আজ আমি পোড়ারমুখী—রাজ-ভোগ খাচ্ছি? বাবা গোপাল! অবলার প্রাণে বল দাও বাবা! অভাগিনী বড়ই কাতরা হ'য়েচে, প্রাণে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ জল ছড়িয়ে দাও বাবা! (ভক্ষণ) তাই ত প্রভাত হ'য়ে গেল যে! ইনিও ত ঘুমুলেন। তবে আমি থাল্‌টা বেঁধে রাখি। কেন না যদি কেউ নেয়, তাহ'লে বন্ধু কি মনে ক'র্‌বেন!

(বন্ধনপূর্ব্বক শয়ন)

দশম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

১ম পাণ্ডা। আরে বৃন্দা, বৃন্দা, রত্নথালি গড়া কৌটী? মু যে মহাপ্রভুঙ্কর ভোগের রত্নথালি ন দেখিচু!

২য় পাণ্ডা। রত্নথালি ন দেখিচু কাঁই? কৌঁয়াড়ু রত্নথালি গড়া? প্রধান পণ্ডারে পচার, শেষতঃ পণ্ডা ঠাকুর দেউড়ী দিইথিলা।

১ম পাণ্ডা। (প্রধান পাণ্ডাকে লক্ষ্য করিয়া) ঠাকুর! মহাপ্রভুঙ্কর রত্নথালি কৌটি? আপন ত মহাপ্রভুঙ্কয় রাত্রি ভোগ দিই কিরি দেউড়ী বন্ধ করি কিরি গিইথিলা, আউ এথন ত রত্নথালি ন দেখিছু!

প্রধান পাণ্ডা। (অগ্রসর হইয়া) মধারে পচার। মু সেই ছড়ারে দেউড়ী বন্ধ দিই কিরি কইথিলা! এ সে ছড়ারই কাম। সে ছড়াই রত্নথালি—ওরে ছড়া—মধা—মধা—

পাণ্ডাগণ। আরে মধা, মধা, আরে ছড়া, আরে তুহরে যোগিনী খিয়া—ডাকিনী খিয়া রে ছড়া! ধাঁই কিরি কিরি চ'ড়ি আয় ছড়া!

মধার প্রবেশ।

মধা। অবধাঁড়—

পাণ্ডাগণ। আরে ছড়া—মহাপ্রভুকু ভোগের রত্নথালি কৌটি?

মধা। মু কিমতে কহিবু পেরা?

প্রধান পাণ্ডা। আরে ছড়া, কি কহিলু, তুম্ভমানে ন জান? ছড়া বদমাস্—সহর জুয়াচোর ছড়া? মু তুহরে দেউড়ী বন্ধ দিই কিরি কহিলু, তু পেরা সর্ব্বশেষে মন্দির বাহির ন হই থিলি? সত্য কহিবু মহাপ্রভুকু সাক্ষাতে মরি যাবু ছড়া, মরি যাবু!

পাণ্ডাগণ। ছড়া, মহাপাতকী ছড়া, মহাপ্রভুকুর রত্নথালি চুরি করিলু? দে ছড়া—শীঘ্র বাহির করি দে! যদি প্রাড় বাঁচাবু ত শীঘ্র বাহির করি দে!

মধা। মু কিচ্ছুটী ন জানে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির! ধর্ম্ম বুঝপনা হউ।

প্রাধন পাণ্ডা। আরে তু ন জানে ত কি মু চুরি করিলু? ছড়া—দুষ্টলোক গুড়া—সাবধান! কাঁহিকি পাটি করুচু?

পাণ্ডাগণ। ও ছড়া ত দুষ্টলোক গুড়া! ছড়া ন প্রহার খাই কিরি প্রভুকু রত্নথালি ন বাহির করিবু!

১ম পাণ্ডা। আরে ছড়া—প্রভুকু ভোগ বেলা উত্তীর্ণ হই গিলা।

মধা। মু ন জানে, আস্তেমানে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।

পাণ্ডাগণ। তবে রে ছড়া—ছড়ারে মারি ফেল। ছড়া বাহির কর রত্নথালি! (প্রহার)

মধা। বাপ্প রে—বাপ্প রে—ঠাকুর! প্রাড় গড়ানি—প্রাড় গড়ানি। বাপ্পরে—বাপ্পরে মারি পকাইড়ানি!

[বেগে প্রস্থান।

পাণ্ডাগণ। আরে দেখ, দেখ, সর্ব্বনাশ হইল রে! মহাপ্রভুকু রত্নথালি দেখ, দেখ, ধর ছড়াকু—ধর ছড়াকু।

[বেগে প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

মন্দিরপার্শ্ব।

(বন্ধু ও অহল্যা নিদ্রিত)

বেগে পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

পাণ্ডাগণ। আরে দেখ দেখ সর্ব্বনাশ হইল রে, সর্ব্বনাশ হইল! মহাপ্রভুকুর ভোগ বন্ধ হই গিলা! সর্ব্বনাশ হইল রে, সর্ব্বনাশ হইল! দখ দখ রত্নথালি কোন্ গোঁয়ার লইল?

১ম পাণ্ডা। রত্নথালি প্রভুকু ভোগ দিই কিরি দেউড়ী বন্ধ গড়া

প্রধান পাণ্ডা কহিচু। চমৎকার ব্যাপার! প্রভাত আর রত্ন-থালি নই। এ সব ব্যাপার মুকিমন্ত কহিব?

২য় পাণ্ডা। দেখ, দেখ, অন্বেষণ কর, অন্বেষণ কর।

৩য় পাণ্ডা। আহে নৃসিংহ ঠাকুর! দেউল পার্শ্বে আসি দেখ ত হে, গুটা মদ্দা গুটা মাইকিনি শুই কিরি আচ্ছ। আউ ওদের মস্তক দেখত হে—গুটা থালির মত কি বঁধা আছে।

সকলে। দেখত হে, দেখ, দেখ। (বন্ধন মোচন)

বন্ধু। অ্যাঁ অ্যাঁ কে আপনারা? কি ক'র্‌চেন?

অহল্যা। অ্যাঁ (গাত্রোত্থান)

সকলে। এইত রত্নথালি! ছড়া—ডাকুরে - ছড়া ডাকু! মার ছড়াকু ছড়া, ছড়া, চোর ছড়া, বঁধ ছড়াকুর। (বন্ধুকে প্রহার)

বন্ধু। কেন, কেন আমাকে মারচেন? বন্ধু, বন্ধু, প্রাণ যায়।

অহল্যা। ওগো—তোমরা ওঁকে মার্‌চ কেন? উনি তোমাদের কি ক'র্‌লেন? অনর্থক ওঁকে প্রহার ক'র্‌চ কেন?

সকলে। ছাড়ি, ডাকুর ঘইতা ছাড়ি, মার ছড়াকু।

বন্ধু। যাই অহল্যা, যাই; বন্ধুর দ্বারে এসে প্রাণ যায়।

অহল্যা। ওগো—আর মের না গো, ম'রে যাবে, ম'রে যাবে। তোমাদের পায়ে পড়ি—

সকলে। তুন হুয় ছাড়ি, তুন হুয় ছাড়ি, ছড়া রত্নথালি চুরি করিচে। মার ছড়া বদ্‌মাস্কু। (প্রহার)

বন্ধু। না ঠাকুর, না, আমি তোমাদের রত্নথালি চুরি করি না। উঃ যাই রে—মের না, আমি তোমার রত্নথালি চুরি করি না।

সকলে। তবে রে ছড়া, রত্নথালি পাইলি কোঁয়াড়ু ?

অহল্যা। ওগো ওঁর এখানে এক বন্ধু আছেন, সেই বন্ধু ওঁকে ওতে ক'রে খাবার দিয়ে গেছলেন !

বন্ধু। আমি আমার বন্ধুর নিকট হ'তে এই রত্নথালি পেয়েচি বাবা ! আপনাদের রত্নথালি আমি চুরি ক'র্‌ব কেন বাবা ! হা বন্ধু ! এখন একবার এসে দেখ, আজ তোমার দ্বারে তোমার বন্ধুর কি দুর্গতি হ'চ্চে ! বন্ধু ! বন্ধু ! অহো—এমন ক'রে আমার অপমান ক'র্‌তে হয় বন্ধু ? বন্ধু তোমায় এত ক'রে ডাক্‌চি, একবার এস, একবার স্বচক্ষে বন্ধুর অবস্থা দেখে যাও বন্ধু ।

সকলে। আড়ে ছড়া কি সয়তান—কি ডাকু রে ।

১ম পাণ্ডা। ছড়া কে বঁধ, চ ছড়াকে রজক্ক দরবারে নিয়ে চাল্‌। (বন্ধুকে বন্ধন)

অহল্যা। হায়, হায় আমি কি করি গো ! হা বন্ধু ! কি ক'র্‌লে ! হা বাবা গোপাল, কি ক'র্‌লে বাবা ।

বন্ধু। কেন আমায় বাঁধ চ ? আমি ত কোন অপরাধে অপরাধী নই বাবা । আমি দরিদ্র, নিরাশ্রয় অবস্থায় বন্ধুর গৃহে এসে অতিথি হ'য়েচি, দোষ-গুণ বন্ধু জানেন । একটু অপেক্ষা কর, আমার বন্ধু প্রভাতে এসেই দেখা ক'র্‌বেন ব'লেচেন, তখন আপনারা তাঁর মুখে সকল কথা শুনে আমার বিচার ক'র্‌বেন ।

সকলে। লে ছড়াকু নিয়ে চাল্‌। ছড়াকু গারদে রাখি দিবি

চাল্। পরে রাজক্ষয় বিচারে যা হউ। চ ছড়া—ডাকু!

বন্ধু। হা বন্ধু ক'র্‌লে কি? হা বন্ধু ক'র্‌লে কি? দ্বারে ল'য়ে এসে এত লাঞ্ছনা! চির দরিদ্র বন্ধুর এত অপমান! দীনবন্ধু! দীনবন্ধু! দীন বন্ধুকে রক্ষা কর। বন্ধুর তুমি সহায় ভরসা সম্বল সর্ব্বস্ব দীনবন্ধু।

[অহল্যা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অহল্যা। ওগো—ওগো—তোমরা কি নিষ্ঠুর গো! উনি এত ক'রে ব'ল্লেন, আমি এত ক'রে বল্‌লেম, তবু তোমাদের কঠোর প্রাণে একটুকু দয়ার সঞ্চার হ'ল না? বাবা গোপাল! কি ক'র্‌লে বাবা! পুত্র কন্যা স্বামী সব গেল! হা বন্ধু! কি হ'ল! তুমি নয় আমার স্বামীকে ব'লেছিলে যে—বন্ধু! তোমরা যখন আমার কাছে এসেচ, তখন আর কোন চিন্তা নাই। হা বন্ধু! এই ক'রে আমাদের চিন্তা-শূন্য ক'র্‌লে? যখন কাল অপূর্ব্ব খাদ্য নিয়ে আমার স্বামীর হস্তে দিয়ে গিয়েছিলে, তখন যে অনেক আশার লতা আমরা আমাদের বুকের ক্ষেতে পুতেছিলেম, হা বন্ধু! এত আশার পরিণাম কি এই? হায় বন্ধু! তুমি কি জান্‌চ না, যে আজ তোমার দ্বারে তোমার বন্ধুর এই দুর্গতি হ'চ্চে? হায়—হায় আমি কি করি? কে আমার মত নিরাশ্রয়া অভাগিনীকে এই অপরিচিত দেশে রক্ষা ক'র্‌বে? হা বন্ধু! আশ্রয় দাও!

অকূল সমুদ্রে প'ড়েচি, কূল কিনারা নাই। তুমি আমাদের দুঃখ দূর ক'র্‌বে ব'লেই আমরা তোমার দ্বারে অতিথি হ'য়েচি! বহুদূর পথ হ'তে কেবল বন্ধু বন্ধু ক'রে দয়াময় বন্ধু! তোমার কাছে এসেচি! এখন উপায় কর। এখন রক্ষা কর। আমাদিগে আশ্রয় না দাও, কিন্তু বিপদ হ'তে রক্ষা কর! বন্ধু হে—তা নৈলে তোমার অকলঙ্ক বন্ধু নামে যে কলঙ্ক প'ড়বে। তোমার চির বিমলা শুভ্রাকীর্ত্তি যে কলঙ্ক কালিমায় সমাচ্ছন্ন হবে।

কলাবতী বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। (স্বগত) আমি যে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী, তা আর অহল্যা কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি আর বাছার কান্নায় কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌লাম না—তাই ছুটে এলাম! নারায়ণও অস্থির হ'য়েচেন, আমি আসি, এও তাঁর ইচ্ছা! (প্রকাশ্যে) কে মা—প্রভুর মন্দিরপার্শ্বে একাকিনী রোরুদ্যমানা হ'য়ে কাতরে রোদন ক'র্‌চ? তুমি কাদের মেয়ে গা!

অহল্যা। আমি মহান্তির মেয়ে মা, বড় দুঃখিনী বড় ভিখারিণী কাঙালিনী জননি! উঃ, মাগো, আজ অতি বিপদেই প'ড়েচি। বুঝি এ বিপদ হ'তে পরিত্রাণের আর উপায় নাই মা!

লক্ষ্মী। কে মা অহল্যা!

অহল্যা। অ্যাঁ একি—একি—ঠাকুরাণি? মাগো—আমি তোমার সেই দুঃখিনী অহল্যা! মাগো—মাগো—আমার সোনা নেই,

রূপো নেই, বীণা নেই ; স্বামী ছিল, তাও এখানে এসে বুঝি হারালাম !

লক্ষ্মী। বন্ধুর আমার কি হ'ল মা ?

অহল্যা। মাগো—সে অনেক কথা! এখানকার লোকে তাঁকে চোর ব'লে কয়েদে দিতে নিয়ে গেল! মা, মা, আমি কি করি মা! কোথায় যাই মা! কাকে কি বলি মা !

লক্ষ্মী। হা পাগলিনি! জগবন্ধুর দ্বারে এসে তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন বেটি ? এখানে কি কার' মা দুঃখ থাকে ? সর্ব্বদুঃখ-নিবারণ জগবন্ধুর তাহ'লে মহিমা কি গো ? আয় মা—আয়—আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে যাবি চল্! বন্ধুর উপায় জগবন্ধু ক'র্‌বেন ; তাঁর উপায় তিনি না ক'র্‌লে কে ক'র্‌বে মা ? পাগল বেটি ! তোর কান্নায় কি কিছু হবে? পথে কেন মা, ঘরে আয় !

অহল্যা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বল্লি মা, কি বল্লি মা, ঘরে যাব? আমার আবার ঘর কি জননি! তোর জগবন্ধু যে আমার ঘর হ'তে এনে পথের মাঝে দাঁড় করিয়েচেন মা ! আবার ঘর কোথা পাব মা! এবার পথই সার হবে! পথের কাঙালিনী না হ'লে তোর জগবন্ধুর যে তৃপ্তি হয় না মা! ওমা—আমার সব গেচে মা, সব গেচে !

লক্ষ্মী। সব আছে মা, সব আছে! জগবন্ধুর দ্বারে সব আছে ! এখন আয়, পরে সব হবে! দীন বন্ধুর উপায় দীনবন্ধুই ক'র্‌বেন বেটি ! আমার কথা শুন্‌বি না ?

অহল্যা। বার বার ব'লচ মা, তবে চল! হা বন্ধু! তুমি এই ক'র্‌লে?

[উভয়ের প্রস্থান।

বেগে অনন্তমিশ্রের প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। ভগবন্! এত কঠোরতা? এত নৃশংসতা? এত পরীক্ষা ক'রেও—স্বর্ণকে এত দগ্ধ ক'রেও তবু পরীক্ষার সাধ মিটে নাই? বার বার সে উত্তীর্ণ! তবু এত নিপীড়িত? জনার্দ্দন! তার যে গুরুবাক্যে অচল বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ভক্তি তার হৃদয় হ'তে কখন যাবার নয়, চির অটুট থাক্‌বে! দেখ হরি, দেখ নারায়ণ! কত পরীক্ষা ক'র্‌তে পার, তাই দেখ! সে আমার সুদক্ষ বুদ্ধিমান সুবোধ সুশীল ছাত্র, দেখ হরি! সে তোমার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবে না! যদি সে অনুত্তীর্ণ হয়, তাহ'লে দেখবে নারায়ণ! এ দরিদ্র অনন্তমিশ্রেরও সকল ব্যর্থ! যোগ জপ সাধনা তপস্যা তার সকলি বৃথা। প্রিয় বন্ধু! ভয় কি? যে বন্ধুর নাম তোমায় দিয়েছি, সে বন্ধুকে তুমি জীবনের অবলম্বন ক'রে অকূল ভব-পাথারে সাঁতার দাও! অবশ্যই কূল পাবে! সে কূল না দিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বে না!

গীত

যে জন অকূল পাথারে সাঁতারে সাঁতারে ডাকিতে পারে তাঁরে।
সে নাহি দিলে কূল না হ'তে আকুল, কভু কি থাকিতে পারে।

ভয় করে বাছা ডুবিয়ে ডুবিয়ে তলিয়ে তলিয়ে চলিয়া যাও,
নাম ভুলিস্ না রে গুরুদত্ত মন্ত্র যদি অকূল সিন্ধুতে তরিতে চাও,
কর এক ডুবে শত হরিনাম দেখ যেতে পার কি না পার পারে।

ভয় কি প্রিয়ধন! ভয় ক'র না, শক্তি থাক্‌তে ভয় পাবে কেন? আমি আছি, ভয় কি? বাছা, এত দিন বিপজ্জালে হৃদয় অটুট রাখ্‌তে পেরেচ, আর আজ দীনবন্ধুর কাছে তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে না? এই লও—জ্ঞানাঞ্জন, চক্ষে পর, সব দেখ্‌তে পাবে—জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি, ভাবময়ের ভাব, লীলাময়ের লীলা, সবই দেখ্‌তে পাবে। বাছা রে, আর ভয় নাই। এই তোমার শেষ পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলেই, শেষ অনন্ত আনন্দ, নিৰ্ম্মল আনন্দ, সে আনন্দের আর ক্ষয় নাই।

সুদর্শন হস্তে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। উঃ, এত অত্যাচার! আমার বন্ধুকে এত নিগ্রহ? অনন্তমিশ্র! অনন্তমিশ্র! আর আমি দুর্বৃত্ত পাণ্ডাগণের ঘোর অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারি না! দেখ্‌লে ত, দেখ্‌লে ত, পাপিষ্ঠেরা আমার বন্ধুর কি দুর্দ্দশা ক'রলে?

অনন্তমিশ্র। এই যে গুণপুরুষ—দেখ্‌চি, দিব্য সাধুতা দেখাতে এলেন! চতুর! আর না, পাষাণও ফেটে যায়, নিষ্ঠুর হৃদয়েও করুণার স্রোতস্বিনী বয়! আর না—

কৃষ্ণ। না অনন্তমিশ্র, আর না; তুমি ব'ল্‌বে কি, আমি ব'ল্‌চি—

আর না। আমারও আজ বন্ধুর দুর্দ্দশায় চক্ষু ফেটে জল বেরিয়েচে! বুক শতখণ্ডে ভেঙে গেচে! এই দেখ প্রাণাধিক, বন্ধুর প্রহারে আমার কোমল দেহে কত প্রহার-চিহ্ন হ'য়েচে। এই দেখ, বন্ধু ধূলায় ধূসরিত হয় নাই, আমিই ধূলায় ধূসরিত হ'য়েচি! এই দেখ, আমার পৃষ্ঠে দুর্ব্বৃত্ত পাণ্ডাগণের কত চপেটাঘাত, কত বজ্রভেদী কীলক-চিহ্ন! আমি কেঁদেচি, দারুণ প্রহারের যন্ত্রণায় আমিও আজ কেঁদেচি। আর না, এখনি আমি বন্ধুকে তার সমুদয় যাতনার দায় হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌ব। হায়! বন্ধু এখন কারাগারে "হা বন্ধু" ক'রে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেল্‌চে! গুণবতী অহল্যা স্বামীশোকে অধীরা হ'য়ে বসুন্ধরাকে আজ কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল, কি করি, শেষে প্রিয়তমা লক্ষ্মীকে আমি সেই জন্য সেখানে তোমার পত্নী সাধ্বী কলাবতী রূপে পাঠিয়েচি। এস মিশ্র—এস আমার পরমভক্ত! এস প্রাণাধিক! তুমি যথার্থ শিষ্যের গুরু হবার উপযুক্ত পাত্র। এখন এস, যত শীঘ্র বন্ধুর আমার দুর্দ্দশা-মোচন ক'র্‌তে পারি, তারই উপায় করি গে।

[বেগে প্রস্থান।

অনন্তমিশ্র। ভাল খেলায়ুড়! ভাল খেলাই খেল্‌তে জান!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শয়ন-কক্ষ।

রাজা ও রাণীর প্রবেশ।

রাণি! মিষ্ট কোন্ কথা,
রাণী বলা—না লো—আদর সোহাগভরা—
মোর প্রিয়তমা গরবিনী মধুমতিবালা ?
বল সোহাগিনি! কোন্ সম্ভাষণে—
আদর আহ্বানে সম্ভাষিব তোমা ?
প্রিয়তম !
রাণী চেয়ে—নাম ধ'রে ডাকা—
অতি ভালবাসামাখা, নাম ধ'রে ডাক' প্রভু !
ধন্য তুমি সতি !
ধন্য আমি, তোমা হেন সরলা রমণী পেয়ে।

রাণী। আশার অধিক ফল দিয়েছে মুরারি—
জগবন্ধু মোরে, সর্ব্বগুণনিধি স্বামী মোর!

রাজা। মধুমতি! গুণবতী তুমি,
তাই লো আমারে ভাব সর্ব্বগুণাধার।

রাণী। নয় তাহা প্রাণধন!
ইন্দ্রাণীও নয় আমা সম সুখী!
কত মনে হয়—কেশব-দয়ায়,
পাইয়াছি মনোমত ধন।

রাজা। প্রিয়ে! উভয়ের সম কথা,
তাঁর দয়া বিনা এ অল্প বয়সে—
এত কেন মনে শান্তি পাব?
তাই কত লোকে কত কয় কথা!

রাণী। নাথ! পরকথা কিবা প্রয়োজন?
আপন হৃদয়ে পূজ নারায়ণে।

রাজা। আরও শুন প্রিয়ে! শয়ন-সময় আমি—
গায়ক বালকমুখে
শুনি কৃষ্ণনাম বলি' করে তাও লোকে কাণাকাণি,
কয় কথা—রাজার এ নয় রাজোচিত কাজ!

রাণী। লোকের কথায় নাথ, কিবা আসে যায়,
প্রাণ যাহা চায়—কর তাই তুমি।

রাজা। নিশ্চয়, নিশ্চয়। শুনিয়াছি গুরুমুখে,—
কৃষ্ণ-কথা শয়নে স্বপনে—

করিবে যে কৃষ্ণ ভক্ত হবে।
তাহে আন যে ভক্ত করিবে,
সে কভু শ্রীকৃষ্ণপদ পাবে না জীবনে।
ভজন, সাধন প্রিয়ে, মোর কৃষ্ণনাম!

রাণী। নামই প্রধান নাথ নামই প্রধান,
নামে জীব তরে ভবার্ণবে।

রাজা। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ, প্রভু—প্রভু, গেল দিন বৃথায় আমার!
না গোঁয়ায়ু এক পল তোমার চিন্তনে,
কেবল কেবল হায়—"আমার আমার"।
ঐ যে —বালক—

গায়ক বালকদ্বয়ের প্রবেশ।

রাণী। হে বালক! হ'য়েছে কি নিদ্রার সময়?

রাজা। না হ'লে আসিবে কেন অসময়ে এরা?
অবশ্যই মধুমতি! হইয়াছে রজনী অধিক,
নিদ্রার এসেচে কাল—বালকের লক্ষ্য স্থির আছে।
গাও—গাও রে বালক, গাও আজি শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা!

বালকদ্বয়। গীত

"জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগভরে,
যদুনন্দন নন্দ কিশোর হরে।
জয় রাস রাসেশ্বর পূর্ণতমে,
বরদে বৃষভানু কিশোরি রমে।

অয়তীহ কদম্বতলে লোলিতম্,
কলবেণু-সমীরিত গানরতম্,
সহ রাধিকয়া হরিরেব মতঃ,
সততং তরুণী জন মধ্যগতঃ।
বৃষভানুসুতে পরম প্রকৃতে,
পুরুষো ব্রজরাজসুত সুকৃতে।
ইহ নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে,
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে।
যমুনা-পুলিনে বৃষভানুসুতা,
তরুণী ললিতাদি সখী সহিতা,
রমতে হরিণাসহ নৃত্যরতা,
গতি চঞ্চল কুন্তলহারলতা।
বৃষভানুসুতা সহ কুঞ্জবনে,
যদুনন্দন এতি সুখং বিজনে।

১ম বালক। জগদাদিগুরুং ব্রজরাজ-সুতং,
২য় বালক। প্রণমামি সদা বৃষভানু-সুতাং।
১ম বালক। নবনীরদসুন্দর নীলতনুং,
২য় বালক। তড়িদুজ্জ্বলকুণ্ডলিনী সুতনুং।
১ম বালক। শিখিকণ্ঠশিখণ্ডক সন্মুকুটং,
২য় বালক। কবরীপরিবদ্ধকিরীটঘটাম্।
১ম বালক। কমলাশ্রিত খঞ্জননেত্রযুগম্,
২য় বালক। পরিপূর্ণ শশাঙ্ক সুচারুমুখীম্।
১ম বালক। মৃদুহাস সুধাময় চন্দ্রমুখম্,
২য় বালক। মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীম্।

১ম বালক। মকরাঙ্কিত কুণ্ডল গণ্ডযুগম্,
২য় বালক। মণিকুণ্ডলমণ্ডিত কর্ণযুগাম্।
১ম বালক। কণকাঙ্গদ শোভিত বাহুধরম্,
২য় বালক। মণিকাঞ্চনশোভিত শঙ্খকরাম্।
১ম বালক। মণিকৌস্তুভভূষিত হারযুগম্,
২য় বালক। কুচকুম্ভবিজড়িত হারলতাম্।
১ম বালক। তুলসীদলদাম সুগন্ধি পরম্,
২য় বালক। হরি চন্দনচর্চ্চিত গৌরতনুম্।
১ম বালক। তনুভূষণ পীতধটীজড়িতম্,
২য় বালক। বসনান্বিত নীলনিচোলযুতাম্।
১ম বালক। তরলীকৃত দিগ্ গজরাজগতিম্,
২য় বালক। কলনূপুর হংসবিলাসগতিম্।
১ম বালক। রতিনাথ মনোহর বেশধরম্,
২য় বালক। রতি মন্মথপঙ্কজ কামহরাম্।
১ম বালক। মুরলীমধুবক্র ত্রিরাগ পরম্,
২য় বালক। স্বরসপ্তসমন্বিত গান পরম্।
উভয়ে। নবনায়কবেশ কিশোর বয়াঃ,
ব্রজরাজসুত সহ রাধিকয়া।
স্থিত কেউর বদ্ধ করে স্বকরম্,
কুরুতে কুসুমায়ুধ কেলি পরম্।”

(রাজা এবং রাণীর শয়ন ও নিদ্রা)

[বালকদ্বয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশী ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। এই যে সব পুষ্পকোমল শয্যায় শয়ন ক'রেছে!

অরে রে অল্পবয়স্ক তরল-চঞ্চলচিত্ত যুবক রাজন্! এখনও নিদ্রা যাচ্চিস্? অবিবেকী মূর্খ! তোর পূর্ব্বপুরুষ যে কত সাধনা ক'রে তবে আমায় শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল, তাই বুঝি সেই বংশধরের এই উপযুক্ত কার্য্য ক'র্‌চিস্? আজ আমার বন্ধু এসে তোর দ্বারে চারিটী অন্নের জন্য কাঙাল, তাকে কি না চোরাপবাদ দিয়ে নিদারুণ প্রহার ক'রে কারাগারে নিক্ষেপণ! দেখ্ দেখি—তোর রক্ষিত দুর্বৃত্ত পাণ্ডাগণ আমাকে কত প্রহার ক'রেচে! এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত! আরও কি তুই আমায় শ্রীক্ষেত্রে থাক্‌তে বলিস্? এইরূপ বন্ধুর অপমান দেখে, এইরূপ প্রহার খেয়ে আরও কি তুই আমায় থাক্‌তে বলিস্? ওঠ্ ওঠ্ দৃষ্টিহীন! এখনও ওঠ্! যদি আজ রাত্রিতেই এর প্রতিবিধান্ ক'রতে পারিস্, তাহ'লেই আমি শ্রীক্ষেত্রে থাক্‌ব, নতুবা আগামী কল্যই শ্রীক্ষেত্র হ'তে অন্তর্হিত হব'! আমায় কি চিন্‌চিস্? এ ভৈরব মূর্ত্তিতে আমি কে—তা কি চিন্‌চিস্? না নিদ্রাঘোরে সকলই ভুলে যাচ্চিস্? আমি জগবন্ধু! তোর পাণ্ডার হাতে আমার আজ কি দুর্গতি হ'য়েচে দেখ্! বক্ষস্থল ক্ষতবিক্ষত। উহু—জ্বলে যাচ্চে! বন্ধুপীড়নে বন্ধুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'চ্চে! রে দুর্ম্মতি! শীঘ্র এর প্রতিবিধান কর্, নতুবা ধ্বংস হবি, ধ্বংস হবি, ধ্বংস হবি! (অন্তর্দ্ধান)

রাজা। অ্যাঁ অ্যাঁ—কি দেখ্‌লাম! কি দেখ্‌লাম! উঃ, কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষু—আজানুলম্বিত বাহু—সুদীর্ঘ বিশাল বক্ষ—আপাদ জটাবিলম্বিত ভীষণ ভৈরব মূর্ত্তিতে আমার

জগবন্ধু। আঁ্যা আঁ্যা—রাণি। শীঘ্র ওঠ, শীঘ্র ওঠ! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—সর্ব্বনাশ হ'য়েচে!

রাণী। আঁ্যা আঁ্যা কি হ'য়েচে নাথ? এইত আপনি ও আমি নিদ্রা গেলাম! এর মধ্যে আবার কি হ'ল নাথ!

রাজা। মধুমতি! আর কি হবে, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে! বাবা জগবন্ধু আর শ্রীক্ষেত্রধামে থাক্‌বেন না! তাঁর কোনও বন্ধু আজ তাঁর দ্বারে এসেছিলেন, পাণ্ডাগণ তাঁকে বুঝ্‌তে না পেরে প্রহার ক'রে কারাগারে দিয়েচে। বন্ধুর প্রহারে বাবার আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'য়েচে! শিয়রে ব'সে তাই দেখিয়ে—এই তিনি কালান্তক রুদ্রমূর্ত্তিতে চ'লে গেলেন! চল্লেম, এই মুহূর্ত্তে চল্লেম। কে কোথায়—সাজ সাজ, শীঘ্র সাজ! মদমত্ত বলবান হয়-হস্তীকে শীঘ্র সজ্জিত কর। পদাতিক অশ্বারোহী সকলেই বাহির হও। কে কোথায়—সেনাপতিকে সংবাদ দাও, আমায় যে কোন প্রকারে এই রাত্রিতেই শ্রীক্ষেত্র ধামে ল'য়ে যাওয়া চাই। সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—সর্ব্বনাশ হ'য়েচে! বাবার শ্রীঅঙ্গ হ'তে শোণিতধারা বৈচে! রাণি! রাণি! পূজা দাও পূজা দাও। বাবার পূজা কর, চল্লেম। নৈলে বাবা জগবন্ধুর ক্রোধানলে সব ধ্বংস হবে!

[প্রস্থান।

রাণী। বাবা জগবন্ধু! রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বেগে উন্মাদিনী অহল্যা ও ছদ্মবেশিনী

কলাবতীর প্রবেশ।

অহল্যা। না—না—এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমি কিছুতেই থাকব না। ! আবার তুই বলিস্ কি না বেটি, এ সব আমাদিগে তোর বন্ধুর বন্ধুর দেওয়া ? বল্ না বেটি—সে কপট বন্ধু কোথায় ? হাঃ হাঃ—আমার ভয়ে লুকিয়েচে ! লুকাবে না ? এই চেলা-কাঠে আমি যে তার শিরদাঁড়া ভাঙ্‌ব। সে আমার সোনা দিলে না, সে আমার রূপো দিলে না, সে আমার প্রাণের বাজনা বীণা দিলে না, আবার বুক আলোকরা প্রাণের প্রাণকে মার্‌ধর ক'রে গারদে ঢুক'লে। তাকে আমি বুঝি ফুল দিয়ে পূজো ক'র্‌ব ? বল্ না বেটি,কোথায় সেই কপট বন্ধু ? কোথায় আছিস্ রে চোর ! কোথায় আছিস্ রে নিষ্ঠুর ! কোথায় আছিস্ রে শঠ ! একবার বের'ত ! একবার অহল্যার কাছে আয় না ? হাঃ হাঃ হাঃ—বন্ধু আমাকে দেখে ভয় পেয়েচে ! নাথ ! কোথায় তুমি ! তুমি কয়েদে গেছ বটে, কিন্তু আমি তোমার বন্ধুকে সহজে ছাড়্‌ব না ! সে আমায় অনেক কাঁদিয়েচে। এক একটী ক'রে আমার বুকের পাঁজরা খসিয়ে নিয়ে বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে মজা দেখ্‌চে ! ওগো, আমার সোনা রূপোকে

লুকিয়ে রেখে—আমায় তা দিতে চাচ্ছে না! হাঃ হাঃ—মরি মরি—
"বন্ধু হে! তোমার গুণের কথা ব'ল্‌ব কারে, তুমি সোনা
নিলে—রূপো নিলে—বন্ধুকে দিলে কারাগারে!" হাঃ হাঃ
সেঁয়াত! তাই আজ—এই তোমার বরাতে চেলা কাঠ!

কলাবতী। (স্বগত) যথার্থই অহল্যা পাগলিনী! তথাপি বন্ধুর
প্রেম ওর প্রকটরূপে! নারায়ণ—দেখ দেখ, একবার চোখ
মিলে চেয়ে দেখ, সতী-হৃদয়ে আজ কিসের আগুন দাউ দাউ
ক'রে জ্বলে উঠেচে! যে পরীক্ষায় আজ তুমি তাদিগে পরীক্ষা
ক'র্‌চ, তাতে যে আর তারা মানুষ নেই! মানুষের ধৈর্য্য-
সীমার বহির্ভূত হ'য়ে প'ড়েচে! নিষ্ঠুর, এ দেখেও কি তোমার
করুণা আসে না? শেষে আমার প্রতি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত
হ'য়ে র'য়েচ? কিন্তু আমি আর কি ক'র্‌ব নাথ! অহল্যাকে
সান্ত্বনা দেবার ভাষা লক্ষ্মীর যে কিছুই নাই। যাক্—এখন
অহল্যাকে পথ হ'তে গৃহে নিয়ে যেতে পারলে হয়।
(প্রকাশ্যে) মা! এমন হ'য়ে অস্থির হওয়া কি ভাল? চল,
এখন পথ হ'তে গৃহে যাবে চল। রাস্তায় পাগলিনীর মত
কেঁদে বেড়ালে কি হবে মা! দীনবন্ধুকে ডাক, দীনবন্ধু
তোমার বন্ধুকে দয়া ক'রবেন! চল মা—ঘরে চল!

অহল্যা। কে গো তুমি? হাঃ হাঃ—আমায় উনি আবার পথ
হ'তে ঘরে নিয়ে যাবেন? পাগ্‌লি বেটী আর কি! যাঁর রাজ্যে
বাস ক'র্‌তে এলাম, তিনি আমাদের ঘরের বার ক'রে পথের
মাঝে দাঁড় করালেন, আর উনি—"মা বিয়োলে না বিয়োলে

মাসি, ঝাল খেতে এল পাড়াপড়সি”—কে গো তুমি বাছা! মার খাবার ভয় না থাকে, তবে দাঁড়াও. নৈলে হাঃ হাঃ—তোমার বন্ধুর কপালেও এই চেলা কাঠ, আর তোমার কপালেও এই।

কলাবতী। ওমা—মারবি নাকি?

অহল্যা। না—ফুলচন্দন দিয়ে পূজো ক'র্‌তে ভুলে গেচি! এ দেশের সব চোরে চোরে মাসতুত ভাই। বাছারা যেন আহ্লাদে পুতুল। “আমার সোনা নিলেন, রূপো নিলেন, ভাতার নিলেন কোড়—আর দেখ না, নেকা মাগি—সরু কথায় কি কন ধীরে ধীরে!” সত্যি—মাইরি নাকি! চেলা কাঠের গরম বুঝি বুঝতে পার না সতি! দেখ্‌বে—দেখ্‌বে, একবার তরকারীর আস্বাদ কেমন তা বুঝিয়ে দোব? রত্ন-থালি—কত খাবার—ঘিয়ের খাবার দেওয়া! বন্ধুর আদর কত, অমনি সে আদর গড়িয়ে গেল, যেই সকাল হওয়া, অমনি সে খাবারের সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে নেওয়া! চড়—কিল—লাথি—আমরা মানুষ, তাই সাঘা ক'রেচি গো, তাই সয্যি ক'রেচি, আর কেউ কি পারত'! উঁ, বন্ধুটাকে পাচ্চি না যে! তাহ'লে বাছাধনের এই চেলা কাঠ,! হাঃ হাঃ—ঐ পালাচ্চে, দাঁড়াও দাঁড়াও, বন্ধু হে একবার দাঁড়াও ভাই, তোমার সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব ক'র্‌ব! হাঃ হাঃ এই চেলা কাঠের বন্ধুত্ব ভাই!

[বেগে প্রস্থান।

কলাবতী। তাইত—পাগলিনী আবার ছুটল! অহল্যা, অহল্যা, দাড়া মা!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে অহল্যা)

"আর দাঁড়িয়ে ফল কি হেথা মার্‌বি চাপড় কিল্,
তা হবে না তা হবে না আমরা তালকে ভাবি তিল।
যা ভেবেছি তাই হ'য়েছে, বিপদে বন্ধু বিগ্‌ড়ে গেছে।

সৈন্যগণ, রাজা ও পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

রাজা। হা দৃষ্টিহীন ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচেন? দেখুন দেখুন, আজ কারে চোরাপবাদ দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রেচেন?

১ম পাণ্ডা। ছ্যাম—অবধান করিবাহন্তু, গুটা দুষ্টলোক মহাপ্রভুঙ্কর রত্নথালি চুরি করিথিলা! সে পেরা আস্তে কারাগারে দিইথিলা।

২য় পাণ্ডা। ছ্যাম, সে লোকটা কইথিলা যে, মোর ক্ষেত্রধামে গুটা বন্ধু আছান্তি! সে বন্ধু পেরা এই রত্নথালি করি কিরি মোরে খাদ্যদ্রব্য দিইথিলা!

রাজা। সেই—সেই, নিশ্চয়ই সেই! কিছুতেই তার সন্দেহ নাই। হা ব্রাহ্মণ! ক'রেচেন কি? সেই বাবা জগবন্ধুর বন্ধু! বাবা নিজেই তাঁকে সেই রত্নথালিতে সুন্দর ভোগ-বস্তু প্রদান ক'রে এসেছিলেন! সে মহাপুরুষ মিথ্যা বলেন নাই। তিনি অনেকদিন উপবাসী ছিলেন। আপনারা সে অতিথিকে

দেখেন নাই! তাঁর দ্বারে অতিথি-সৎকার হয় নাই। আপনারা তাঁকে প্রহার ক'রেচেন, সেই প্রহার বাবার অঙ্গে বজ্রের মত গিয়ে বেজেচে। বাবা সব কথা আমায় ব'লেচেন, আমি দেখেচি, শিয়রে ব'সে ভৈরব মূর্ত্তিতে তিনি আমায় সব দেখিয়ে গেছেন! আহা—শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত! কিছুতেই সে দৃশ্য দেখ্‌তে পারা যায় না! ঠাকুর! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে! তিনি ব'লেচেন, আজকার রাত্রিমধ্যে তাঁর বন্ধুর দুর্গতি মোচন না হ'লে কিছুতেই তিনি এ ক্ষেত্রধামে থাক্‌বেন না। আমায় ধ্বংস ক'র্‌বেন। আমি ধ্বংস হই ক্ষতি নাই, কিন্তু তিনি এ ধাম পরিত্যাগ ক'রে যাবেন। হায় হায় চলুন, কোথায় সেই মহাপুরুষ কারাগারে অশেষ যাতনা অনুভব ক'র্‌চেন, সেইখানে অগ্রে যাই চলুন।

[বেগে প্রস্থান।

[ভ]ণ্ডাগণ। চ্ছাম, চড়ুন, চড়ুন! সব গড়ানি—হা মহাপ্রভু জগন্নাথ! আস্তেমানে আপনকারের অবোধ সন্তান! আস্তেমানে রক্ষা করিবাহন্ত! হায় হায়—সব গড়ানি সব গড়ানি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

বন্দীভাবে বঙ্কু আসীন।

বঙ্কু। (স্বগত) তোমরা বুঝি হাসচ? বঙ্কুর হাতে শৃঙ্খল, পায়ে শৃঙ্খল, কয়েদীর পরিচ্ছদ দেখে কেন হাস্‌চ বাবা? হেস না, হাসি কান্নার অর্থ কি চাঁদেরা! ও দুটা একই জিনিস। যেমন আনন্দের হাসি, তেমনি দুঃখের একটা হাসি আছে; যেমন সুখের কান্না, তেমনি দুঃখেরও একটা কান্না আছে। তা ভাব্‌তে গেলেই হাসি কান্না যে এক হ'য়ে যায়। তখন তার আর ভেদ থাকে না। এই কারাগারের কথা একবার ভাব দেখি,—সংসার-কারাগারের রূপান্তর নয় কি? চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র জগতের অন্ধকার নষ্ট করে, আবার মনুষ্য বুদ্ধিবলে তৈলে সলিতা সংযোগ ক'রে আলোকের সমুৎপাদন করে। তেমনি মানুষ সংসার-কারাগার হ'তে এই একটা কারাগারের সৃষ্টি ক'রেচে। এখন দেখ, তুমিও কয়েদী আর আমিও কয়েদী। ভেদাভেদ কিছুই নয় বাবা। তবে ভেদ ক'র্‌চ—হাসি কান্নায়। তুমি কয়েদী হাস্‌চ, আর আমি কয়েদী কাঁদ্‌চি। আমি তাই হাসি-কান্নায় সমান ক'রেচি। আমার হাসিও নাই আর কান্নাও নাই। কাঁদ্‌ব কেন বঙ্কু?

যাকে ব'লেচি—প্রাণ যাকে দিয়েচি, তার ব্যবহারে আবার হাসি কান্না কি র'য়েচে ? এলাম বন্ধু-আশ্রমে—পেটের জ্বালা নিবারণ ক'র্তে, বন্ধুও তাই অত রাত্রে আপনি না খেয়ে আমার জন্য রত্নথালিতে কত খাদ্য দিয়ে গিছ্লেন, খেয়ে আমিও তৃপ্ত হ'লাম। তখন প্রাণের হাসির সঙ্গে একটু কান্না এল। এল কেন ? না—হায়, কাল যে শাকান্ন সংগ্রহের জন্য জগতের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হ'য়েও জঠরজ্বালা নিবারণ ক'র্তে সক্ষম হয় নাই, আজ আবার একি বিচিত্র ব্যাপার! বন্ধু বল্লেন, প্রভাতে তোমার উপায় ক'র্ব। আমি ভাব্লাম—হবে—বন্ধু আমার তাই ক'র্বেন। তারপর কি—আমি চোর হ'লাম, পাওারা আমায় প্রহার ক'রে রীতিমত দৈহিক যাতনা দিলে। সে সময় আমার অসংযত মনও কিছুক্ষণের জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ নয়, ভাব্লেম—তার আর হ'য়েচে কি ? ওরা মার্লে বৈত নয়, ঐ না কি একটা শব্দ হ'ল ? তবে ঐ বুঝি আমার বন্ধু আস্চে। এস ভাই এস, এস দাদা এস। এস বন্ধু, এস। কৈ—না, কেউ ত এলো না ? তবে কি বন্ধু আমার ভুলে গেল ? হাঁ বন্ধু, তুমি কি আমায় ভুলে গেলে ভাই! কি হ'ল ? আমি কি স্বপ্ন দেখ্চি না— কি ? এই মনে হ'চ্চে, বন্ধু যেন এল, এসে আমার কাছে যেন ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্চে! তারপর দেখি, কেউ কোথাও নাই! আমি যে ব! একাকী, সেই বন্ধুই একাকী এখানে প'ড়ে আছি! বা, রহস্য মন্দ নয় ত! না নিশ্চয়ই এখানে

আমার বন্ধু আছে! নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমার মনের ভাব বুঝ্‌চে! মনের ভাব আর কি দাদা! আমার মনের ভাব আর কি হবে? আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌তে পারলেই যে আমার মনের সব কষ্ট যায়। বন্ধু! বন্ধুর বন্ধু দীনবন্ধু! একবার দেখা দাও। আমার সঙ্গে কেন ভাই প্রতারণা ক'র্‌চ? বন্ধুর সঙ্গে কি প্রতারণা ক'র্‌তে হয় দাদা! তাই ত—বন্ধু বন্ধু ক'রেই বুঝি বন্ধুর জীবনান্ত হয়। তা হ'ক্, তবু বন্ধু বন্ধুর নাম ছাড়্‌বে না। ঠাকুর ব'লেচেন—"নিদানে বন্ধু, তোমার এক বন্ধু দীনবন্ধু!" তবে দেখ্‌ব দীনবন্ধু! দীন বন্ধুর তুমি দীনবন্ধু কি না? তুমি নাই এস, নাই দেখ, তবু তুমি দীনবন্ধু—বন্ধুর বন্ধু কি না দেখ্‌ব। কৈ—বন্ধু—কৈ বন্ধু—কৈ—আমার দীনবন্ধু?

বেগে রাজা ও পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

১ম পাণ্ডা। চ্ছাম—অবধান করিবাহন্তু! সে গুটালোক ঐ কারাগারে রহুছন্তি।

রাজা। কৈ কোথায়—জগবন্ধুর বন্ধু কোথায়? কোন খানে? মহাশয়! মহাত্মন্! কোথায় আপনি? আহা—হা—শৃঙ্খলে বদ্ধ। (বন্ধন মুক্ত করণ) ক্ষমা করুন, পদে ধরি, ক্ষমা করুন! পাণ্ডাগণ না বুঝে আপনাকে এ যন্ত্রণা দিয়েচে। তাই পদে ধরি, ক্ষমা করুন। (পদে পতিত হওন)

পাণ্ডাগণ। নরোত্তম, মহাপ্রভুক্কর বন্ধু অছন্তি, এ নরাধম মহা-পাতকী ন জনে, ক্ষমা করিবাহন্তু! (পদধারণ)

বন্ধু। তোমরা কি আমার বন্ধু? এস বন্ধু! এস ভাই! একবার কথা কই! কৈ আমার বন্ধু কৈ? কৈ আমার বন্ধু কৈ? আপনারা কি আমার বন্ধু নন্, তবে বন্ধু কৈ? দিন্ দিন্, আপনাদের পায়ে ধরি, আপনারা আমার বন্ধু কোথায় ব'লে দিন্! কোথায় গেলে বন্ধুর দর্শন পাব তাই বলুন?

রাজা। ব্রাহ্মণগণ! দেখ্‌চেন কি? চলুন, এখন এঁকে বাবার শ্রীমন্দিরে ল'য়ে যাই! তারপর বাবা যা ক'র্‌বেন, তাই হবে।

বন্ধু। হাঁ, হাঁ বাবা! বন্ধুর কাছে আমায় ল'য়ে চল! বাবারে—ঐ বন্ধুর জন্য আমি অনেক পথ হেঁটে এসেচি বাবা! নিদানের বন্ধু ব'লে সেই দীনবন্ধুর কাছে এসেচি বাবা! আর কিছু চাই না, কেবল, বন্ধুকে চাই। কৈ—দীনবন্ধু!

রাজা। ধন্য প্রেম! ধন্য প্রেম! তা না হ'লে জগবন্ধুর আপনি বন্ধু হবেন কেন? মহাত্মন্, চলুন, চলুন, আপনার বন্ধুও আপনার জন্য অস্থির হ'য়েচেন। আজ বাবা জগবন্ধুকে তাঁর বন্ধু দান ক'রে, আমরাও মানব জীবন ধন্য করি গে চলুন।

পাণ্ডাগণ। চড়ুন মহাত্মন্! চড়ুন চড়ুন।

বন্ধু। চল চল, ঐ যে বন্ধু, ঐ যে বন্ধুর বন্ধু, ঐ যে আমার দীনবন্ধু!

[সকলের বেগে প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

ভাঁটা খেলিতে খেলিতে কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা ও বীণার প্রবেশ।

কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা। গীত

এই মায়ার ভাঁটা যায় গড়িয়ে বীণা দূর করে তার টান মেরে।
দেখায় জীবে দেখায় সবে মায়া কাটাও এমনি ক'রে।

বীণা। দেখ্ গোপাল! তোল্ ভাঁটা এ দিকে কিছুতেই আমি আস্তে দিত্তি না।

কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা। গীত

দেখ্‌ব বীণা দেখ্‌ব বীণা, ভাঁটা যায় কি না যায় তোর কাছে,
এই ছোঁয় ছোঁয়—না ছুঁতে পারে, তাই ত রে বোন্—
তোর কাছে বল্ কি আছে,
জোরে ভাঁটা গড়িয়ে গিয়ে, না ছোঁয় তোরে—
আপন মনে আপনি ফিরে।

অনন্তমিশ্র, আশারাম, বিধিনাপ্তিনী ও কলাবতীর প্রবেশ।

অনন্তমিশ্র। দেখ্‌চ কলাবতি! দেখ্‌চ আশারাম! ঠাকুর আজ আমাদের সরলা বালিকা ভক্তা বীণার সঙ্গে কিরূপ ভাবে মায়া-ভাঁটা খেল্‌চেন? থাক, স্থির ভাবে থাক, দেখ দেখ খেলাযুড়ের খেলা আজ ভাল ক'রে দেখ। চতুর! আজ নির্জ্জনে ভক্ত ল'য়ে আনন্দ হ'চ্চে, আর আমরা কি তোমার কেউ নই?

আশারাম। হাঁগা বাবাঠাকুর! ঐ কাল কুচ্‌কুচে ঠাকুরটী বুঝি বড় চতুর, না ঐ হাঁসাপারা কাঁদেবাড়ী ঠাকুরটী?

অনন্তমিশ্র। বাপু আশারাম! ঐ নবঘননিভ নবনটবর কাল ঠাকুরটীই এই রঙ্গভূমির প্রধান নট।

আশারাম। উনিই বুঝি কখন রাজা সাজ্‌চেন, কখন ভিখারী হ'চ্চেন। উনিই বুঝি এই আশারামকে আশার উচ্চসিংহাসনে বসিয়ে মজা দেখ্‌বার চেষ্টায় ছিলেন? ও বাবা কালমাণিক! তোমার বারা পেটে পেটে এত প্যাঁচ? আমি মনে ক'রেছিলাম, তোমার বার্‌টাই কাল, তা নয় তোমার প্রাণেও এত আল্‌কাৎরার দাগ বাবা!

কলাবতী। আশারাম! সকলের কাছে ওঁর সমান রূপ নয় বাবা!

আশারান। তা মা নিশ্চয়ই। তবে কি জান্‌লেন মা! ও বিটলে

ঠাকুরটী তোমার বড় কম নন্! উনি চোরকে বলেন চুরি ক'রতে আর গেরস্তকে বলেন সজাগ হ'তে।

অনন্তমিশ্র। আশারাম! তাই বটে, এখন দেখ, দেখ, খেলা-যুড়ের খেলা দেখ।

বীণা। আল গোপাল খেল্‌বি না?

কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা। গীত

খেল্‌ব বীণা আয় বোন আয় একটা নূতন খেলা খেলি আয়।
ঘরের মাঝে চোর কে আছে ধর্‌ত বেছে কে কোথায়।

অনন্তমিশ্র। চোরের কথা শুনেচ আশারাম!

আশারাম। ঠাকুর! দু একটা কথা ব'লব না কি?

অনন্তমিশ্র। না আশারাম! ঠাকুরের রসভঙ্গ ক'র না। ঐ না বীরভদ্র আস্‌চে। ঐ যে গলিত মৃত সোনারূপোর শব দেহ নিয়ে বীরভদ্র! এইবার আশারাম আর এক নূতন অভিনয়।

সোনারূপোকে স্কন্ধে লইয়া বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। হাঁরে বাপ্প সোনা রূপো! তুঁহরে আমি এই মন্দির মধ্যে আনি কিরি সমস্ত নিশা গোঁয়ানু, তবু ত কথা ন কহিচু! কথ্‌থা ক বাপ্প ধন! কথ্‌থা ক! ভাই ত জগবন্ধুর দাণ্ডা দিনু, মোরে সে সদয় ন হলা! হা জগবন্ধু! মোর সোনা রূপো তু ন দিলু? হা জগবন্ধু!

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে) দাদা! দেখুন, দেখুন একবার, বীরভদ্রের অবস্থা! আর না দাদা—আর থাকৃতে পারি না। এবার ওকে দেখা দি। (নিকটে গমনপূর্ব্বক) বীরভদ্র! প্রাণের ভদ্র! তুমি সোনা রূপোর জন্য পাগল হ'য়েচ, সোনা রূপোর জন্য অনেক যাতনা সহ্য ক'রেচ, তোমার চিরসুখ চিরশান্তি সোনা-রূপোর মায়ায় অনন্ত জলধিগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েচ; আর না, আর তোমায় যন্ত্রণা পেতে হবে না বাছা! (সোনা রূপোকে স্পর্শ করিয়া) এই—লও তোমার সোনা রূপো!

সোনা রূপা। (গাত্রোত্থান করিয়া) ওঃ—কত ঘুম ঘুমিয়ে ছিলাম গা! অ্যাঁ, মা কোথায়? এ কি—আমরা কোথায়?

অনন্তমিশ্র। এস ভাই! তোমরা এখন কোথায়, তা বুঝ্তে পার না?

সোনা রূপা। এ কি! দাদামশায় যে? আমরা দাদামশায়ের এখানে?

অনন্তমিশ্র। না ভাই, তোমাদের আর একটী বড় দাদামশায় আছেন, তোমরা তাঁর কাছে এসেচ!

বীরভদ্র। হা বাপ্প সোনা রূপো! কথা কহিচু বাপ্পধন! হারে বাপ্প ধন! তুঁহর লাগিয়ে প্রাঁড় গোঁয়ালু, তুঁহর লাগিয়ে ন খাই কিরি মহাপ্রভুঙ্কর জগবন্ধুর স্থানে কত্ত যপ করিলু, তবু বাপ্পধন! কঠিন প্রাঁড় জগবন্ধু সদয় ন হলা! বাপ্পধন, বাপ্পধন! তোরা সদয় হইচু পেয়া?

সোনা রূপা। বীরভদ্রকাকা! বীরভদ্রকাকা! তুমি এমন হ'য়েচ? তুমি আমাদের জন্য এমন ক'রেচ কেন?

অনন্তমিশ্র। ভায়েরা! দীনবন্ধুর কর্ম্মপীড়নে দীনবন্ধুর শিক্ষায় দুর্ম্মতি বীরভদ্র আজ দেব-চরিত্র সাধু!

সোনা রূপা। দাদামশায়! দাদামশায়! আমাদের মা কোথায় গেল? আমাদের সাধের বোন্ বীণা কোথায়?

অনন্তমিশ্র। (বীণাকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের সাধের বীণা ভাই, আর তোমাদের মা বাপ এখনি আস্‌চেন।

সোনা। আঁ্যা বাবা! বাবা কোথা থেকে এলেন দাদামশায়? আমরা ত দেশে অজন্মার দরুণ না খেতে পেয়ে খিদের জ্বালায় ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম, কই কঠিন বাবা ত সে সময়ে দেখ্‌তে আসেন না!

রূপা। দাদামহাশায়! ঘুমুতে ঘুমুতে কি দেখ্‌চি।

আশারাম। যুগ পাল্‌টে গিয়েচে বাবা!

সোনা রূপা। ও কে—আশাকাকা? আশাকাকা! তুমিও কঠিন হ'য়ে যাযপুর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে?

আশারাম। আশা ক্ষয় ক'র্‌তে গিয়েছিলেম বাবা!

সোনা। আশাকাকা! তোমার রাজত্বি আর রাজকন্তে কোথায়?

আশারাম। সবই দেখ্‌বে বাবা—সবই দেখ্‌বে! দীনবন্ধুর আনন্দ বাজারে কারুরও অভাব থাক্‌বে না।

অনন্তমিশ্র। ভাই সোনা রূপো! তোরা এবার সুখের রাজত্বে বাস ক'র্‌বি ভাই! আজ স্বয়ং দীনবন্ধু তোদের বন্ধু।

আশারাম। হাঁ গো বড় দাদামশায়! নূতন খেলা আর তোমার কিছু বাকী আছে?

কৃষ্ণ। আছে বৈকি আশারাম! কোথায় কমলাননে ইন্দিরা—আর আশারামের পূর্ণা আশাময়ী রাজকন্যা?

লক্ষ্মী সহ অহল্যা ও রাজকন্যার প্রবেশ।

সোনা রূপা। মা! মা! তুই এসেচিস্? কোথায় গিয়েছিলি মা! এই দেখ্ মা, দাদামশায়, আশাকাকা, বীণা, আমাদের সকলেই আজ এইখানে এসেচে!

বীণা। মা! মা! আমি আমাল গোপালের থঙ্গে খেলতুম্। মা! মা! আমাল গোপাল দাঁলিয়ে দেখ্।

কৃষ্ণ। এই ভাই, এক নূতন খেলা! কি রাজকুমারি! এখন তুমি কারে চাও? আশারাম না আশারামের ঠাকুরদাদায়? দেখ্‌লে আশারাম! নূতন খেলা নয়? আরও কত দেখ্‌বে দেখ, এই যে বন্ধুপত্নী! এস অহল্যা—এই লও তোমার সোনা রূপো বীণা—আর ঐ তোমার দীনবন্ধুর বন্ধু—স্বামী বন্ধুকে! এস ভাই বন্ধু—এস দাদা—অনেক যাতনা পেয়েচ, সে যাতনার আর অবধি নাই। আমায় ক্ষমা কর বন্ধু—আমায় ক্ষমা কর।

সকলে। জয় জগবন্ধুর জয়! জয় জগবন্ধুর জয়।

বন্ধু সহ রাজা ও পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

বন্ধু। কৈ বন্ধু—কৈ বন্ধু! দীনবন্ধু! কৈ তুমি?

কৃষ্ণ। এই যে বন্ধু! এই যে বন্ধু! এই যে বন্ধু আমি!

বন্ধু। এ কি! এ যে আমার ঠাকুর। ঠাকুর। ঠাকুর! এ কি ছলনা! আপনি আমায় বন্ধুভাবে ছলনা ক'রচেন? ঠাকুর।

অনন্তমিশ্র। না বাছা—তুমি গুরুভক্তিতে চতুর্দ্দিকেই ঠাকুর দর্শন ক'রচ।

কৃষ্ণ। না বন্ধু! ঐ গুরুমূর্ত্তিই ব্রহ্মমূর্ত্তি!

বন্ধু। তবে কি আমার বন্ধু নাই?

কৃষ্ণ। সে তোমার গুরুই জানেন।

অনন্তমিশ্র। জানি বৈকি—(বন্ধুকে স্পর্শপূর্ব্বক) এস সকলে আমায় স্পর্শ কর। ঐ দেখ—বন্ধু—(সকলের স্পর্শ করণ)

কৃষ্ণ। এখন কি তোমার ঠাকুর মূর্ত্তি দেখচ বন্ধু। ঐ গুরু ব্রহ্ম—ঐ গুরু ব্রহ্ম।

সকলে। জয় জগবন্ধুর জয়, জয় জগবন্ধুর জয়!

বন্ধু। সব একাকার! নারায়ণ! তুমিই সব! তবে প্রভু! যখন নিজগুণে বন্ধু ব'লেচেন, তখন বন্ধু! আমার উপায়?

বীরভদ্র। ওঃ—এ সব মহাপ্রভুঙ্কর লীড়া! মহাপ্রভু হে! কি লীড়া তুঁহর।

বিধিনাপ্তিনী। বাবার দ্বারে কত নরক উদ্ধার হ'য়ে গেল, লীড়া নয় রে মুখপোড়া!

রাজকন্যা। ঠাকুর! আমার অশ্রুনিবেদন এত দিনের পর সার্থক হ'ল!

অনন্তমিশ্র। হাঁ মা, এইবার তোমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হ'য়েচে। তোমার অশ্রুনিবেদনে আজ দয়াময় প্রভু সিক্ত হ'য়ে-

চেন, তাই তুমি তোমার আরাধ্য দেবতা স্বামীধনকে পেলে।

রাজতনয়া। তোমার সকল পাপের ক্ষয় হ'ল।

আশারাম। হাঁ রাজকন্যে! এইবার দীল্লিকা লাড্ডুর স্বখ বুঝে নাও বাবা! জগতটা বাবা দীল্লিকা লাড্ডু কি না দেখ। ঠাকুর! ঠাকুর! আমার কাজ কি শেষ হ'য়েচে?

অনন্তমিশ্র। আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ কেন আশারাম! তোমার প্রভুর প্রভু বন্ধুর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর।

আশারাম। ঠাকুর! তুমিই আমার সব!

সোনারূপা। আশাকাকা! এই তোমার রাজকন্যে?

আশারাম। হাঁ বাবা, এই রাজকন্যে।

সোনা। হাঁ রাজকন্যে কাকী মা! আশাকাকা "হা রাজত্বি আর হা রাজকন্যে" ক'রেই এতদিন পাগল হ'য়েছিল।

আশারাম। হাঁ বাবা সোনা রূপো—ঠাকুরের কৃপায় আমার সে বাসনা অনেকদিন হ'ল ক্ষয় হ'য়ে গিয়েচে। তখন আশারামের রাজা হবার সাধ ছিল. এখন আশারাম ঠাকুরের দয়ায় রাজার রাজা হ'য়ে গিয়েচে।

বন্ধু। ভাই আশারাম, তুমি ঠাকুরের কৃপায় রাজা হ'য়েচ, আর আমি ঐ ঠাকুরের কৃপায় আজ রাজার রাজা মহারাজ জানকীবল্লভের কৃপাশ্রয় পেয়েচি! আজ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সব সমাপ্ত ভাই! দর্শক! একবার এই সময়—সেই পরপাদুকাবাহী চিরদাস পরমুখাপেক্ষী বন্ধু মাহান্তির চিত্রখানি ভাল ক'রে দেখুন দেখি! তাহ'লেই, আত্মগ্লানি দূরে যাবে,

নিজের অবস্থার প্রতি আর কারও হেয়ভাব থাক্‌বে না। মানুষের গুরুপদে অচলা ভক্তি থাক্‌লে সে এইরূপে দীন-বন্ধুর পদাশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। আমার আর কিছু বল্‌বার নাই। আজ মরুভূমিতে পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়েচে! নিম্ববৃক্ষে সুর-সাল আম্রফল ফ'লেচে! এখন দীনের নাথ দীনবন্ধু! যখন বন্ধু ব'লে দীন বন্ধুকে আপনি আহ্বান ক'রেচেন, তখন বন্ধু হে, এই ক'র্‌বেন, যেন আমার প্রমত্ত মন আর সংসার-কামনায় প্রমত্ত না হয়। নারায়ণ! এই ক'র, যেন আপনার অক্ষয় পদচ্ছায়ায় বন্ধু এই দুর্লভ মানবজীবন অতিবাহিত ক'র্‌তে পারে। আর কি চাও অহল্যা! তুমি ত সবই পেয়েচ, আর তোমার কিসের আশা অহল্যা!

অহল্যা। ঠাকুর—আর কিছু না, আমি তোমার সর্ব্বস্বধন বন্ধুর দেখা পেয়েচি, আর কিছু চাই না।

বন্ধু। প্রিয়ে আর কিছু চেয়েও কাজ নাই! চাও শুধু দীনবন্ধু! দীনের নাথ দীনবন্ধু! বন্ধুর বন্ধু দীনবন্ধু!

পাণ্ডাগণ। ভক্তগণ! এখন দীনবন্ধুর নাম লও, আর জগবন্ধুর ডুরি বাঁধি কিরি জীবন সার্থক কর!

গীত

এখন জগবন্ধুর ডুরি বেঁধে সার্থক কর জীবন।
দিন থাক্‌তে দীননাথে কর রে জীব কর স্মরণ।

দশেন্দ্রিয়, রিপুছয় এরা সুখের ভাগী দুঃখের নয় রে,
সকল দুঃখের মোচন হরি শেষের সময় হয় রে,
তাই বলি অবিরাম, মনে জপ হরি নাম—
সেই "নব মেঘ-ঘটাজিত নীলরুচিং
বরপীত পটাবৃত শান্তকটিং"
সদা ধ্যেয় ধ্যেয়—সেই মাধব শ্রীধর-চরণ ॥